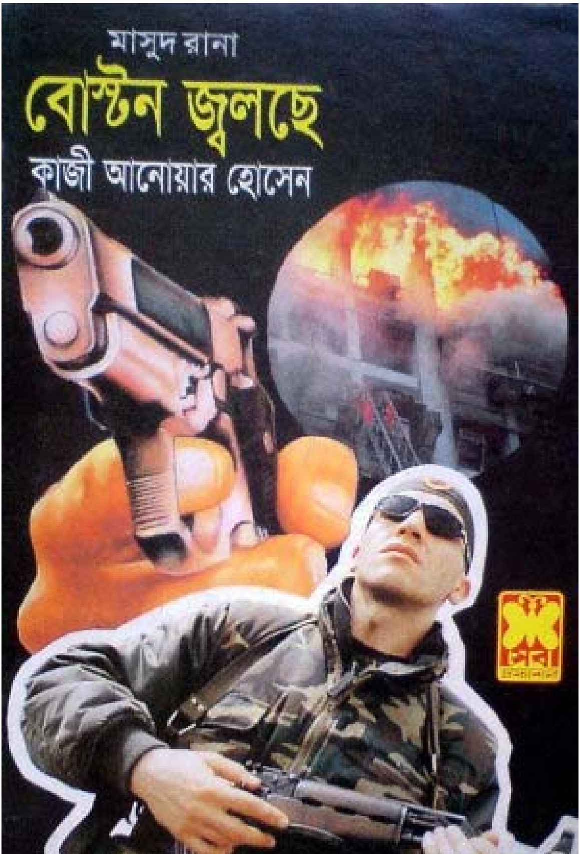

মাসুদ রানা
বোস্টন জ্বলছে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

মাসুদ রানা

বোস্টন জ্বলছে

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

সব কিছুরই একটা নিয়ম থাকে। আগুন নেভাবার আগে আগুন লাগতে হয়, তারপর দমকল আসে। তবে নিয়ম উল্টে দেয়ার ঘটনাও মাঝে মধ্যে ঘটে বৈকি। বোস্টন শহরের নর্থ এন্ডে, বাহারি রঙের নিওনসাইনের মেলা যেখানে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, সন্ধ্যা লাগার পরপরই বসে যায় রূপ-যৌবন বিকিকিনির হাট, মার্সিডিজ-ক্যাডিলাক-রোলসরয়েস বিরতিহীন উগরে দেয় মাল্টিমিলিওনেয়ার জুয়াড়ীদের, সাউন্ডপ্রুফ চারদেয়ালের ভেতর হাতবদল হয় ব্রীফকেস ভর্তি চাঁদার টাকা, আর বিশুদ্ধতা হারিয়ে হেরোইন আর মারিজুয়ানার খোঁজে পিলপিল করে ছুটে আসে তরুণ-তরুণীরা, সেখানে আজ এই নিয়ম উল্টে দেয়ার বিরল ঘটনাটা ঘটবে—আগুন লাগার আগেই পৌঁছে যাবে ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি।

নিউ ইয়র্কের মতই, বোস্টনকেও নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে মাফিয়া পরিবারগুলো। নর্থ এন্ডের সম্রাট ডিগো কর্ডোনা। প্রোটেকশন দেয়ার নাম করে এলাকার ছোট-বড় সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদা তোলে তার লোকজন। বেআইনী কাজ করে ফেঁসে গেছ? ঘুষ খেয়ে ধরা পড়েছ? গৃহপরিচারিকাকে ধর্ষণ করার পর খুন? জাল দলিল বানিয়ে কারও সম্পত্তি দখল করতে চাও? জায়গা-জমি কিনতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছ? রাস্তা মেরামতের ঠিকাদারি পেয়ে কাজে হাত দিতে পারছ না? কোন চিন্তা নেই, সব

সমস্যার সমাধান করে দেবে ডিগো কর্ডোনা। প্রয়োজনে পুলিসকে দূরে সরিয়ে রাখবে সে, নামকরা উকিলকে দিয়ে বিচারককে কিনে নেবে—যত বড় আপরাধই করে থাকো, প্রমাণ আর সাক্ষীর অভাবে নির্দোষ ঘোষণা করা হবে তোমাকে। হ্যাঁ, এর জন্যে অবশ্যই মোটা টাকা ভেট দিতে হবে তোমার ডন কর্ডোনাকে।

আয়ের কত যে উৎস, গুনে শেষ করা যাবে না। ছ'টা ওয়্যারহাউস আছে ডিগো কর্ডোনার। বেশির ভাগই রফতানি যোগ্য পণ্যে ঠাসা। তবে একটা ওয়্যারহাউসে রাখা হয় শুধু নিজের কারখানায় তৈরি বেস-বল ব্যাট। কিছু ব্যাটে বিশেষ চিহ্ন দেয়া থাকে, যা শুধু কর্ডোনার লোকেরাই চিনতে পারে। ওগুলো মোচড়ালে খোলা যায়, ভেতরটা ফাঁপা। ওই ফাঁপা অংশে ভরা হয় হেরোইন। রাস্তা, রেস্তোরাঁ, ক্যাসিনো বা বারে ভ্রাম্যমাণ মেয়ে-হকারের কাছ থেকে হয়তো এক ডলারের সিগারেট কিনল এক লোক দুশো ডলারে, যাবার সময় 'ভুলে' নিয়ে গেল লাইটারটা। ওই লাইটারে হেরোইন আছে, ভরা হয়েছে আরেক ওয়্যারহাউসে। বাকি ওয়্যারহাউসে পাওয়া যাবে বেআইনী অস্ত্র আর গোলাবারুদ।

তারপর ধরা যাক দেহ-ব্যবসা। পুলিসের খাতায় লেখা আছে নর্থ এন্ডে কলগার্লের সংখ্যা চার হাজার, পুরুষ বেশ্যার সংখ্যা পাঁচশো। ডন কর্ডোনার তালিকায় এদের সংখ্যা যথাক্রমে এগারো হাজার ও আড়াই হাজার। রূপ-যৌবন ও বয়েস অনুসারে সবাইকে চাঁদা দিতে হয়। কোন কোন মেয়ের আয় ধরা হয় দৈনিক দুই হাজার ডলার। মাসে বিশ দিন কাজ করবে সে, আয় করবে চল্লিশ হাজার ডলার, এর মধ্যে থেকে পনেরো হাজার ডলারই চলে যাবে চাঁদা দিতে। তবে এদের সংখ্যা খুব কম, শতকরা দশ-পনেরোজন। বেশির ভাগই দৈনিক আয় করে পাঁচশো থেকে সাতশো ডলার। তবে আয় কমবেশি যাই হোক, নির্ধারিত অঙ্কের

চাঁদা ঠিকই এসে নিয়ে যাবে বস্ কর্ডোনার লোকজন।

আয়ের আরও বড় উৎস জুয়া। কে না জানে যে প্রায় প্রতিটি আমেরিকানই জুয়া খেলতে পছন্দ করে। নানা রকম লটারি, ঘোড়দৌড়, বেস বল, ভলি বল, রাগবি, এ-সব তো আছেই, তারা এমনকি আগামীকাল প্রভাতের প্রথম প্রহরে সূর্য দেখা যাবে, না কি মেঘে ঢাকা থাকবে আকাশ, এ নিয়েও জুয়া ধরে। আর নর্থ এন্ডের প্রতিটি জুয়ার মাধ্যম থেকে টাকা পায় ডন কর্ডোনা। তার ওপর আছে নিজের স্টার ক্যাসিনো। সেটা এক এলাহি কারবার।

রিচমন্ড স্ট্রীটের পুরো পশ্চিম দিকটার মালিক বলতে গেলে সে একাই। স্টার ক্যাসিনো ত্রিশ গজ চওড়া আর চল্লিশ গজ লম্বা, ছয়তলা উঁচু একটা বিল্ডিঙে। সব মিলিয়ে ছোট-বড় তিনশো কামরা। দুই, তিন আর চারতলায় শুধু জুয়ার আসর বসে। একতলায় বিলিয়ার্ড, টেবিল-টেনিস ইত্যাদি খেলা হয়। প্রতি তলায় রেস্তোরাঁ আর বার আছে। পাঁচতলায় একশো ডলার ঘণ্টা হিসেবে কামরা ভাড়া দেয়া হয়। ছ'তলায় কি হয় না হয় কেউ বলতে পারে না, তবে ডন কর্ডোনার ব্যক্তিগত অফিসটা ওখানেই। তার জন্যে আলাদা একটা এলিভেটর আছে, সশস্ত্র লোকজন সেটাকে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিয়ে রাখে। ছাদে যে-কোন মুহূর্তে ওড়ার জন্যে তৈরি আছে একটা হেলিকপ্টার।

ক্যাসিনো স্টার ভবনের দু'পাশে ও পিছনে আরও তিনটে অপেক্ষাকৃত ছোট বিল্ডিং আছে, ওগুলোর মালিকও কর্ডোনা। সামনের দুটো অফিস বিল্ডিং; আইনজ্ঞ, ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টস

অফিসার, দলিল লেখক আর কেরানীরা বসে, কর্ডোনার সমস্ত অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধতাদানের কাজ চলে। পিছনের বিল্ডিঙে কর্ডোনার রিজার্ভ বাহিনী আড্ডা দেয়, আট ঘণ্টা পরপর পালা বদল। শোনা যায় এদের সংখ্যা একশো থেকে দেড়শোর

মধ্যে, মুহূর্তের নোটিসে শহরের যে-কোন প্রান্তে অপারেশন চালাবার জন্যে সারাক্ষণ অস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে তারা।

রাত আটটা থেকে নয়টা, এই একঘণ্টা স্টার ক্যাসিনোর প্রতিটি ফ্লোরে একবার করে চক্কর দেয় কর্ডোনা, কারও কোন অভিযোগ থাকলে শোনে, বিশিষ্ট ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে। টহল শেষে গ্রাউন্ড ফ্লোরের বিলিয়ার্ড রূমে গিয়ে ঢোকে সে, কিছুক্ষণ বিলিয়ার্ড খেলে তারপর আবার নিজের ছয়তলার অফিসে গিয়ে বসে। তারপর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ওখানে থাকে সে, যতক্ষণ টাকা গোনা শেষ না হয়। হিসেবে গরমিল হলে আরও বেশি রাত পর্যন্ত থাকতে হয়। তারপর বুলেটপ্রুফ গাড়ি নিয়ে রওনা হয় বাড়ির উদ্দেশে, সামনে ও পিছনে পাহারায় থাকে আরও চার-পাঁচটা গাড়ি, প্রতিটিতে পাঁচ-সাতজন করে দেহরক্ষী।

স্টার ক্যাসিনোয় জুয়ার ব্যবসা আজ খুব গরম। সাধারণত জুয়ার প্রতিটি আসর রাত দশটার পর জমজমাট হয়ে ওঠে, কিন্তু আজ সন্ধের পর থেকেই প্রতিটি টেবিল দখল হয়ে গেছে। ক্যাসিনো ম্যানেজারের মুখে খবরটা শুনে খুশি হবার কথা কর্ডোনার, অথচ গম্ভীর হয়ে গেল তার চেহারা। ইন্টারকমের রিসিভার তুলে হেড গেটম্যানের সঙ্গে কথা বলল সে। দশ মিনিট পর তথ্য পরিসংখ্যান নিয়ে ছয়তলায় হাজির হলো লোকটা। তালগাছের মত লম্বা সে, কোমরের দু'ধারে ভারী দুটো পিস্তল থাকায় খানিকটা কুঁজো হয়ে আছে। মাথা নত করে কর্ডোনাকে সম্মান জানাল, তারপর সময়ের আগে লোক সমাগম বেশি হবার কারণটা ব্যাখ্যা করল। তার কথা শেষ হতে কর্ডোনার টান-টান মুখের চামড়ায় সামান্য ভাঁজ পড়ল, এটাই তার হাসি। হাত নেড়ে বিদায় করে দিল হেড গেটম্যানকে। লোকটা বিদায় হতেই

ইন্টারকমে সিকিউরিটি চীফ-এর সঙ্গে কথা বলল সে। ‘বিদেশী ট্যুরিস্টদের আজ খুব ভিড়, প্রতিটি ফ্লোরে পাঁচজন করে অতিরিক্ত গার্ড পাঠাও, টহল দিয়ে বেড়াক।’ ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে, উল্টোদিকে সোফায় বসা কিশোরী মেয়েটিকে ইঙ্গিতে তাস বাঁটতে বলল।

হেড গেটম্যান তাকে জানিয়েছে, সন্ধ্যার খানিক আগে ভারতীয় একদল ট্যুরিস্ট এসেছে ক্যাসিনোয়, সবাই তারা পাগড়ি পরা শিখ, প্রত্যেকেই নাম করা কোন না কোন ইন্ডাস্ট্রির ডিরেক্টর। এক ঘণ্টা পর, দু'দলে ভাগ হয়ে, আরও এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের একদল ট্যুরিস্ট–দলের সদস্যরা বেশিরভাগই শেখ বা আমীর, তেল অথবা স্বর্ণখনির মালিক। সবাই তারা ব্রীফকেস ভর্তি টাকা নিয়ে এসেছে, প্রত্যেকের সঙ্গে একাধিক বডিগার্ড। তবে জুয়ায় তারা হারছে নাকি জিতছে, সে হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি।

এ ধরনের ক্লায়েন্ট সম্পর্কে জানা আছে কর্ডোনার, ক্যাসিনোয় ঢোকেই এরা হারার জন্যে। আজ হয়তো টাকা গুনতে রাত দুটো বেজে যাবে তার।

আটটার সময় ছ'তলা থেকে নামল কর্ডোনা। থার্ড ফ্লোর থেকে চক্কর দেয়া শুরু হলো তার। ভারতীয় শিখ আর মধ্যপ্রাচ্যের শেখ ও আমীরদের কয়েকজনকে দেখল সে, দু'একজনের সঙ্গে কুশল বিনিময়ও করল। ক্যাসিনোর ম্যানেজার ফিসফিস করল তার কানে। চেহারায় কোন ভাব ফুটল না, কর্ডোনা নির্লিপ্ত। সবাই নয়, ট্যুরিস্ট জুয়াড়ীরা বেশিরভাগই জিতছে। এটা একটা দুঃসংবাদ হলেও, কর্ডোনা বিশেষ গুরুত্ব দিল না। অন্য কি যেন একটা কারণে তার মন খুঁতখুঁত করছে। কিসের যেন একটা অভাব। থাকার কথা অথচ নেই। জিনিসটা কি মনে করতে পারছে না।

অবশেষে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এসে বিলিয়ার্ড খেলায় মন দিল

কর্ডোনা। বিদেশী ট্যুরিস্টরা এখানেই যেন বেশি ভিড় করেছে। আরব আমিরাতের শেখ ও আমীররা ধবধবে সাদা ঢোলা আলখেল্লা পরে আছে, ভারতীয় শিখদের মাথায় পাগড়ি। বডিগার্ডরা পাহারা দিয়ে রেখেছে যে যার মনিবকে। কর্ডোনার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা তাদের বসকে ঘিরে পজিশন নিল।

এখনও খুঁতখুঁত করছে কর্ডোনার মনটা।

সুঠামদেহী আগন্তুক বার-এ ঢুকতেই তিন কোণের তিনটে টেবিল ছেড়ে কাউন্টারের দিকে এগোল তিনজন খদ্দের। একটা মেয়ে তার পুরুষ সঙ্গীকে অপেক্ষা করতে বলে বার থেকে বেরিয়ে বিলিয়ার্ড রূমের দিকে চলে গেল, আরেক মেয়ে ঢুকল লেডিস টয়লেটে। কেউই তারা সরাসরি আগন্তুকের দিকে তাকায়নি।

আগন্তুক যেন ওয়েস্টার্ন ছায়াছবি থেকে উঠে আসা কোনও কাউবয়। মুখে দু'দিনের না কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথায় তোবড়ানো হ্যাট, কোমরে আঁটো বিবর্ণ জিনস, গায়ে কালো লেদার জ্যাকেট; জ্যাকেটের চেইনটা খোলা, চওড়া পকেটে বাম হাত ঢোকানো। পায়ে রাবার সোল লাগানো জুতো, সেলাইগুলো ঢেউখেলানো। সোজা এগিয়ে এসে কাউন্টারের সামনে থামল সে, তারপর হঠাৎ ঘুরে বারম্যানের দিকে পিছন ফিরল, শিরদাঁড়া ঠেকে আছে কাউন্টারের কিনারায়। চারদিকে দৃষ্টি বোলাচ্ছে, চোখাচোখি হতে ইশারায় কাছে ডাকল একজন সশস্ত্র গার্ডকে।

পরনে কালো ট্রাউজার ও ইন করা সাদা শার্ট, শার্টের ওপর প্রকাশ্যেই শোল্ডার হোলস্টার ঝুলিয়েছে, তাতে বড় আকারের একটা পিস্তল। লোকটা লম্বা-চওড়া, বোঝা যায়, বাঘের মত ক্ষিপ্র। সতর্ক পায়ে হেঁটে এসে আগন্তুকের সামনে দাঁড়াল। 'ইয়েস, স্যার?' মুখে স্যার বললেও, আগন্তুকের বেশভূষা দেখে

গার্ডের চেহারায় তাচ্ছিল্যের একটা ভাব ফুটতে চাইছে। যদিও গার্ড ও গেটম্যানদের ওপর কড়া নির্দেশ আছে, কোনও অবস্থাতেই কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। 'কোনও সমস্যা?'

আগন্তুকের শাণিত চোখে বরফের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টি। 'ডিগো কর্ডোনা।'

ঝাঁকি খেলো গার্ড, যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। 'তিনি, মানে...কি বললেন, স্যার?'

আগন্তুক আবার বলল, 'ডিগো কর্ডোনা।'

চট করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল গার্ড। পিছনে তিনজন বিদেশী ট্যুরিস্ট নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, প্রত্যেকের একটা করে হাত ঢোলা আলখেল্লার ভেতর। লোকগুলো এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে, তার পিছু হটার পথ বন্ধ করাই যেন উদ্দেশ্য। আগন্তুকের দিকে ফিরে একটা ঢোক গিলল গার্ড। 'বস্ বিলিয়ার্ড রূমে, স্যার,' শব্দগুলো নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল।

জ্যাকেটের পকেটে ঢোকানো বাম হাতটার দিকে তাকাল আগন্তুক, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে গার্ডও। পকেটের বাইরে শুধু কাঠের হাতল দেখা গেল–সামান্য একটু, চকচকে বাদামী রঙ। ওটা যে একটা মেশিন পিস্তলের হাতল, গার্ডকে তা বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই। দৃষ্টি তুলে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাবার আগে আরও একটা জিনিস দেখতে পেল সে–জ্যাকেটের ভেতর হোলস্টারে ভারী একটা রিভলভার। 'পথ দেখাও,' লোকটাকে বলল আগন্তুক।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে নিজের টেবিলে ফিরল দ্বিতীয় মেয়েটা। ব্যাগ থেকে আয়না বের করে নিজের মেকআপ পরীক্ষা করছে, বসেছে কাউন্টারের দিকে পিছন ফিরে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বার থেকে বেরিয়ে এল গার্ড। আগন্তুক তার

ঠিক পিছনেই। সিঁড়িটাকে পাশ কাটানোর সময় পিছন দিকে একবার তাকাল গার্ড। বিদেশী ট্যুরিস্টরা সংখ্যায় এখন চারজন। তিনজন সিঁড়ির ধাপে পজিশন নিল। বাকি একজন আগন্তুকের ঠিক পিছনে, সম্ভবত সে-ও বিলিয়ার্ড রূমে ঢুকবে।

বিশাল বিলিয়ার্ড রূমে বারোটা টেবিল ফেলা হয়েছে। প্রতিটি টেবিলের খেলা দেখার জন্যে তিন দিকে ক্রমশ উঁচু মেঝেতে চেয়ার পাতা। তিন নম্বর টেবিলে মাত্র দু'জন লোক, তার মধ্যে একজন কর্ডোনা। টেবিলের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়ল গার্ড। অপরপ্রান্তে তার মনিব।

'এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, বস্,' রুদ্ধশ্বাসে উচ্চারণ করল গার্ড।

একটা শট নিল কর্ডোনা, কুশন থেকে পকেটে অদৃশ্য হলো বলটা। চেহারায় কোন ভাব ফোটেনি, খেলা থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'তো?'

'আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বললে ভাল হয়।'

'ভাল হয় কিনা তুমি শেখাবে আমাকে, মার্টিন?' কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করল কর্ডোনা।

'উনি এখানেই, বস্।'

'আমিও তার সঙ্গে এখানেই কথা বলব, এক মিনিট পর,' বলল কর্ডোনা। দ্বিতীয় শট নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে, টেবিলের সবুজ সারফেসে স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মোড়া কি যেন একটা পড়ল, আইডি কার্ডের মত দেখতে। লম্বাটে ও চৌকো জিনিসটা পড়ার সময় সামান্যই শব্দ হয়েছে, কিন্তু সেটাই বোমা বিস্ফোরণের মত কাজ করল। কর্ডোনার বিশাল দুই কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে গেল। প্লাস্টিকে মোড়া জোড়া ফটোর দিকে দুই সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে, তারপর ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হলো চোখ দুটো। শট নিতে

যাওয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে শরীরটা, এক চুল নড়ছে না।

আশপাশের কয়েকটা টেবিলের বন্ধ হয়ে গেছে খেলা। দম দেয়া পুতুলের মত প্রতিক্রিয়া হলো সশস্ত্র গার্ডদের—হোলস্টার ও পকেটে ভরা পিস্তলে হাত দিল তারা, কিন্তু তারপরই বরফের মত জমে গেল। কারও শিরদাঁড়ায় শক্ত কিছু ঠেকল, কেউ পাশ থেকে শুনতে পেল 'নড়বে না', আবার কেউ দেখল তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে অচেনা কোন লোক, আলখেল্লার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে মেশিন পিস্তলের ব্যারেল।

কয়েকজন দর্শক, সবাই তারা জুয়াড়ী, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল; কিন্তু আশপাশ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উঁকি মারছে দেখে ঝপ্ করে বসে পড়ল আবার।

গোটা বিলিয়ার্ড রূমে পিন-পতন স্তব্ধতা, সবাই যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে।

'শটটা শেষ করো, কর্ডোনা,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল আগন্তুক। 'এক বালতি রক্ত বাজি ধরলাম—বলটা তুমি পকেটে ফেলতে পারবে না।'

আশপাশ থেকে কয়েকজন ফিসফাস করে উঠল। বিদেশী উচ্চারণে কেউ একজন কড়কে উঠল, 'শাট আপ!'

অবশেষে কিউ ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো কর্ডোনা। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা সে, দুই মণের কাছাকাছি ওজন, শরীরে এক ছটাক চর্বি নেই। ভারী গলা গমগম করে উঠল, 'কে আপনি? আমার কাছে কি চান?'

'ফটোর মেয়ে আর ছেলেটাকে তুমি চেনো, কর্ডোনা,' বলল আগন্তুক। 'আমি জানতে চাই, ওদেরকে কোথায় রাখা হয়েছে।'

মাথা না ঘুরিয়ে শুধু চোখ ঘোরাল কর্ডোনা। তাতেই পরিস্থিতিটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সাদা পোশাকে পুলিসের সংখ্যা

অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি আজ। এর কোন তাৎপর্য থাক বা না থাক, সাদা আলখেল্লা আর পাগড়ি পরা বিদেশী লোকগুলো কার প্রতিনিধিত্ব করছে এটা বুঝতে তার আর বাকি থাকল না। মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা এখনও রয়েছে, রহস্যটা এখনও সে ধরতে পারছে না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'দেখি।' ঝুঁকে টেবিল থেকে প্লাস্টিক মোড়া ফটো দুটো তুলে চোখের সামনে আনল। দশ সেকেন্ড পর মুখ তুলে আগন্তুকের দিকে তাকাল সে, মোড়কটা ছুঁড়ে দিল টেবিলের অপরপ্রান্তে। 'হ্যাঁ, এদের ফটো দেখেছি, টিভিতে আর কাগজে। কিন্তু না, এদের সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।'

'সত্যি তুমি জানো না এদেরকে কোথায় পাওয়া যাবে?' আগন্তুকের চোখে পলক পড়ছে না।

'একবার তো বললাম!' কর্ডোনার গলা কর্কশ।

'আরেকবার বলো,' একঘেয়ে সুরে বলল আগন্তুক। 'কোথায় পাওয়া যাবে জানো, নাকি জানো না?'

'আপনি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন?' মাথা একদিকে কাত করে জানতে চাইল কর্ডোনা। তার লোকদের জন্যে এটা একটা সংকেত–সে মারাত্মক কোন বিপদের আশঙ্কা করছে না।

জবাব না দিয়ে আগন্তুক অন্য একটা প্রশ্ন করল, 'এরা বেঁচে আছে তো, কর্ডোনা?'

'ভাল করেই জানেন আপনি কার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন,' বলল কর্ডোনা। 'হ্যাঁ, আমি জানি নিরাপদে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন আপনি, সে প্রস্তুতি নিয়েই ভেতরে ঢুকেছেন। তবু মনে করিয়ে দিচ্ছি, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে আমাকে বিরক্ত করার পরিণতি ভাল হবে না।' পরিস্থিতি যা-ই হোক, মোটেও ভয় পায়নি সে। শুধু সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে।

আগন্তুক যেন তার কথা শুনতে পায়নি, টেবিল থেকে

প্লাস্টিকের মোড়কটা তুলে নিয়ে বলল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে চাও?'

ধরা যায় কি যায় না, কর্ডোনার চোখের পাতা কেঁপে উঠল। এই প্রথম ভয় পেয়েছে সে, তবে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'না।'

'দুই মিনিট কেউ একচুল নড়বে না,' বলে ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক। বিলিয়ার্ড রূম ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে, একা।

দুই মিনিট নয়, স্টার ক্যাসিনো থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়তে এক মিনিট লাগল আগন্তুকের, আর ওই এক মিনিট পরই গোটা বিল্ডিঙে কান ঝালাপালা করা শব্দে বেজে উঠল ফায়ার-অ্যালার্ম। ইতিমধ্যে দেহরক্ষীরা ঘিরে ফেলেছে কর্ডোনাকে, এলিভেটরে তুলে পৌঁছে দিয়েছে ছয়তলার প্রাইভেট অফিসে। ঠিক দেড় মিনিটের মাথায় ঝন ঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল প্রতিটি ফ্লোরের অফিস কামরায়। কর্ডোনা তার নিজের ফোনের রিসিভার কানে তুলল। অপরপ্রান্ত থেকে কেউ একজন বলল, 'টাইম বোমা! প্রতিটি ফ্লোরে! এখন থেকে ঠিক সাত মিনিট পর ফাটবে। টাইম বোমা! প্রতিটি ফ্লোরে! এখন থেকে ঠিক...'

মন খুঁত-খুঁত করার কারণটা এতক্ষণে ধরতে পারল কর্ডোনা। বিদেশী ট্যুরিস্টদের কারও হাতেই কোন ব্রীফকেস দেখেনি সে।

কালো একটা মার্সিডিজ আগন্তুককে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে চলে যাবার ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড পর ঢং-ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে এল ফায়ারব্রিগেডের পাঁচটা গাড়ি। স্টার ক্যাসিনোয় নয়, ফোনে তাদেরকে বলা হয়েছে স্টার ক্যাসিনোর পিছনের আর দু'পাশের দুটো বিল্ডিঙে আগুন লেগেছে। আগুন বা ধোঁয়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবু তারা ওই তিনটে বিল্ডিঙের সামনে গাড়ি থামাল, আগুনের দেখা মিলবে এই আশংকায় নেভাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ফোনে টাইম বোমার কথা শুনে হেলিকপ্টারে চড়ে ক্যাসিনো ত্যাগ করল ডিগো কর্ডোনা। বাঁধ ভাঙা জলস্রোতের মত ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আতঙ্কিত লোকজন, স্টার ক্যাসিনোর প্রতিটি ফ্লোর প্রায় খালি হয়ে গেছে। প্রভুভক্ত ও অসমসাহসী কয়েকজন সশস্ত্র গার্ড এখনও ভেতরে আছে, টাইম বোমার খোঁজে প্রতিটি ফ্লোরে ছুটোছুটি করছে তারা। যেন তাদেরকে শেষ একটা সুযোগ দেয়ার জন্যেই প্রথম বোমাটা ফাটল পাঁচতলার খালি একটা কামরায়, ফোন আসার ছ'মিনিটের মাথায়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট আগে।

দ্রুত তল্লাশী চালিয়ে মাত্র একজোড়া টাইম বোমা পেয়েছে গার্ডরা। টাকা ভর্তি ব্রীফকেস দেখে প্রথমে তারা হতভম্ব হয়ে যায়, তারপর উল্লসিত বোধ করে। একটা ব্রীফকেস পাওয়া গেছে টয়লেটে, ওয়াল-কেবিনেটের ভেতর। দ্বিতীয়টা বার-এর উল্টে পড়া একটা টেবিলের নিচে। কিন্তু তাদের উল্লাস বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেল টাকার প্রতিটি বান্ডিলের প্রথম ও শেষ, শুধু এই দুটো নোটই ডলার, বাকি সব মাপমত কাটা সাদা কাগজ। আসল জিনিস দেখা গেল বান্ডিলগুলোর নিচে–টাইমার সহ বোমা।

বোমা দুটো অকেজো করার সময় পাওয়া গেল না, তার আগেই পাঁচতলায় একটা বোমা ফাটল। চেঁচামেচি করে পরস্পরকে সাবধান করল তারা, পড়িমরি করে ছুটে বেরিয়ে এল স্টার ভবন থেকে।

এরপর যা ঘটল, বোস্টন রাজ্যের ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। শুধু বোধহয় বোস্টন নয়, গোটা যুক্তরাষ্ট্রেও এ-ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

ঘড়ির কাঁটা ধরে, ফোনে সতর্ক করার পর ঠিক সাত মিনিটের

মাথায়, স্টার ক্যাসিনো বিল্ডিঙের শুধু ছয়তলাটা বাদে প্রতি তলায় একযোগে অনেকগুলো বিস্ফোরণ ঘটল। সেই বিস্ফোরণ এতই শক্তিশালী, স্টার ভবনের আশপাশের বহু বিল্ডিঙের জানালার কাঁচ ঝন-ঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। চোখের পলকে স্টার ভবনের ভেতর আগুন ধরে গেল, জানালা-দরজার ভেতর লাল ও কমলা রঙের শিখা নাচানাচি করছে। এই দৃশ্য মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেখার সুযোগ পাওয়া গেল, কারণ তারপরই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল বিল্ডিংটা, অক্ষত ছয়তলাকে নিয়ে। ত্রিশ সেকেন্ড পর ধ্বংসস্তূপটাও আর দেখা গেল না, আগুন আর ধোঁয়া সব কিছু মুড়ে ফেলেছে।

ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে আসা লোকজন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখছে। তাদের মধ্যে বিদেশী ট্যুরিস্টরাও আছে, তবে এখন আর তাদের মাথায় পাগড়ি বা পরনে আলখেল্লা নেই, আতঙ্কিত লোকজনের সঙ্গে ছুটে বাইরে বেরুবার সময় ওগুলো তারা খুলে ফেলে দিয়েছে।

ফায়ারব্রিগেডের টীম লীডার ওয়্যারলেসে খবর পাঠাল হেড অফিসে, আরও গাড়ি পাঠাও। কর্মীদের নির্দেশ দেয়া হলো, আশপাশের বিল্ডিং খালি করো, লক্ষ রাখো আগুন যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

বিল্ডিংটা ভেঙে পড়ার পনেরো মিনিট পর ক্যামেরা নিয়ে হাজির হলো টিভি চ্যানেলের কর্মীরা। রাত দশটায় প্রতিটি চ্যানেলের প্রধান খবর হলো এই বিস্ফোরণজনিত অগ্নিকাণ্ড। ব্যাকগ্রাউন্ডে জ্বলন্ত স্টার ক্যাসিনো, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ধারা বিবরণী দেয়ার ভঙ্গিতে রিপোর্টার দর্শক-শ্রোতাদের জানাল, অনেকেরই ধারণা যে ক্যাসিনোর মালিক মাফিয়া ডন ডিগো কর্ডোন বিল্ডিঙের ভেতর আটকা পড়েছে, অর্থাৎ সে মারা গেছে।

স্টার ক্যাসিনোর দৃশ্যটা লাইভ দেখছিল টিভির দর্শক-

শ্রোতারা, মাঝপথে সেটা থামিয়ে দেয়া হলো। সংবাদ-পাঠক জানাল, এই মাত্র খবর এসেছে ডিগো কর্ডোনার ছয়টা ওয়্যারহাউসেও আগুন ধরেছে। বলা হলো, আগুন ধরার আগে বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেছে। দর্শক-শ্রোতাদের এখন সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে।

টিভির পর্দায় দেখা গেল ওয়্যারহাউসগুলোর আগুন আকাশ ছুঁতে চাইছে। হতভম্ব বোস্টনবাসীকে চমকে দিয়ে সংবাদ-পাঠক আবার ঘোষণা করল, 'আমরা স্তম্ভিত! আমরা বিহ্বল! প্রিয় দর্শক-শ্রোতা, আমরা অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে জানাচ্ছি, শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের খবর আসছে। তালিকায় ওগুলোর সংখ্যা ইতিমধ্যে বারোটায় পৌঁছে গেছে–স্টার ক্যাসিনো আর ওয়্যারহাউস ছাড়াও শহরের তিনটে বিউটি পার্লার, দুটো রেস্তোরাঁ, একটা হলিডে রিসর্ট, তিনটে বার আর একটা নির্মাণাধীন হোটেল ভবন বিস্ফোরিত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে টাইম বোমা বিস্ফোরণের পরপরই আগুন ধরে যায়। খবর নিয়ে জানা গেছে, আগুন লাগা প্রতিটি বিল্ডিং বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল ডিগো কর্ডোনা।

'প্রিয় দর্শক-শ্রোতা, বোস্টনের মেয়র জেফার্স মারফি শহরবাসীকে অনুরোধ করেছেন, বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন আজ রাতে রাস্তায় বের না হন।

'শহরের প্রতিটি পুলিস স্টেশন আর ফায়ারব্রিগেড স্টেশনকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে।

'পুলিস ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রায় একই সময় এতগুলো জায়গায় শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটলেও এখন পর্যন্ত কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

'পুলিস ও এফবিআই অফিসাররা মীটিঙে বসেছিলেন, সেখানে

মেয়রও উপস্থিত ছিলেন। মীটিং শেষে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে মাফিয়া বস্ ডিগো কর্ডোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারই প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দল। এই বিবৃতির মাধ্যমে শহরবাসীকে নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে, যারাই এই ধ্বংসযজ্ঞের জন্যে দায়ী হোক, তাদেরকে অবশ্যই গ্রেফতার করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। সেই সঙ্গে অনুরোধ করা হচ্ছে, সন্দেহজনক বা অচেনা কোন লোককে কোথাও দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি থানায় বা টহল পুলিসকে খবর দিতে হবে"।

'ডিগো কর্ডোনা বেঁচে আছে, এই খবর পাবার পর আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তার বাড়ি থেকে জানানো হয়েছে যে সে অসুস্থ, আগামী চব্বিশ ঘণ্টা তার সঙ্গে কথা বলা যাবে না।

'বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের আরও খবর আসছে...এখন পর্যন্ত পুলিস কাউকে গ্রফতার করতে পারেনি...'

বোস্টনের আরেক প্রান্তে, 'লিটল ইটালি' সেকশনে, লটারি কিং জনি কারলুসি তার নিজস্ব ক্যাসিনোর অফিস কামরায় অস্থির উত্তেজনায় পায়চারি করছে। রাত দশটা থেকে বারোটা, এই দু'ঘণ্টা টিভির পর্দায় চুম্বকের মত আটকে ছিল তার দৃষ্টি। ডিগো কর্ডোনা তার চিরশত্রু, এলাকার ভাগাভাগি নিয়ে দুই দলে মারামারি কাটাকাটি চলে আসছে বহু বছর ধরে, সেই পরম শত্রুর চরম সর্বনাশ দেখার সময় কারলুসি একবারও হাসেনি। বরং চিন্তার ভারে মাথাটা যেন তার নুয়ে পড়ছিল।

রাত বারোটায় অফিস কামরা থেকে দেহরক্ষীদের বিদায় করে দেয় কারলুসি। কনসিলিয়রি মার্টিন থেরোন, আর দুই ক্যাপোরেজিমি ক্যামেলিয়ো ফন্টেসা ও সালভাদর কালডিনিকে

নিয়ে গোপন মীটিঙে বসে সে। তিনজনেরই ধারণা ছিল, বস্ বিপদের আশংকা করছেন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দেবেন। একটু পরই তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। ডন কারলুসি বলল, 'আমরাও যদি আক্রান্ত হই, কর্ডোনার মত বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করব না। কর্ডোনার চেয়ে লোকবল অনেক বেশি আমাদের, ফন্টেসাকে দায়িত্ব দেয়া হলো, সবার ছুটি বাতিল করে দিয়ে আমাদের সব ক'টা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কড়া পাহারা বসানো হোক। ফন্টেসা, তোমার প্রথম কাজ, আমাদের প্রতিটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে তল্লাশী চালানো।'

'এ কাজ কে করতে পারে, বস্?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপোরেজিমিদের একজন, সালভাদর কালডিনি। 'এত সাহস কার? এত শক্তিই বা সে পেল কোথায়?'

'সব তথ্য এখনও আমরা পাইনি,' বলল ডন কারলুসি। 'সব না জেনে কিছু বলা কঠিন। তবে পুলিসকে আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে। সন্দেহের তালিকা থেকে মার্লোন ট্যাফোর্ডকেও বাদ দিতে পারছি না।'

'পুলিসকে, বস্?' কনসিলিয়রি থেরোনকে বিমূঢ় দেখাল।

'তাঞ্জানিয়ার মেয়েটার কথা ভুলে গেছ?' জিজ্ঞেস করল ডন কারলুসি। 'সবাই তাকে কলগার্ল হিসেবেই চেনে, তার আসল পরিচয় মনে রাখে না। পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে তানজিন, বয়ফ্রেন্ড ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করে। অনেক লোকের হাত ঘুরে বাধ্য হয়ে দেহ-ব্যবসায় নাম লেখায়। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না তানজিন এক পুলিস অফিসারের স্ত্রী।'

'কিন্তু ভাইঝি কিডন্যাপ হবার তিন মাস পরও অফিসার চাচা কিছু করতে পারেনি,' বলল ফন্টেসা।

'আইনের সাহায্য নিয়ে পারেনি,' বলল ডন কারলুসি। 'এখন

হয়তো বেআইনী পথে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করছে।’

‘তারমানে কি আপনার ধারণা, বস্, সামান্থাকে মি. কর্ডোনার লোকজন কিনডন্যাপ করেছে?’ ফন্টেসা জিজ্ঞেস করল।

‘আমি কি তা বলেছি?’ রাগ চেপে বলল ডন কারলুসি। ‘আমি শুধু একটা সম্ভাবনার কথা বলছি। সাদা পোশাকে পুলিসই হয়তো কর্ডোনার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তাদের সন্দেহের তালিকায় কর্ডোনাই হয়তো প্রথম নাম।’

‘ওই তালিকায় আমরাও যদি থাকি, তা হলে তো বিপদের কথা, বস্!’ কনসিলিয়রি থেরোনকে বিচলিত মনে হলো।

‘এ-প্রসঙ্গে আগেই তো বললাম, আমরা আক্রান্ত হলে বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করব না।’

‘আজকের ঘটনার সঙ্গে মার্লোন ট্যাফোর্ড কিভাবে জড়িত হতে পারেন, বস্?’ ফন্টেসার প্রশ্ন করার ধরনটাই এমন, যেন বসের বুদ্ধিমত্তাকে সে চ্যালেঞ্জ করতে চায়।

‘ওর বোবা ছেলে গিয়াস ট্যাফোর্ডকেও তো কিডন্যাপ করা হয়েছে। দশ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ দেয়া মার্লোনের জন্যে কোন সমস্যা নয়, বিশ-পঁচিশটা ইন্ডাস্ট্রির মালিক সে। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন বিয়ে করা বউটা। ট্যাফোর্ডের বয়েস ষাট, বউয়ের বয়েস চব্বিশ। মেয়েটা শুধু লোভী নয়, চরম স্বার্থপর। বুড়ো স্বামীকে সে বুঝিয়েছ, মুক্তিপণ দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনার অর্থ হবে পরাজয় মেনে নেয়া, সম্মান খোয়ানো। তারচেয়ে কিডন্যাপারকে সনাক্ত করার চেষ্টা করা হোক, তারপর পুলিস পাঠিয়ে ধরা হোক তাকে। কাগজে তো এ-খবরও বেরিয়েছে যে মার্লোন আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, উদ্দেশ্য কিডন্যাপারের বিরুদ্ধে ভাড়াটে খুনী লেলিয়ে দেয়া। আজকের ঘটনার জন্যে এই ভাড়াটে খুনীরাই হয়তো দায়ী।’

‘আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে রানা এজেন্সিকে বাদ দেয়া চলে না...’ শুরু করল ফন্টেসা, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল ডন কারলুসি। ‘এ-সব বিষয়ে কথা বলার জন্যে বসিনি আমরা। বসেছি কর্ডোনার একটা ব্যবস্থা করার জন্যে।’

তিনজনেরই মুখ ঝুলে পড়ল। কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

থেরোন বলল, ‘কিন্তু, বস্, কর্ডোনা তো শেষ হয়ে গেছে। সে তো এখন রাস্তার ভিখিরি।’

‘কর্ডোনাকে তোমরা চেনো না, তাই এ-কথা বলছ। আমি চিনি। গত বিশ বছরে আমার জানামতে অন্তত তিনবার সব খুইয়ে পথের ভিখিরি বনে গিয়েছিল ডিগো। কিন্তু নতুন করে শুরু করে আবার সে সাফল্যের চূড়ায় উঠে আসে। এটাই তার বৈশিষ্ট্য। কাজেই এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাই না। বোস্টনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি সাহায্য কার দরকার? ডিগো কর্ডোনার। কাজেই আমি তাকে সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠাতে চাই।’

কনসিলিয়রি থেরোন মাথা চুলকে বলল, ‘বস্!’

‘আমি তাকে ফোন করব। তার এই বিপদের সময় নরম সুরে দুটো সান্ত্বনার কথা বলব, মন উজাড় করে সহানুভূতি জানাব। বলব, পুরানো শত্রুতার কথা ভুলে গেছি আমি। জিজ্ঞেস করব, তার কোন সাহায্য লাগবে কিনা। এ-সব শুনে সে খুব অবাক হবে, তবে মীটিঙে বসার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।’

‘মি. কর্ডোনার সঙ্গে আপনি মীটিঙে বসবেন?’ হাঁ হয়ে গেল থেরোন।

‘হ্যাঁ। আজ রাতেই। তার বাড়িতে।’

‘তাঁর বাড়িতে!’

‘অন্য কোথাও সে বসতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।’ ডন

কারলুসি হাসছে।

'তারপর, বস্?'

'আমার হেলিকপ্টার তার বাড়ির ছাদে নামবে,' বলল ডন কারলুসি। 'সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবে ফন্টেসার সুইসাইড স্কোয়াড। স্কোয়াডের সদস্যরা প্রত্যেকে তিন লাখ ডলারের বেয়ারার চেক পাবে, ইচ্ছে করলে স্ত্রী বা মায়ের কাছে রেখে যেতে পারবে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে কর্ডোনার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে তারা। আমার নিরাপত্তার স্বার্থে কোথায় মীটিং বসবে সেটা দেখতে চাওয়াই উদ্দেশ্য। এই অজুহাত দেখিয়ে গোটা বাড়ি তল্লাশী চালাবে তারা, এবং চোখে পড়া মাত্র গুলি করে ফেলে দেবে কর্ডোনাকে।'

'কিন্তু, বস্, মি. কর্ডোনার দেহরক্ষীরা? তারা তো সারাক্ষণ আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করে থাকবে।' থমথম করছে ক্যাপোরিজিমি ফন্টেসার চেহারা।

'হ্যাঁ, বিনা যুদ্ধে কর্ডোনাকে মেরে পালিয়ে আসা সম্ভব নয়,' বলল ডন কারলুসি। 'সেই জন্যেই তো তোমাকে সুইসাইড স্কোয়াড পাঠাতে বলছি।'

'আপনি আমাদেরকে কখন যেতে বলছেন?'

'এই ধরো রাত দুটোর দিকে, এখন থেকে পৌনে দু'ঘণ্টা পর।'

'এত অল্প সময়ে সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করা সহজ কাজ হবে না, বস্…'

'প্রয়োজনে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দেবে,' পরামর্শ দিল ডন কারলুসি। 'এই ধরো, পাঁচ লাখ ডলার। তুমি বলতে চাও তারপরও মরতে চাওয়ার লোকের অভাব হবে?' কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার বুদ্ধি করেছে ডন কারলুসি। ডিগো কর্ডোনাকে খুন করতে

গিয়ে তার ক্যাপোরিজিমি যদি ফিরে না আসে, তার কোন দুঃখ হবে না। ফন্টেসা বড় বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

না, মরতে চাওয়ার লোকের অভাব সত্যি হয়নি। রাত একটা পঞ্চাশ মিনিটে ক্যাসিনোর ছাদ থেকে রওনা হয়ে গেছে ডন কারলুসির ব্যক্তিগত হেলিকপ্টার এগারোজন লোক নিয়ে, সবাই তারা আত্মাহুতি দেয়ার জন্যে উদগ্রীব। তার আগে আধ ঘণ্টা ধরে টেলিফোনে ডন কর্ডোনার সঙ্গে কথা বলেছে ডন কারলুসি। কর্ডোনাকে জানানো হয়েছে, হেলিকপ্টারে সে-ও থাকবে।

ইতিমধ্যে নিজেদের প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তল্লাশী চালাবার কাজ শেষ করেছে কালডিনি। কোথাও কোন টাইম বোমা বা বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি।

এখন বাজে দুটো বিশ। ডন কারলুসির অফিস কামরায় টান টান উত্তেজনা। কারলুসি পায়চারি করছে, মাঝে মধ্যে থেমে কনসিলিয়রির হাত থেকে গ্লাস নিয়ে অল্প একটু হুইস্কি খাচ্ছে, গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে আবার শুরু করছে অস্থির পদচারণা। ক্যাপোরিজিমি কালডিন সুইসাইড স্কোয়াডের সঙ্গে ডন কর্ডোনার বাড়িতে গেছে। কালডিনি ক্যাসিনোর চারতলায় নেমে গেছে, নিজের অফিস থেকে চারদিকে ছড়ানো নিজেদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে ফোন করছে, সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্ভাব্য হামলার জন্যে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে।

দুটো পঁচিশ মিনিটে ফোন এল। মোবাইল থেকে ফোন করেছে ক্যাপোরিজিমি ফন্টেসা। 'অপারেশন সাকসেসফুল। মি. কর্ডোনা নেই। তার ছয়জন দেহরক্ষী মারা গেছে। আমাদের চারজন।'

দুটো ত্রিশ মিনিটে আরেকটা ফোন এল। রিসিভার তুলল থেরোন। অপর প্রান্ত থেকে ঠাণ্ডা গলায় কে যেন বলল, 'কারলুসিকে দাও।'

'আপনি কে বলছেন?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল থেরোন।

জবাব পাওয়া গেল, 'আমি কারলুসিকে চাই।'

রেগে উঠল থেরোন, কিন্তু কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় নিজেকে সামলে নিল, বসের দিকে মুখ তুলে বলল, 'বস্, এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। নিজের পরিচয় দিতে রাজি নন।'

কথা না বলে রিসিভারটা নিল ডন কারলুসি। 'হ্যাঁ, বলছি।'

'তোমার কনসিলিয়রি একটা গবেট,' অপর প্রান্ত থেকে বলা হলো। 'অচেনা একটা লোক ডন কারলুসিকে চাইছে, এটা শুনেই তার বুঝে নেয়া উচিত ছিল আমি কে–বিশেষ করে আজ রাতে।'

কারলুসির কপালে ঠাণ্ডা ঘাম বেরুতে শুরু করল। 'আমি হেঁয়ালি পছন্দ করি না। আপনার কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন, মি.…?'

'স্বাতী চৌধুরীর নাম শুনেছ তুমি, কারলুসি,' অচেনা কণ্ঠস্বর থেকে উচ্চারিত হলো। 'শুনেছ তুহিন আজাদের নাম। ওরা একজন আমার ডান হাত, আরেকজন বাম হাত। নিজের পরিচয় এরচেয়ে পরিষ্কার করে দিতে আমি ইচ্ছুক নই।'

'বেশ। এ-ব্যাপারে আমি অশোভন কৌতূহল প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকছি,' বলল ডন কারলুসি। দ্রুত চিন্তা চলছে তার মাথার ভেতর। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিই বলে দিচ্ছে, এই লোককে খেপানো চলবে না। 'এখন দয়া করে বলুন, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি।'

'ওরা বেঁচে আছে তো, কারলুসি?'

ডন কারলুসি বোবা হয়ে গেল। অপরপ্রান্তে প্রশ্নকর্তা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে, তার যেন সময়ের কোন অভাব নেই। ভাষা ফিরে পেতে ত্রিশ সেকেন্ড পার করে দিল কারলুসি। বলল, 'আপনার

কোথাও ভুল হয়েছে।’

‘আমি আরও জানতে চাই,’ বলল প্রশ্নকর্তা, কারলুসির কথা যেন শুনতে পায়নি, ‘কোথায় ওদেরকে রাখা হয়েছে।’

‘মিস্টার…, দেখুন ভাই, যীশুর কিরে বলছি, সত্যি আমি জানি না…’

ডন কারলুসিকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্নকর্তা আবার বলল, ‘আমার অভিধানে না জানাটা তোমার অপরাধ, কারলুসি। তাই, শেষবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছি–তুমি জানো স্বাতী আর তুহিনকে কোথায় পাওয়া যাবে?’

‘ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করুন! বিলিভ মি, আমাকে আপনি উপকারী বন্ধু হিসেবে পেতে পারেন। যদি বলেন, গোপন একটা মীটিঙে বসতে পারি আমরা…’

‘এই মীটিঙের কথা বলে কর্ডোনার বাড়িতে হেলিকপ্টারটা তুমিই বোধহয় পাঠিয়েছ, তাই না?’ অপরপ্রান্তে হেসে উঠল প্রশ্নকর্তা। ‘জঞ্জাল সাফ করার জন্যে কারও সাহায্য আমার দরকার নেই, কাজেই তোমাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারছি না, কারলুসি। ভাল কথা, বাঁচতে চাইলে তিন মিনিটের মধ্যে ক্যাসিনো ছেড়ে পালাও। পালিয়ে আবার নিজের অন্য কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে লুকিয়ো না। তোমার জন্যে একমাত্র নিরাপদ জায়গা হলো নিজের বাড়ি। দু'মিনিট পঞ্চান্ন সেকেন্ড সময় আছে, কারলুসি। পালাও।’ ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

হাত থেকে ফোনের রিসিভার ছেড়ে দিয়ে রক্তচক্ষু মেলে কনসিলিয়রি থেরোনের দিকে তাকাল ডন কারলুসি। ‘লোকটা বলছে বাড়ি ছাড়া আমার জন্যে আর কোন জায়গা নিরাপদ নয়। পালাবার জন্যে তিন মিনিটেরও কম সময় বেঁধে দিল। তল্লাশী চালিয়ে ফন্টেসার লোকেরা তাহলে কিছু পেল না কেন?’

থেরোন জবাবে কিছু বলার আগেই ক্যাসিনোর প্রতিটি ফ্লোর থেকে ফায়ার-অ্যালার্ম বেজে উঠল। ‘বস্!’ শিউরে উঠল থেরোন। ‘লোকটা হয়তো মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে, কিন্তু তবু আমাদের ঝুঁকি নেয়া চলে না!’

‘না, চলে না,’ অহঙ্কারে বাধলেও, পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করতে হলো ডন কারলুসিকে, এমন কি যুদ্ধ করার কথাও ভুলে গেল সে। ‘কিন্তু হেলিকপ্টার তো এখনও ফেরেনি।’

‘হেলিকপ্টারের অপেক্ষায় থাকা বোকামি হবে,’ দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল কনসিলিয়রি।

এলিভেটরে চড়ে নিচে নেমে এল ওরা। দেহরক্ষীরা ঘিরে ফেলল ডনকে। ফায়ার-অ্যালার্মের আওয়াজ শুনে ক্যাসিনোর ক্লায়েন্টরাই শুধু নয়, কর্মচারীরাও বাঘের তাড়া খাওয়া ভেড়ার মত পালাতে শুরু করেছে। মনিবকে নিয়ে প্রাইভেট কার পার্কিং-এ চলে এল থেরোন। এখানে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল কয়েকজন সশস্ত্র গার্ড ও ড্রাইভার। গাড়িতে চড়ে পালিয়ে গেল কারলুসি। টেলিফোনে আসা হুমকি যদি সত্যি হয়, বিপদ শুরু হতে আর দেড় মিনিট বাকি।

কারলুসির ক্যাডিলাক এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, উল্টোদিক থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে ফায়ারব্রিগেডের কয়েকটা গাড়িকে ছুটে আসতে দেখা গেল। বোস্টনের আকাশে আজ রাতে অনেক হেলিকপ্টারের আনাগোনা, তার মধ্যে একটা হেলিকপ্টার সাততলা ক্যাসিনো বিল্ডিঙের মাথায় স্থির হলো। কপ্টারটার সীট তুলে খালি জায়গা বের করা হয়েছে, সেই খালি জায়গায় তোলা হয়েছে পেট্রল ভর্তি ড্রাম। ড্রামগুলো এখন ফেলা হচ্ছে ক্যাসিনোর ছাদে। একশো গ্যালনের প্রতিটি ড্রাম ছাদে পড়েই গড়াতে শুরু করল, আলগা করে রাখা ঢাকনি খুলে যাওয়ায় বেরিয়ে আসছে তরল

জ্বালানি। কোন কোন ড্রাম পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো, চারদিকে ছিটকে পড়ল পেট্রল। কয়েকটা ড্রাম ছাদে না পড়ে পড়ল গাড়ি-বারান্দার আশপাশে, পিছন দিকের পাকা উঠানে। সব মিলিয়ে গোটা বিশেক ড্রাম ফেলার পর পাইলট হেলিকপ্টার নিয়ে চলে যাচ্ছে, খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে পরপর কয়েকটা গুলি করল এক লোক। ক্যাসিনোর ছাদে, গাড়ি-বারান্দায় আর পিছনের উঠানে জড়ো করা বাতিল মালপত্রে আগুন ধরে গেল।

টিভির চ্যানেলগুলো ঘোষণা করল, মাফিয়া ডনদের বিরুদ্ধে নতুন 'ফ্রন্ট' খুলেছে রহস্যময় প্রতিপক্ষ। ডন ডিগো কর্ডোনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার জন্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে টাইম বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। এবার কিন্তু শুধু টাইম বোমা নয়, পেট্রল থেকে শুরু করে রিমোট কন্ট্রোল-এর সাহায্যে সিফোর অর্থাৎ জেলিগনাইটও ব্যবহার করা হয়েছে। তবে পেট্রলের ব্যবহারই বেশি। রাত তিনটে পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেল, ডন কারলুসির পনেরোটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নেভাবার অযোগ্য আগুন জ্বলছে। ফায়ারব্রিগেডের লোকেরা কিছুই করতে পারছে না। লাইভ অনুষ্ঠানে পালা করে তিনটে নাইট ক্লাব দেখানো হলো, রিপোর্টার জানাল তিন জায়গাতেই আগুন ছড়িয়েছে বেসমেন্টে থেকে। গতরাতে ডেলিভারি নেয়া মদের পিপেতে পেট্রল ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিসের ধারণা, ইলেকট্রিকাল মেইন সুইচের ভেতর জেলিগনাইট ছিল, ওগুলো ফাটানো হয়েছে রিমোট কন্ট্রোল-এর সাহায্যে দূর থেকে। তাতেই পেট্রল ভরা পিপেতে আগুন ধরে যায়। পুলিস ও হাসপাতাল সূত্রে পাওয়া খবর শুনে রিপোর্টার জানাল—খুবই বিস্ময়কর বলতে হবে যে শহরের দুই প্রান্তে প্রায় ত্রিশ জায়গায় আগুন লাগানো হলেও, এখন পর্যন্ত মারাত্মকভাবে

আহত কোন লোককে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়নি।

পুলিস চীফ ডানকান ওয়েদারবাই আর সিটি মেয়র জেফার্স মারফির পরামর্শে শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। এই আদেশ সকাল আটটা পর্যন্ত বহাল থাকবে।

মাসুদ রানা রক্তপাত এড়াবার জন্যে ডিগো কর্ডোনাকে প্রাণ নিয়ে পালাবার একটা সুযোগ করে দিলেও, প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রোশ থেকে নিজেকে সে রক্ষা করতে পারেনি। আরেক মাফিয়া কাপু জনি কারলুসি তার ক্যাপোরিজিমি ক্যামিলিয়ো ফন্টেসাকে পাঠিয়ে খুন করল ডিগো কর্ডোনাকে। নিয়তির নির্মম পরিহাসই বলতে হবে, উচ্চাভিলাষী ফন্টেসা নিজের প্রতি অনুগত কয়েকজন খুনীর সাহায্যে ডিগো কর্ডোনাকে খুন করার পর ক্যাসিনোর আকাশে ফিরে আসার পর যখন দেখল গোটা বিল্ডিং দাউ দাউ করে জ্বলছে, কারলুসির মত তার মাথাতেও একটা কুবুদ্ধি গজাল। হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে নিল সে, সরাসরি চলে এল ডন কারলুসির বাড়ির ছাদে।

নিজের ক্যাপোরিজিমির হাতে খুন হয়ে গেল কাপু কারলুসি। আরেক ক্যাপোরিজিমি কালডিনি ও কনসিলিয়রি থেরোনকেও ছাড়ল না ফন্টেসা। তার জানা আছে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে সারা জীবন পস্তাতে হবে। সে এমন এক জগতে বসবাস করে, নৃশংস হত্যাকাণ্ড না ঘটিয়ে যেখানে ওপরে ওঠা যায় না।

দুই

নিদারুণ এক অপরাধবোধে ভুগছে মাসুদ রানা, কারণ বোস্টনে রানা এজেন্সির শাখা খোলার সিদ্ধান্তটা স্বাতী আর তুহিনের ওপর এক রকম জোর করেই চাপিয়ে দিয়েছিল ও। দু'মাস আগের কথা, রানা তখন ওয়াশিংটনে। কাউকে কিছু না বলে বোস্টনের লিংকন স্ট্রীটে অফিস ভাড়া নেয়, টেলিফোনে একটা ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন কোম্পানীকে দায়িত্ব দেয় সেটা সাজানোর, এফবিআই হেড অফিসে আবেদন পত্র জমা দেয় লাইসেন্স পাবার জন্যে, সবশেষে লন্ডন থেকে ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠায় স্বাতী আর তুহিনকে। স্বাতীকে বোস্টন শাখার প্রধান করা হবে, তুহিন তার সহকারী হিসেবে কাজ করবে। দু'জনেরই খুব খুশি হবার কথা–কারণ রানা লন্ডনে এলেই শুধু কাজ দেখানোর সুযোগ পায় স্বাতী, বাকি সময় লন্ডন শাখায় বসে অলস সময় কাটায়, অথচ পুরোদস্তুর ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট সে; আর তুহিন তো একেবারে নতুন, ট্রেনিং শেষ করলেও এখনও কোন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়নি, বোস্টন তার মেধা ও যোগ্যতা প্রকাশের আদর্শ ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

কিন্তু প্রস্তাব পেয়ে দু'জনেই সবিনয়ে প্রতিবাদ জানাল। ওদের যুক্তি হলো, বোস্টনে মাফিয়াদের এত বেশি দাপট, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এত বেশি খারাপ, রানা এজেন্সি হালে পানি পাবে না। দেখা গেল, বোস্টনের সর্বশেষ খবর দু'জনেরই নখদর্পণে। অপহরণ, খুন, চাঁদাবাজি ওখানে মহামারির মত ছড়িয়ে পড়েছে।

সৎ পুলিসরা অসহায় দর্শক, অসৎ পুলিসরা ডনদের কাছ থেকে মাসোহারা পেয়ে চোখ বুজে থাকে। বেসরকারী ইনভেস্টিগেশন ফার্মগুলো ব্যবসা বন্ধ করে পালিয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে এফবিআই চিরুনি অভিযান চালায়, কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয় না। ধরা পড়ে চুনোপুঁটিরা, রাঘব বোয়ালদের গায়ে আঁচড়টিও লাগে না, ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও কোন উন্নতি ঘটে না।

রানা ওদেরকে এজেন্সির আদর্শের কথা মনে করিয়ে দিল। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনই তো ওদের ধর্ম। তাছাড়া, অপরাধ যেখানে যত বেশি, আয়ও সেখানে তত বেশি। মানুষের উপকার করার সাথে সাথে ব্যবসা করাও তো রানা এজেন্সির একটা উদ্দেশ্য, তাই না? রানা ওদের যুক্তি খণ্ডন করে আরও বলল, 'আপাতত মাফিয়ার বিরুদ্ধে তোমরা লাগতে যেয়ো না, তাহলেই হবে। আগে শক্ত হয়ে বসো, ভিত মজবুত করো, মাফিয়া সংগঠনের ভেতর নিজেদের লোক ঢোকাও, তারপর দেখা যাবে ওদের বিরুদ্ধে কিছু করা যায় কি না।'

'সেক্ষেত্রে,' স্বাতী বলল, 'শুরুতেই লোকবল আরও বেশি দরকার হবে। অন্তত বিশজন লাগবে, তা না হলে কোন কাজই ওখানে আমরা করতে পারব না।'

'আপাতত তোমরা দু'জনই শুরু করো,' বলল রানা। 'অন্য শাখা থেকে লোক তুলে এনে ওখানে পাঠানো এখন সম্ভব নয়। লোক লাগলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে, বাছাই করে ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করতে হবে—সে অনেক সময়ের ব্যাপার।'

'আমার কথা হলো, মাসুদ ভাই,' বলল তুহিন, 'এরকম একটা বিপজ্জনক জায়গায় স্বাতী আপা আর আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পাঠান। স্বাতী আপা মেয়েমানুষ, নতুন জায়গায় নানা সমস্যা দেখা দেবে। আর আমি তো একেবারে নতুন, বিপদ ঘটলে

স্বাতী আপাকে তেমন কোন সাহায্যই করতে পারব না।'

'অন্য কাউকে পাচ্ছি কোথায় যে তোমাদের বদলে পাঠাব?' রানাকে অসন্তুষ্ট দেখাল। 'কাজ করতে গেলে এত ভয় পেলে কি চলে? ওখানকার পুলিস আর এফবিআই অফিসারদের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, ওরা বলেছে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বোস্টনের মাফিয়া পরিবারগুলো জানে নিউ ইয়র্কের আন্ডারওয়ার্ল্ড আমরা প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়েছি, কাজেই তোমাদের কোন ক্ষতি করার আগে একশোবার চিন্তা করবে ওরা। ওখানে তোমাদের সঙ্গে একজন নেপালী দারোয়ান, জগজিৎ থাপা থাকবে—স্বাতীর দেহরক্ষী হিসেবেও কাজে লাগবে সে।'

তুহিন মাথা নিচু করে বসে থাকল।

স্বাতী বলল, 'ঠিক আছে, আপনার নির্দেশ আমরা মেনে নিলাম। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

স্বাতীর কথা বলার ভঙ্গিটাই বলে দিল তার অভিমান হয়েছে। রানাও গম্ভীর সুরে জানতে চাইল, 'অনুরোধ?'

'হ্যাঁ। অন্তত একটা মাস আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকবেন বোস্টনে।'

'স্বাবলম্বী হতে শেখো, স্বাতী,' ঠাণ্ডা সুরে উপদেশ দিল রানা। তারপর বলল, 'হাতে কাজ না থাকলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে যেতাম, থাকতামও মাসখানেক। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমি কালই জরুরী একটা অ্যাসাইনমেন্টে যাচ্ছি।'

কোথায় যাচ্ছে তা আর ওদেরকে বলল না রানা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর হেড অফিস থেকে নির্দেশ এসেছে লেবানন হয়ে ইসরায়েলে ঢুকতে হবে ওকে, হিযবুল্লাহ গেরিলাদের সাহায্য নিয়ে ইসরায়েলিদের একটা মিসাইল কারখানা ধ্বংস করে দিয়ে আসতে হবে। প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা ফিফটি-

ফিফটি। যতই প্রিয় আর বিশ্বস্ত হোক, নিরাপত্তার স্বার্থে এ-সব কথা ওদেরকে বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া, বললে ওরা আরও নার্ভাস ফিল করবে।

ওদের আপত্তি কানে না তুলে নিজের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ বহাল রাখল রানা, পরদিন ওয়াশিংটন ত্যাগ করল লেবাননের উদ্দেশে। প্লেনের টিকিট কাটাই ছিল, ওই একই দিন তুহিনকে নিয়ে স্বাতীও রওনা হয়ে গেল নতুন শাখা উদ্বোধন করার জন্যে। সোমবারে উদ্বোধন, হাতে মাত্র চারদিন সময়।

স্বাতীর অভিজ্ঞতা আছে, চারদিনের মধ্যেই সব কাজ সেরে ফেলল। রানা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে, বোস্টনে এসে সব একেবারে সাজানো-গোছানো অবস্থায় পেল ওরা। দোতলা বিল্ডিং, নিচতলায় অফিস, ওপরতলায় দুটো বেডরূমে ওরা থাকবে। ফার্নিচার থেকে শুরু করে কিচেনের সরঞ্জাম, সবই তৈরি অবস্থায় পেল ওরা। ওদেরকে শুধু কার্ড ছেপে দাওয়াত দিতে হলো পুলিস ও এফবিআই কর্মকর্তা, মেয়র, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, রাজ্যের গভর্নর, বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর আর গণ্যমান্য নাগরিকদের।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। ফিতে কাটলেন সিটি মেয়র। পুলিস চীফ ডানকান ওয়েদারবাই রানার পরিচিত, তিনিই স্বাতী আর তুহিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন উপস্থিত সবার। সময়ের অভাবে গভর্নর নিজে আসতে পারেননি, তিনি তাঁর ডেপুটিকে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেককে আপ্যায়ন করা হলো, উপহার হিসেবে দেয়া হলো এক বাক্স করে দামী চকলেট। অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত দশটা বেজে গেল।

অফিস বন্ধ করে দোতলায় উঠে এল ওরা। ক'টা দিন খুব ধকল গেছে, ক্লান্তিতে দু'জনেই কাহিল হয়ে পড়েছে। বিছানায় পড়তে যা দেরি, ঘুম চলে আসবে চোখে। কাল সকাল থেকে শুরু

আসল কাজ। দেখা যাক নতুন শাখা অফিস কেমন ব্যবসা করে।

দাওয়াত না পেলেও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছিল ওরা। পরনে দামী কাপড়ের বিজনেস সুট, মার্জিত চেহারা, কেউ ওদেরকে সন্দেহ বা চ্যালেঞ্জ করেনি। অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে, সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে দোতলায় উঠে অপেক্ষা করছিল। সংখ্যায় ওরা পাঁচজন।

সিঁড়ি বেয়ে করিডরে পা রাখতেই ওদেরকে দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠল স্বাতী। উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আবার নিচে নেমে যাবার চেষ্টা করল তুহিন, কিন্তু প্রতিপক্ষদের একজন স্বাতীকে গুলি করার হুমকি দেয়ায় দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে। স্বাতী তার ইমিডিয়েট বস্, তাকে বিপদের মুখে ফেলে একা পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা।

'চেঁচামেচি বা গণ্ডগোল না করলে তোমাদের নিরাপত্তার ষোলো আনা গ্যারান্টি দিচ্ছি,' টীম লীডার বলল ওদেরকে। 'কিছু না, আমাদের বস্ তোমাদের সঙ্গে স্রেফ দুটো কথা বলতে চান। কথা শেষ হলে আমরাই আবার তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

'কে তোমাদের বস্? কোথায় আমাদেরকে যেতে হবে?'

'কোন প্রশ্ন করা চলবে না। আমাদের সঙ্গে গেলেই সব দেখতে পাবে,' বলল টীম লীডার, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। 'এখন বলো, স্বেচ্ছায় যাবে, নাকি জোর করে নিয়ে যেতে হবে?'

তুহিন বলল, 'না...'

স্বাতী বুদ্ধিমতী, সে জানতে চাইল, 'আর আমরা যদি যেতে না চাই?'

'সেক্ষেত্রে জোর খাটাব,' বলল টীম লীডার। 'তাতেও যদি কাজ না হয়, দু'জনকেই খুন করে রেখে যাব–আমাদের ওপর সেই নির্দেশই আছে।'

বয়েস কম, রেগে গেল তুহিন, 'মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি যে...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে স্বাতী বলল, 'বেশ, চলো, দেখি কোথায় নিয়ে যাও।' সে রাজি হলো প্রাণে বেঁচে থাকার তাগিদে, কারণ লোকগুলোর চোখ দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে—সঙ্গে করে নিয়ে যেতে না পারলে লোকগুলো সত্যি ওদেরকে খুন করে রেখে যাবে।

একটু পরই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। নেপালী দারোয়ান জগজিৎ থাপা পরীক্ষা করে দেখছিল জানালা-দরজা সব ঠিকঠাক মত বন্ধ আছে কিনা, লোকগুলো স্বাতী ও তুহিনকে মাঝখানে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতেই পাশের একটা কামরা থেকে বেরিয়ে এল সে। ওদেরকে দেখেই কোমরে আটকানো হোলস্টারে হাত চলে গেল তার। নিষেধ বা সতর্ক করার ধার দিয়েও গেল না, টীম লীডার গুলি করল তাকে। দেয়ালে ছিটকে পড়ল জগজিৎ, তারপর ভারী বস্তার মত মেঝেতে পড়ল।

শক্ত হয়ে গেল স্বাতী আর তুহিন, ভাব দেখে মনে হলো প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এখুনি ওরা লোকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। টীম লীডার কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'সাবধান!'

পাঁচজনের হাতেই অস্ত্র, অথচ ওরা নিরস্ত্র, এই পরিস্থিতিতে কিছু করতে যাওয়া স্রেফ আত্মহত্যার সামিল। চোখ ইশারায় তুহিনকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিল স্বাতী।

দারোয়ানের পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলল টীম লীডার। জগজিৎ তখনও মারা যায়নি, তবে জ্ঞান হারিয়েছে। তার আঘাত কতটুকু গুরুতর স্বাতী বা তুহিনের তা জানার সুযোগ হলো না। ওদেরকে বাইরে বের করে এনে নীল একটা মার্সিডিজের পিছনের সীটে তোলা হলো। স্টার্ট দেয়াই ছিল, ড্রাইভার ছেড়ে দিল গাড়ি। দু'জন লোক স্বাতী আর তুহিনের চোখে পট্টি বাঁধল।

ওরা চলে যাবার পনেরো মিনিট পর জ্ঞান ফিরে এল জগজিৎ থাপার। গুলিটা বুকে লেগেছে। কাশির সঙ্গে রক্ত বেরুচ্ছে দেখে বুঝতে পারল তার বেঁচে থাকার কোন আশা নেই। স্বাতী আর তুহিনের সঙ্গে মাত্র চারদিনের পরিচয় তার, তবে মাসুদ রানাকে চেনে দশ বছর ধরে। সম্পর্কটা সাহেব-গোলামের নয়, গুরু-শিষ্যের। গুরুকে সে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। কাঠমুণ্ডুতে ফোন করে গুরু তাকে বোস্টনে আসতে বলেন, এখানকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পর ঠিক কি ধরনের কাজ করতে হবে তাও বুঝিয়ে দেন। সেটা শুধু অফিস পাহারা দেয়া ছিল না, সেই সঙ্গে স্বাতীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও ছিল।

এক হাতে বুকটা চেপে ধরে টেবিলের দিকে এগোল জগজিৎ। টেবিলের পায়া ধরে শরীরটা উঁচু করল, রক্তভেজা হাতে ক্রেডলটা টেনে নিয়ে ফোনের ডায়াল ঘোরাল। দশ মিনিটের মধ্যে পুলিস এসে পৌঁছল। টেপ রেকর্ডারে জগজিতের বক্তব্য রেকর্ড করল তারা। মাত্র দু'জন লোকের চেহারার বর্ণনা দিতে পারল জগজিৎ, তারপর মারা গেল।

কিডন্যাপিঙের খবরটা এফবিআই রানা এজেন্সির হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিতে দেরি করেনি। বিসিআই-এরই একটা কাভার রানা এজেন্সি, দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গোপন ও আনঅফিশিয়াল যোগাযোগ আছে, কাজেই সম্ভাব্য দ্রুত সময়ের মধ্যে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানও খবরটা পেলেন। ইসরায়েলে ঢোকার পর রানা নিখোঁজ, নিশ্চত করে বলা সম্ভব নয় বেঁচে আছে কিনা, অগত্যা তিনি বিসিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (অপারেশন্স) সোহেল আহমেদকে ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার দায়িত্ব দিলেন।

রানা এজেন্সির ছ'জন অপারেটরকে নিয়ে বোস্টনে চলে এল

সোহেল। ওদের জন্যে একটা দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল। স্বাতী আর তুহিনকে যারা অপহরণ করেছে তারা পাঁচজনই খুন হয়ে গেছে। পাঁচজনকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়েছে, সবার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল। লাশ পড়ে থাকার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় পুলিস। তদন্তও শুরু হয় খুব জোরেশোরে। কিন্তু কার নির্দেশে লোকগুলো দারোয়ানকে খুন করে স্বাতী আর তুহিনকে কিডন্যাপ করল, পরে নিজেরাই বা কেন খুন হয়ে গেল, এ-সম্পর্কে পুলিস কোন সূত্রই খুঁজে পাচ্ছে না।

এফবিআই ও পুলিস সোহেলকে অনুরোধ জানায়, ওরা যেন কোন রকম তদন্ত শুরু না করে। উত্তরে সোহেল বলল, 'আপনারা কতটুকু কি করতে পারেন দেখি, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

স্বাতী আর তুহিনকে উদ্ধার করার জন্যে গোটা শহরে চিরুনি অভিযান চালাল এফবিআই আর পুলিস। আন্ডারওয়ার্ল্ডের বহু সন্ত্রাসী ও খুনীকে আটক করা হলো, হানা দেয়া হলো মাফিয়া ডনদের তোশক নামে পরিচিত সেফ-হাউসে। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল–কোন লাভ হলো না। স্বাতী আর তুহিন যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ওদেরকে অপহরণ করার কথা স্বীকার করতে রাজি নয় কেউ। এমন কি মুক্তিপণও চাওয়া হলো না। এক মাস পার হতে আরও এক মাস সময় চাইল এফবিআই। ওদের তদন্তে পুরোপুরি না হলেও, মোটামুটি সন্তুষ্ট সোহেল। এফবিআই যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। আরও এক মাস অপেক্ষা করতে রাজি হলো ও।

পনেরো দিন পর ঢাকা থেকে খবর এল, ইসরায়েল থেকে বহাল তবিয়তে বেরিয়ে এসেছে রানা। লেবানন থেকে ঢাকায় না ফিরে সরাসরি ওয়াশিংটন হয়ে বোস্টনে চলে এল ও। পরবর্তী প্লেনে এল ট্যুরিস্টের ছদ্মবেশে রানা এজেন্সির পঁচিশজন

অপারেটর। বোস্টনে এসে প্রথমেই রানা নির্দেশ দিল, ছ'জন অপারেটরকে নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাক সোহেল।

ওরা ফিরে যেতে এফবিআই আর পুলিস কর্মকর্তাদের সঙ্গে মীটিঙে বসল রানা। সোহেলের মত রানাকেও ধৈর্য ধরতে বলা হলো। রানা জানতে চাইল, 'কতদিন?'

'আর দু'হপ্তা।'

'তারপর? স্বাতী আর তুহিনকে তারপরও যদি আপনারা উদ্ধার করতে না পারেন?'

রানার এ-প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া গেল না। কর্মকর্তারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকলেন।

দেখতে দেখতে দু'হপ্তা পার হয়ে গেল। আবার মীটিঙে বসল রানা। 'পুলিস আর এফবিআই ব্যর্থ হয়েছে, কাজেই এবার রানা এজেন্সির কাজ শুরু করবে,' নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল ও।

চুপ করে থেকে ব্যর্থতার অভিযোগ মেনে নিলেন অফিসাররা। চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি তাঁরা, কিন্তু কোথাও কোন আশার আলো দেখতে পাননি। তাঁদের ধারণা, স্বাতী আর তুহিনকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলা হয়েছে।

রানা তাঁদেরকে আরেকটা সুযোগ দিতে চাইল, 'যদি চান, আরও কিছুদিন সময় দিতে পারি। তবে হাতে ভাল কোন সূত্র থাকলে তবেই সময় নিন, তা না হলে অযথা সময় নষ্ট করা হবে।'

'আমরা কোন সূত্রই পাইনি, মি. রানা,' পুলিস চীফ ডানকান ওয়েদারবাই বিষণ্নবদনে বললেন।

'আমরা সত্যি লজ্জিত।' এফবিআই-এর বোস্টন চীফ বিলফোর্ড কাইলকে খুবই বিব্রত দেখাল। 'তবে এ-কথাও না বলে পারছি না যে আপনিও ব্যর্থ হবেন, মি. রানা। ওদেরকে যারা কিডন্যাপ করেছিল তারা সবাই খুন হয়ে গেছে, কাজেই কোন সূত্র

আপনি পাবেন না। এতেও আমার কোন সন্দেহ নেই যে স্বাতী আর তুহিনকে খুন করা হয়েছে। আপনি তাদের লাশও পাবেন না, ওগুলো গুম করে ফেলা হয়েছে। আপনার অন্তত জানার কথা, এখানকার মাফিয়ারা ড্রামে সিমেন্টের সঙ্গে লাশ ভরে, তারপর সেই ড্রাম সাগরে ফেলে দেয়। ওই ড্রাম কোনদিনই পানির ওপর ভেসে উঠবে না। তবে যেহেতু আপনি ওয়াশিংটন থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছেন, ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করতে আমরা আপনাকে বাধা দেব না।'

'আমি শুধু তদন্ত করব না, প্রয়োজনে অ্যাকশন নেব,' বলল রানা।

'এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনও আপনি পুরোপুরি সজাগ কিনা সন্দেহ আছে আমার,' বললেন বিলফোর্ড কাইল। 'যতই অ্যাকশন নিন, মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারবেন না। আমাদের ব্যর্থতা দেখে ব্যাপারটা আপনার উপলব্ধি করা উচিত।'

'আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে।' রানা গম্ভীর, তবে শান্ত। 'আমি অ্যাকশন শুরু করলে আপনারা কোন রকম অভিযোগ করতে পারবেন না বা বাধা দিতে আসবেন না। শুধু দেখে যাবেন।'

'বেশ তো, দেখান আপনার অ্যাকশন,' বললেন বিলফোর্ড কাইল। 'আমরা আপনাকে বাধা দেব না।'

'কথাটা যেন মনে থাকে,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা।

রানা অ্যাকশন শুরু করার দু'দিন আগের ঘটনা।

ভোরের আলো এখনও ভাল করে ফোটেনি। কালো একটা বিশাল মার্সিডিজ কন্সটিটিউশন ওঅর্ফ-এর কাছাকাছি, পাবলিক ওয়্যারহাউসগুলোকে পাশ কাটিয়ে লোডিং এরিয়ায় ঢুকে পড়ল,

থামল পাবলিক টেলিফোন বুদের পাশে। দরজা খুলে নিচে নামল নিঃসঙ্গ একলোক, গাড়িতে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে চুরুট ধরাল, চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। রোদে পোড়া তামাটে মুখ, একহারা গড়ন, বয়েস হবে ত্রিশের কাছাকাছি। লোকটা সুদর্শন, চোখ জোড়া বুদ্ধিদীপ্ত, পরনে দামী সুট। তার নাম ম্যাট রুলিং। বেশকয়েক বছর ধরে অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা ক্ষুরের ধারাল দিকটায় অবস্থান করছে সে, এমন সুকৌশলে ভারসাম্য রক্ষা করছে যে এখনও কাটা পড়েনি। পশ্চিম ম্যাসাচুসেটস-এর এক মাফিয়া পরিবারের ক্যাপোরিজিমি ছিল রুলিং। বর্তমানে আন্ডারকভার পুলিস অফিসার, সাবেক এক কাপুর সঙ্গে আত্মীয়তার সুযোগে বোস্টনের মাফিয়া সংগঠনের ভেতর অনুপ্রবেশ করতে সফল হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর সময় লাগলেও, ধীরে ধীরে মাফিয়া পরিবারগুলোর বিশ্বস্ততা অর্জন করেছে রুলিং। তারা জানে সে একজন পুলিস অফিসার, তবে এ-ও জানে যে ওমের্তার নিয়ম ভেঙে গোপন তথ্য ফাঁস করবে না। পুলিসের সঙ্গে কোন ব্যাপারে আপোস করার প্রয়োজন হলে রুলিঙের সাহায্য চায় তারা। যে-কোন গোপন চুক্তিতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

দশ বছর আগে ম্যাট রুলিং রানা এজেন্সিতে কাজ করেছে, সেই সূত্রেই দু'জনের ঘনিষ্ঠতা। তবে এই গোপন কথাটা সবাই জানে না। জানলে অনেক মাফিয়া ডনই ব্যাপারটা পছন্দ করত না, এমন কি পুলিস বিভাগেরও অনেকে ভাল চোখে দেখত না।

ঘড়ির কাঁটা ধরে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর গাড়িতে আবার চড়ল রুলিং, ডকইয়ার্ডের প্ল্যাটফর্ম ধরে ধীর গতিতে এগোল। বিশ গজ এগিয়েছে, এক সারি কন্টেইনারের আড়াল থেকে এক দীর্ঘদেহী ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল, দরজা খুলে উঠে বসল রুলিঙের পাশের সীটে।

মার্সিডিজের স্পীড বেড়ে গেল হঠাৎ। অন্ধকার গাড়ির ভেতর দুই প্রস্থ সাদা দাঁত দেখা গেল, পরস্পরকে কাছে পেয়ে দুজনই হাসছে নিঃশব্দে।

বন্দর থেকে বেরিয়ে এল মার্সিডিজ। আটলান্টিক অ্যাভিনিউয়ে উঠে প্রথম কথা বলল রুলিং। 'কেমন আছ, রানা?'

'ভাল। তুমি? তোমার বউ-বাচ্চা?'

'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও শুনে ওদেরকে আমি নিউ ইয়র্কে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'গুড। এবার বলো, কি জানতে পারলে।'

'অনেক কিছুই, আবার কিছুই নয়,' জবাব দিল রুলিং।

'ব্যাখ্যা করো।' রানা হাসছে না।

'প্রথমে ধরো স্বাতী আর তুহিনকে যারা কিডন্যাপ করে।'

'হ্যাঁ। কোন্ দলের লোক ছিল ওরা?'

রুলিং মাথা নাড়ল। 'কোন দল বা পরিবারের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক ছিল না। ফ্রী ল্যান্সার। পাঁচজনই মাত্র কিছুদিন হলো জেল থেকে বেরিয়েছে—কেউ প্যারোলে, কেউ জামিনে, একজন জেল ভেঙে। ওরা খুন হবার চব্বিশ ঘণ্টা পর খবর পায় পুলিস। ওদের জেল হয়েছিল বোস্টনেই অপরাধ করে ধরা পড়ায়। ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, এইসব; কিডন্যাপিং এই প্রথম। খুবই নিচু ধরনের আর ছোটখাট অপরাধ করত, আত্মসম্মান আছে এমন কোন মাফিয়া পরিবার ওদেরকে কখনও ব্যবহার করেনি, এমনকি ওদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না।'

'মিলছে না,' বলল রানা। 'কোন শত্রুতা নেই, প্রাপ্তিযোগ নেই, শুধু শুধু দারোয়ানকে খুন করে স্বাতী আর তুহিনকে ওরা কিডন্যাপ করবে কেন? কাজটা ওরা করেছে কারও নির্দেশে, মোটা টাকার লোভে।'

'না, মিলছে না,' বলল রুলিং।

'তোমার নিজস্ব কোন ব্যাখ্যা নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, নেই,' স্পষ্ট করেই বলল রুলিং। 'তবে তোমাকে আমি একটা গুজবের কথা বলতে পারি।'

'গুজব?'

'মাফিয়া পরিবারগুলো ব্যাপারটা এমন কি আমার কাছেও গোপন করে গেছে। মানে, গুজবটা যদি সত্যি হয় আর কি।'

'কি গুজব?'

'ওরা গোপন একটা মীটিঙে বসেছিল, রানা,' বলল রুলিং। 'রানা এজেন্সি বোস্টনে কাজ করার লাইসেন্স পেয়েছে, এই খবরটা শোনার পরপরই।'

'ওরা মানে মাফিয়া পরিবারগুলো?'

'হ্যাঁ, পরিবার প্রধানরা–কাপুরা। সভাপতিত্ব করে বিনো সিক্সটিনাইন। এ-ও গুজবই। তবে বলে রাখি, মীটিঙে তার উপস্থিতি প্রায় অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা।'

'কেন?'

'বিনো সিক্সটিনাইন অদ্ভুত এক রহস্যময় চরিত্র, রানা।'

'কি রকম?'

প্রচুর সময় নিয়ে গোটা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল রুলিং। বোস্টনের প্রায় অর্ধেক বা তারও বেশি এলাকা বিনো সিক্সটিনাইন একাই দখল করে রেখেছে, অথচ আজ পর্যন্ত পুলিস বা এফবিআই তো নয়ই, এমনকি অন্যান্য ডনরাও জানে না কে সে। বছরে দু'একবার খুব জরুরী কোন মীটিঙে সে যদি আসেও, রাবারের মুখোশ পরে থাকে। এ-ধরনের মীটিঙে সবার শেষে আসে, ফিরে যায় সবার আগে। এটা গত দশ বছরের পুরানো রহস্য। প্রথম দিকে ব্যাপারটা কেউ মেনে নেয়নি। বিনো সিক্সটিনাইনের পরিচয়

জানার সব রকম চেষ্টাই করা হয়। কিন্তু যারাই বেশি কৌতূহল দেখিয়েছে, তারাই নানান দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

'তুমি তো জানো, নিউ ইয়র্কের মাফিয়া পরিবারগুলোই গোটা দেশের অপরাধ জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে,' বলল রুলিং। 'এক পর্যায়ে বোস্টনের মাফিয়া ডনরা নিউ ইয়র্কে প্রতিনিধি পাঠাল, জানতে চাইল কে এই বিনো সিক্সটিনাইন, কি তার আসল পরিচয়। নিউ ইয়র্ক থেকে জবাব এল, বিনো সিক্সটিনাইনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে পারলে বোস্টনের মাফিয়া পরিবারগুলো উপকৃত হবে, কাজেই সে যেমন থাকতে চায় তেমনই থাকতে দেয়া হোক, পরিচয় জানতে চাওয়াটা বোকামি হবে।'

'আশ্চর্য তো!'

'খুবই আশ্চর্য।'

'লোকটা সম্পর্কে আর কি জানো তুমি?'

বিনো সিক্সটিনাইনের ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি আর কারও সঙ্গে মেলে না। তার প্রতিটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে একজন করে ম্যানেজার আছে, আয়ের সমস্ত টাকা তাদের নামেই বিভিন্ন সুইস ব্যাংকে জমা হয়। কিন্তু অন্যান্য ডনরা দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিক হিসাব করে, আয়ের টাকা ম্যানেজারদের কাছ থেকে পাই-পয়সা বুঝে নেয়। সুইস ব্যাংকে খবর নিয়ে দেখা গেছে, বিনো সিক্সটিনাইনের ম্যানেজাররা নিজেদের অ্যাকাউন্টে যে টাকা জমা রাখে তা জমাই থেকে যায়, তারা কোনদিন তোলে না। তোলে অন্য একজন—মার্টি প্রায়োর। সে-ও বোস্টনের একজন ছোটখাট ডন। বেশিরভাগ গোপন মীটিঙে বিনো সিক্সটিনাইনের প্রতিনিধিত্ব করে মার্টি প্রায়োর। কোন জরুরী প্রয়োজনে অন্যান্য ডনরা যদি সিক্সটিনাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, মার্টি প্রায়োরকে ধরে তারা। মার্টি প্রায়োর সময় নিয়ে মেসেজ আদান-প্রদান করে। সে

আসলে মাধ্যম-এর ভূমিকা পালন করে। বলা হয়, প্রায়োরও নাকি সিক্সটিনাইনের আসল চেহারা দেখেনি বা তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানে না।

'এই কেসে মার্টি প্রায়োরকে পুলিস বা এফবিআই প্রশ্ন করেনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সে তখন হাসপাতালে ছিল, এখনও ছাড়া পায়নি,' বলল রুলিং। 'তবে প্রশ্ন করা হয়েছে। এত নোংরা কাজ আমরা করি না, এই ছিল তার উত্তর। আমরা বলতে সে শুধু নিজেকে নয়, সিক্সটিনাইনকেও বোঝাতে চেয়েছে।'

'গোপন মীটিং। যেটায় সিক্সটিনাইন সভাপতিত্ব করে। কি নিয়ে আলোচনা হয় ওখানে?'

রুলিং মাথা নাড়ল। 'আমি শুধু জানি, তা-ও শোনা কথা, মীটিঙের আলোচ্য বিষয় ছিল বোস্টনে রানা এজেন্সির উপস্থিতি। মীটিঙে কে কি বলেছে, কি সিদ্ধান্ত হয়েছে, এ-সব কিছুই আমার কানে আসেনি।'

'গুজবটা তুমি কার কাছ থেকে শুনেছ?'

রুলিং চুপ করে থাকল।

'রুলিং,' বিড়বিড় করল রানা।

'বন্ধু, বললে তোমার জন্যে আমি প্রাণ হারাতেও রাজি আছি,' ধীরে ধীরে বলল রুলিং, সামনের রাস্তায় একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। 'কিন্তু এমন কোন প্রশ্ন কোরো না যে প্রশ্নের জবাব দিলে কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।'

'গুজবটা সম্পর্কে যে তোমাকে বলেছে, সে কি কথাটা ছড়াতে নিষেধ করে দিয়েছে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, ঠিক নিষেধ করেনি,' ইতস্তত করে বলল রুলিং। 'তবে সে জানে আমি কথাটা কাউকে বলব না।'

‘যুক্তি কি তাই বলে? এমনও তো হতে পারে যে গুজবটা তোমাকে শোনাবার উদ্দেশ্যই হলো তুমি কথাটা ছড়াবে, যাতে আমার কানে পৌঁছায়।’

রুলিং চুপ করে থাকল, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে, তার এই কথাটা স্রেফ অজুহাত। সে আসলে রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন। মীটিং সম্পর্কে গুজবটা তাকে শুনিয়েছে স্কলারিয়ো জামবুরি, কাপুদের আইন উপদেষ্টা। অত্যন্ত বিপজ্জনক চরিত্র জামবুরি, প্যাঁচ লাগানোতে তার জুড়ি মেলা ভার।

‘তাহলে কি আমি ধরে নেব এই কেসে তোমার সাহায্য পাওয়া যাবে না?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলার আগে আমাকে জানতে হবে, তোমার উদ্দেশ্যটা কি, রানা?’ নিস্তব্ধতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল রুলিং।

‘উদ্দেশ্য? তুমি জানো না? স্বাতী আর তুহিনকে উদ্ধার করা, এ-ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে আমার! ওদেরকে কিডন্যাপ করার পর কিছুই আর ঘটছে না, সবাই চুপ মেরে বসে আছে। এই নিস্তব্ধতা আমি ভাঙতে চাই।’

‘না, আমি জানতে চাইছি, তোমার পদ্ধতিটা কি হবে?’

‘আমি ওদের ক্ষতি করব, রুলিং,’ বলল রানা। ‘এমন ক্ষতি, যা ওরা কল্পনাও করতে পারে না। তবে স্বাতী আর তুহিনের স্বার্থেই রক্তপাত এড়িয়ে যাব।’

‘কিন্তু যদি জানতে পারো ওরা বেঁচে নেই?’

‘সেক্ষেত্রে রানা এজেন্সি ওদের জন্যে ভয়ানক অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে,’ শান্ত, ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

‘রানা, তুমি আমার বন্ধু। আমি চাই না তোমার মত একজন বন্ধুকে আমি অকালে হারাই।’

হেসে উঠে রানা বলল, 'তুমি চাও বা না চাও, ধরে নাও বোস্টনে আমি মরার ইচ্ছে নিয়েই এসেছি। স্বাতী আর তুহিনের জন্যে পারি না এমন কোন কাজ নেই।'

নির্জন রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাল রুলিং। 'আমার নিষেধ তুমি শুনবে না, তোমাকে আমার নিষেধ করা উচিতও নয়। এক্ষেত্রে একটা পথই খোলা আছে আমার সামনে।'

'কি সেটা?'

'তোমার সঙ্গে থেকে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা।'

'না।' মাথা নাড়ল রানা। 'সে অনুমতি তোমাকে আমি দেব না। এটা আমার একার যুদ্ধ, রুলিং। রানা এজেন্সির ওপর আঘাত এসেছে, কাজেই রানা এজেন্সি পাল্টা আঘাত করবে। তোমার সাহায্য আমার দরকার, এটা ঠিক; তবে যদি মনে করো আমাকে কোন তথ্য দিলে তোমার বিপদ হতে পারে, তাহলে দিয়ো না।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে রুলিং বলল, 'শুধু একটা তথ্য দিই। একজন অ্যাটর্নি গুজবটা আমাকে শুনিয়েছে। আমি তোমাকে তার নাম বলতে পারব না। দুঃখিত, মাই ফ্রেন্ড।'

কথা না বলে হাসল রানা। যে উকিল কাপুদের গোপন মীটিং সম্পর্কে জানে, সে তাদের আইন উপদেষ্টা হতে বাধ্য। এ-প্রসঙ্গে আর কিছু না বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ও, 'এই যে তুমি আমাকে সাহায্য করছ, এটা ওরা জানতে পারবে, রুলিং? যদি পারে, তখন কি হবে?'

'কেউ কেউ অনেক আগে থেকেই জানে যে তুমি আমার পরিচিত,' বলল রুলিং। 'তবে তোমাকে আমি সাহায্য করছি, এটা নিরেট প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করবে না। এ নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। কারণ, ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ শুধু টেলিফোনে–ফোনে একটা কণ্ঠস্বর ছাড়া কিছু নই আমি। মাঝে

মধ্যে আলো-আঁধারির ভেতর অস্পষ্টভাবে দেখেছে বটে আমাকে, কিন্তু তাতে পরিষ্কার সনাক্ত করা অসম্ভব।'

'তবু তুমি অত্যন্ত সাবধানে থেকো।'

কাঁধ ঝাঁকাল রুলিং। 'হায় কপাল, কে কাকে উপদেশ দেয়!'

'লোকে দু'নৌকায় পা দিয়ে সামলাতে পারে না,' বলল রানা। 'তুমি তিন নৌকায় পা দিয়ে কতদিন টিকে থাকতে চাও?'

'তিন নৌকায়?'

'মাফিয়া, পুলিস, রানা।'

ঝট্ করে রানার দিকে তাকাল রুলিং। 'তুমি কি আমাকে বাদ দিয়ে কাজ সারতে চাইছ?'

'না, তোমাকে আমার দরকার। কিন্তু এই কেসটার পর একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে তোমাকে। বড় বেশি ঝুঁকি নিচ্ছ, রুলিং।'

রুলিংকে চিন্তিত দেখাল। 'মাফিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় পুলিস ডিপার্টমেন্ট আমাকে প্রমোশন দিতে উৎসাহী নয়। আবার, বোস্টনে থাকতে হলে মাফিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে উপায় নেই—একবার যখন যোগাযোগ হয়েছে। হ্যাঁ, সংকটেই আছি বটে।'

'আমার কাছে তোমার এই সংকটের সমাধান আছে,' বলল রানা। 'এই ব্যাপারটা মিটে গেলে আবার তুমি রানা এজেন্সিতে ফিরে আসতে পারো। তোমার যা অভিজ্ঞতা, তোমাকে বোস্টন শাখার প্রধান করা যেতে পারে।'

'ব্যাপারটা কেমন দেখাবে!' হেসে উঠল রুলিং। 'মিস স্বাতীকে প্রধান করে পাঠিয়েছ না!'

'স্বাতী আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি, যোগ্য আর কাউকে পাইনি বলে বাধ্য হয়ে ওকে পাঠিয়েছি। ছাড়া পাবার পর কিছু দিন কাজ করবে সে, তারপর তোমাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে লন্ডনে

ফিরে যাবে।'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে...'

'আরেকটা কথা, রুলিং,' তাকে বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আমি অ্যাকশন শুরু করার পর বোস্টন আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রচুর ক্ষতি হবে। কিন্তু তারপরও ওদের সঙ্গে আমার একটা আপোস হওয়া সম্ভব। আপোসে আমি রাজি হব শুধু একটি শর্তে–স্বাতী আর তুহিনকে অক্ষত অবস্থায় ফেরত দিতে হবে। সেক্ষেত্রে নেগোসিয়েশনের জন্যে তোমাকে আমার গো-বিটউইন হিসেবে দরকার হতে পারে।'

'ঠিক আছে, আমি তাতে কোন সমস্যা দেখি না।'

'ভেরি গুড। ওই যে, সামনে চার্লসটন ব্রিজ দেখতে পাচ্ছি। এপারেই নামিয়ে দাও আমাকে।'

'ঠিক আছে। ফোন নম্বর তো আছেই, যোগাযোগ কোরো।'

'করব।' গাড়ির গতি কমে এল। দরজা খুলে অপেক্ষা করছে রানা। 'শেষ একটা কথা, রুলিং। ওদের খেলাটা আসলে কি? তোমার কি ধারণা?'

'ওরা তোমাকে চায়।'

গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ধারে গাছপালার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল রানা।

তিন

বোস্টনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটায় পুলিস ও এফবিআই উভয়সঙ্কটে পড়ে গেল। আন্ডারওয়ার্ল্ডের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় কর্মকর্তারা মনে মনে খুশি। কিন্তু সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, এটাকে তাঁরা হালকাভাবে নিতে পারেন না। জরুরী মীটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, স্যাবোটাজের জন্যে যারাই দায়ী হোক, যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। এই সিদ্ধান্তের কথা রেডিও, খবরের কাগজ আর টিভিতে প্রচারও করা হলো। গোটা ব্যাপারটাই লোক-দেখানো, কারণ কর্মকর্তারা তো জানেনই কাজটা কে করছে। কিন্তু রানাকে তাঁরা অলিখিত অনুমতি দিয়ে রেখেছেন, ফলে সত্যি সত্যি ওকে গ্রেফতার করার পদক্ষেপও নিতে পারছেন না। তবে অ্যাকশন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, এই কথাটা জানাবার জন্যে রানাকে তাঁরা খুঁজছেন।

পুলিস আর এফবিআই-এর মীটিঙে রানার নাম উচ্চারিত হয়নি, কাজেই জনসাধারণ ওর সম্পর্কে এখনও কিছু জানে না। তবে আন্ডারওয়ার্ল্ডের কর্তাব্যক্তিরা সকাল হবার আগেই জেনে ফেলল ডন কর্ডোনা আর ডন কারলুসির ত্রিশটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগাবার জন্যে কে দায়ী। রানা কেন এই কাজ করছে, সেটাও তাদের বুঝতে অসুবিধে হলো না।

সঙ্গত কারণেই কাপুরা শঙ্কিত বোধ করছে। কেউ জানে না

এরপর কার ওপর হামলা হবে। কনসিলিয়রিরা পরামর্শ দিল, জরুরী একটা মীটিং ডাকা হোক, তাতে সবগুলো 'মাথা' উপস্থিত থাকবেন, সবাই বসে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এই পরিস্থিতিতে কি করা দরকার।

মীটিঙের স্থান নির্বাচন ও আলোচ্য সূচি তৈরি করার জন্যে কনসিলিয়রিরা টেলি-কনফারেন্সের আয়োজন করল। ফোনে আড়িপাতা যন্ত্রের সাহায্যে এই আলোচনার কিছু কিছু অংশ শুনতে পেল ম্যাট রুলিং। শুনে মনে মনে হতাশই হলো সে। কনসিলিয়রিরা স্বাতী ও তুহিনের প্রসঙ্গও আলোচনা সূচিতে রাখল, তবে সবাই অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে পরস্পরকে জানাল যে ওদেরকে কোন্ কাপুর নির্দেশে অপহরণ করা হয়েছে তা কেউ তারা জানে না। এমন কি, স্বাতী আর তুহিন বেঁচে আছে কিনা, থাকলে কোথায় ওদেরকে রাখা হয়েছে, এ-সব তথ্যও তাদের জানা নেই।

কাপুদের সম্মতি নিয়ে দু'দিন পর মীটিঙের তারিখ নির্ধারণ করা হলো। বিনো সিক্সটিনাইন বাদে সব ডনই উপস্থিত থাকবে। সিক্সটিনাইনের প্রতিনিধিত্ব করবে মার্টি প্রায়োর–ক্লিনিক থেকে সরাসরি রওনা হবে সে।

উত্তর শহরতলির স্টোনহ্যাম-এর কাছে, ব্যক্তিমালিকানাধীন একটা 'গান অ্যান্ড হান্ট' ক্লাবে মীটিং, সময় রাত দশটা। সবার আগে, ন'টার সময় পৌঁছুল মার্টি প্রায়োর। তারপর এল উত্তর-পশ্চিমের ত্রাস নামে কুখ্যাত ডন বুচ্চাচি ও ল্যাফার্টি। তারপর একে একে ডন গ্যাব্রিয়েল গ্রেগরিয়াস, ডন বুলি লিউনার্দো, ডন ডোমেনিকান পাওলা, কেমব্রিজ থেকে পাস করা আইনজ্ঞ স্কলারিয়ো জামবুরি।

স্কলারিয়ো জামবুরিকে ম্যাসাচুসেটস-এর ক্রাইমওয়ার্ল্ডে পলিটিকাল ও ফাইন্যানশিয়াল পাওয়ার-হাউস হিসেবে গণ্য করা

হয়। বিশ বছর আগে 'শকুন' নামে ডাকা হত তাকে, তবে সে-কথা অনেকেই ভুলে গেছে। দশ বছর আগে অপরাধবিরোধী এক অভিযান চলাকালে নিউ ইয়র্কে গ্রেফতার হয়েছিল সে, যদিও প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। তবে আইনজীবীদের সমিতি আবেদন করায় সরকার তার আইন-ব্যবসার লাইসেন্স নবায়ন করেনি। সে-সময় অত্যন্ত নামকরা একটা আইন কলেজের অনারারি প্রফেসর ছিল সে।

তারপর এল ক্যাপরি কর্সিকানা ও ম্যারিনো কনসুয়েলাস। সিক্সটিনাইনের পর এরাই সবচেয়ে প্রভাবশালী।

সবার শেষে এল, একসঙ্গে, 'মিডলসেক্স ব্যাচ'। এরা বোস্টনের দক্ষিণ-পশ্চিম শহরতলি নিয়ন্ত্রণ করে।

ঠিক দশটায় 'গেইম রূমে' শুরু হলো মীটিং। কাপুরা যে যার নির্ধারিত আসনে বসেছে। প্রত্যেকের পিছনে একটা করে চেয়ার, তাতে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে যার যার কনসিলিয়রি। সবার সঙ্গে পাঁচ-সাতজন করে দেহরক্ষী এসেছে, তারা মেইন লাউঞ্জে বসে বিয়ার খাচ্ছে। ক্যাপোরিজিমিরা বসেছে অন্য একটা কামরায়।

গান অ্যান্ড হান্ট ক্লাব শহর থেকে অনেকটা দূরে, তিন পাহাড়ের কোলে একটা 'হার্ডসাইট'। কাছাকাছি একটা গলফ কোর্স আছে, আশপাশে কোন জনবসতি নেই। ক্লাবের মালিক স্কলারিয়ো জামবুরি। মাফিয়া পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজন এখানে টার্গেট প্র্যাকটিস করতে আসে, ক্লাব ভবনের পিছন দিকে ও বেসমেন্টে শূটিং রেঞ্জ আছে। ক্লাবের পিছনে ও দু'পাশে দুটো পাহাড়, ওগুলোর মাথা থেকে ক্লাবের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখা হয়। নিরাপত্তার প্রয়োজন যখন সবচেয়ে বেশি, মীটিঙের জন্যে এই হার্ডসাইটকে আদর্শ বলে মনে করা হয়। ক্লাবে সবসময়

বিশজন সশস্ত্র গার্ড থাকে। গত দু'দিন তাদের সংখ্যা পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে। মাসুদ রানা হামলা করতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রত্যেক কাপুর কনসিলিয়রি ক্যাপোরিজিমিদের দায়িত্ব দিয়েছে জায়গাটার ওপর নজর রাখার জন্যে। এই হার্ডসাইটকে মাফিয়াদের অস্ত্রাগারও বলা যেতে পারে। বেসমেন্টে এত বেশি অটোমেটিক রাইফেল, পিস্তল, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান, গ্রেনেড, বাজুকা আর জেলিগনাইট আছে যে ছোটখাট একটা সেনাবাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

ক্লাব ভবন ছয় একর জায়গার মাঝখানে। দশ ফুট উঁচু পাথরের পাঁচিল ওটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। হাইওয়ে থেকে দুই মাইল দীর্ঘ একটা কাঁকর ছড়ানো রাস্তা নেমে এসেছে ফাঁকা মাঠে–এটারই শেষ মাথায় ক্লাবটা। হাইওয়ে থেকে রাস্তায় নামার জন্যে একটা ব্রিজ পেরুতে হয়।

ক্লাব ভবনের ভেতরে বাইশটা কামরা। তিনটে কনফারেন্স রূম, বার, লাউঞ্জ, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি সবই আছে। প্রতিটি কামরা ফায়ারপ্রূফ ও বুলেটপ্রূফ।

গত দু'দিন ধরে পাথরের পাঁচিলের বাইরে বিশজন সশস্ত্র গার্ড সারাক্ষণ চক্কর দিচ্ছে। ভেতরে আরও দশজন। প্রতিটি জানালার কাঁচ বুলেটপ্রূফ, তা সত্ত্বেও শাটার খোলা হয়নি। সশস্ত্র লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাদেও।

মীটিং শুরু হবার দশ মিনিট পর স্কলারিয়ো জামবুরিকে খানিকটা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলতে শোনা গেল, 'দেখুন, এখানে আমরা ওই লোকের প্রশংসা করার জন্যে বসিনি। আমাদের সিদ্ধান্ত হবে তাকে জ্যান্ত কবর দেয়া, কাজেই বিনা পারিশ্রমিকে তার হয়ে প্রচারণা বন্ধ করা হোক।'

'প্রচারণা বা প্রশংসা যা-ই বলুন,' গ্যাব্রিয়েল গ্রেগরিয়াস গম্ভীর

সুরে বলল, 'এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে লোকটা আমাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। তার প্ল্যান সম্পর্কে ভাবুন। টাইমিং সম্পর্কে চিন্তা করুন। এখানে জাদু দেখাচ্ছে একটা প্রতিভা। সে বলছে তার দু'জন এজেন্ট কোথায় আছে আমরা জানি। বলছে যখন, নিশ্চয়ই আমাদের কেউ জানে।'

'এ-প্রসঙ্গে ডন মার্টি প্রায়োরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে,' বলল আইনবিদ স্কলারিয়ো জামবুরি। 'ওনার মুখ থেকেই শুনুন।'

মার্টি প্রায়োর বিশালদেহী এক সিসিলিয়ান হলেও 'ভুঁড়িসর্বস্ব' মোটেও নয়, অর্থাৎ প্রধান পাঁচ পরিবারের কর্তাদের একজন বলে গণ্য করা হয় না তাকে। তবে প্রধান পাঁচ পরিবারের কর্তারাও তাকে সমীহ করে চলে। কারণ, বিনো সিক্সটিনাইনের প্রতিনিধিত্ব করে সে। তাকে অশ্রদ্ধা করা হলে সিক্সটিনাইন ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখবে না। সে বলল, 'শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইন ঘণ্টা দুই আগে আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। তিনি আমাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে জানিয়েছেন, মিস স্বাতী বা মি. তুহিন সম্পর্কে কিছুই তাঁর জানা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এই ব্যাপারটায় আমাদের চেয়ে বেশি অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি।'

বুচ্চাচি ও ল্যাফার্টি বলল, 'মাসুদ রানা কে, এই তথ্যই এতদিন আমার জানা ছিল না।'

'জানবেন কিভাবে, এর আগের মীটিঙে তো আপনি উপস্থিত ছিলেন না,' বলল স্কলারিয়ো জামবুরি।

'আমি ছিলাম,' বলল ডোমেনিকান পাওলা। 'সে মীটিঙে সিদ্ধান্ত হয় মাসুদ রানাকে বোস্টনে রানা এজেন্সির শাখা খুলতে দেয়া চলে না। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, নিউ ইয়র্ক মাফিয়াকে কেটে রানা এজেন্সি অর্ধেক করে দিয়েছে। আমি সবিনয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছি, এ-সব তথ্য আমরা শ্রদ্ধেয় বিনো সিক্সটিনাইনের

কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।'

সে থামতেই ক্যাপরি কর্সিকানা বলল, 'শ্রদ্ধেয় বিনো সিক্সটিনাইন আরও বলেছিলেন–সবাইকে ভেবে দেখতে হবে মাসুদ রানাকে কিভাবে বোস্টনে আনা যায়। কারণটা জানতে চাওয়া হলে তিনি জবাব দেন–গোটা যুক্তরাষ্ট্রেই মাফিয়ার বিরুদ্ধে তৎপরতা শুরু করেছে রানা এজেন্সি। এই তৎপরতা বন্ধ করতে হলে জড় কেটে ফেলাই তো সবদিক থেকে ভাল।'

'তিনি রানা এজেন্সির ঝামেলা থেকে বাঁচার কি উপায় করা যায় তা সবাইকে ভেবে দেখতে বলেছিলেন,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল স্কলারিয়ো জামবুরি। 'কিন্তু তারমানে এই নয় যে তিনিই মিস স্বাতী আর মি. তুহিনকে কিডন্যাপ করেছেন।'

'সে-কথা কেউ বলছে না,' তাড়াতাড়ি বলল ডোমেনিকান পাওলা।

'আমিও সে-কথা বলছি না। তবে এ-ও তো সত্যি যে ওদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।' রুমাল দিয়ে লাল মুখটা মুছল ডন ক্যাপরি কর্সিকানা।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, গোটা ব্যাপারটার পিছনে গভীর কোনও ষড়যন্ত্র আছে,' এই প্রথম মুখ খুলল ম্যারিনো কনসুয়েলাস। 'এক ঢিলে দুই বা ততধিক পাখি মারার মতলব নয় তো?'

'ঠিক কি বলতে চান আপনি?' তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল স্কলারিয়ো জামবুরি।

'কৌশলে কেউ মাসুদ রানাকে ডেকে আনেনি তো?' বলল ডন কনসুয়েলা। 'তাকে দিয়ে প্রথমে কয়েকজন কাপুর সর্বনাশ করবে, তারপর তাকেও খতম করবে? আমি জানতে চাইছি, আমাদের মধ্যে কেউ আরও বেশি এলাকা নিজের দখলে আনতে চাইছে না

তো?'

'বিনো সিক্সটিনাইনের এলাকা এত বড়, তার আর নতুন এলাকার দরকার নেই,' বলল স্কলারিয়ো জামবুরি।

'যে-ই মুখ খুলুক, আপনি ধরে নিচ্ছেন শ্রদ্ধেয় বিনো সিক্সটিনাইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে সে,' ডন কনসুয়েলা গম্ভীর সুরে বলল। 'আমার ধারণা ছিল, তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছেন মার্টি প্রায়োর।'

'এটা আমার একটা পবিত্র দায়িত্ব,' বলল স্কলারিয়ো জামবুরি। 'শ্রদ্ধেয় বিনো সিক্সটিনাইন সম্পর্কে আপনাদের মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে তা দূর করা। ডন প্রায়োর।'

মার্টি প্রায়োর বলল, 'আমি আবার বলছি, শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইন এই কিডন্যাপিং সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আজকের মীটিঙে উপস্থিত সবাইকে তিনি অনুরোধ করেছেন, প্রকাশ্যে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই, তবে সময় থাকতে মিস স্বাতী ও মি. তুহিনকে যেন মুক্ত করে দেয়া হয়।'

'হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে আমিও তাই বলি,' জানাল মিডলসেক্স ব্যাচ-এর একজন খুদে ডন। 'কাজটা আমরা যে-ই করে থাকি, ভাল করিনি। ভুলটা শুধরে নেয়ার এখনও সময় আছে। ওদেরকে ছেড়ে দিলে মাসুদ রানা শান্ত হয়ে যাবে বলেই আশা করি।'

স্কলারিয়ো জামবুরি বলল, 'সবাই তাহলে একমত হলাম, ওদেরকে ছেড়ে দেয়াই সবদিক থেকে ভাল। এবার অন্য প্রসঙ্গ। নির্মম বাস্তবতা হলো, ডন কর্ডোনা আর ডন কারলুসিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। রানা এজেন্সির দু'জন এজেন্টকে অপহরণ করার বদলা হিসেবে মাসুদ রানা দুই ডনের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করে দিল। বেশ। কিন্তু এই খুন দুটো? আপনারাই বলুন, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কোন যুক্তি খুঁজে

পাচ্ছেন? কোন যুক্তি যদি না থাকে, এত বড় অপরাধ করার পরও মাসুদ রানাকে কি আমরা বুক ফুলিয়ে চলে যেতে দিতে পারি?'

'এই খবর আপনি পেলেন কোথায় যে মাসুদ রানা ওদেরকে খুন করেছে?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপরি কর্সিকানা। 'সাবেক এক ক্যাপোরিজিমি, বর্তমানে পুলিস অফিসার, আমাকে অন্যরকম তথ্য দিয়েছে। তার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা বিতর্কের ঊর্ধ্বে বলেই বিশ্বাস করি। আমি একা নই, আরও অনেকেরই এই ধারণা। সেই তথ্য অনুসারে ডন কর্ডোনাকে খুন করেছে ডন কারলুসির ক্যাপোরিজিমি ক্যামিলিয়ো ফন্টেসা। ডন কারলুসিও মারা গেছে ফন্টেসার হাতে।'

'আমিও সেরকম শুনেছি,' সায় দিল বুলি লিউনার্দো। 'অন্য এক সূত্রে।'

সভাপতির আসনে বসে স্কলারিয়ো জামবুরি আজ সুবিধে করতে পারছে না। হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের আশায় এবার শেষ চালটা চালল সে, বলল, 'আমরা বোধহয় একটা দিক ভেবে দেখছি না।'

'কি সেটা?' ডন কনসুয়েলাস জানতে চাইল।

'স্বাতী বা তুহিন নামে সত্যি কি কারও অস্তিত্ব কোনদিন ছিল বা আছে?' নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল স্কলারিয়ো জামবুরি, মাফিয়াদের আইন উপদেষ্টা।

'আপনি বলতে চাইছেন, অপহরণের গল্পটা বানিয়েছে মাসুদ রানা?' গ্যাব্রিয়েল গ্রেগরিয়াস অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। 'কিন্তু কেন? কি লাভ তাতে?'

'এ লোক অত্যন্ত চতুর ও পিচ্ছিল,' বলল প্রৌঢ় আইন বিশারদ। 'এফবিআই-এর সঙ্গে তার হয়তো একটা চুক্তি হয়েছে। আইনের সাহায্যে নিজেরা পারেনি, তাই রানা এজেন্সিকে দায়িত্ব দিয়েছে জঞ্জাল সাফ করার। একেবারেই কি অবাস্তব চিন্তা? নিউ

ইয়র্কে কিন্তু প্রায় এই রকম ঘটনাই ঘটেছে বছর পাঁচেক আগে।'

কনফারেন্স রূমে নিস্তব্ধতা নেমে এল। কাপুরা গভীর চিন্তায় পড়ে গেছে। এফবিআইকে তারা বিশ্বাস করে না। এ-ও সত্যি যে তাদের সঙ্গে এফবিআই বা পুলিস পেরে উঠছে না। শহরে ত্রিশটা আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটল, অথচ কে দায়ী জানা সত্ত্বেও মাসুদ রানার নাম মুখে আনেনি তারা।

নিস্তব্ধতা ভাঙল ডন কনসুয়েলা, 'সে যাই হোক, এই লোককে যেভাবে হোক থামাতে হবে। আমি এরই মধ্যে আমার বউ-বাচ্চাদের দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছি। ব্যাপারটার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সিসিলিতেই থাকবে ওরা।'

আরেকজন 'বস্' বিড়বিড় করে কি যেন বলল, যেন কনসুয়েলাকে সমর্থন করেই।

তারপর আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল।

সময় দেখার জন্যে পকেট-ঘড়ি বের করল গ্যাব্রিয়েল গ্রেগরিয়াস। কিন্তু দরজায় নক হতে সময় দেখা হলো না তার। চিৎকার করে বলল, 'দরজা খোলা! কি ব্যাপার?'

ডন কনসুয়েলার একজন ক্যাপোরিজিমি দরজার কবাট ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিল, উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ। 'বেসমেন্টে একটা ঘটনা ঘটেছে। রবার্টো ক্যাবেজা বলছে, ব্যাপারটা দেখা দরকার।'

'কার দেখা দরকার?' ডন কনসুয়েলা হুঙ্কার ছাড়ল।

'আপনাদের সবার, বস্। ক্যাবেজা বলছে, আপনারা সবাই দেখতে চাইবেন।'

এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল সবাই। তারপর পরস্পরের সঙ্গে নার্ভাস দৃষ্টি বিনিময় শুরু হলো। বস্‌দের হতভম্ব দেখাচ্ছে, তবে মনের ভয় চেপে রাখতে পারছে, চেহারায় ফুটতে দিচ্ছে না।

নিঃশব্দে চেয়ার ছাড়ল তারা, ডন কনসুয়েলার পিছু নিয়ে কনফারেন্স রূম থেকে বেরিয়ে গেল।

দেহরক্ষী আর ক্যাপোরিজিমিরা লাউঞ্জে জড়ো হয়েছে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষা করছে, সবাই উত্তেজিত ও সতর্ক। তাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ডনদের মিছিল থেকে যে যার বসকে খুঁজে নিল, তবে কেউই নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না। লাউঞ্জ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল মিছিলটা।

বেসমেন্টে নেমে করিডর ধরে এগোল সবাই। ডন কনসুয়েলার ক্যাপোরিজিমি ভারী একটা দরজা খুলল। ভেতরে সাউন্ডপ্রূফ পিস্তল রেঞ্জ। দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে, এক লাইনে ভেতরে ঢুকল ডনরা।

ফায়ারিং এরিয়ার মাঝখানে নিষ্প্রাণ স্ট্যাচুর মত মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রবার্টো ক্যাবেজা। সে মিডলসেক্স ব্যাচ অর্থাৎ খুদে ডনদের মনোনীত সিকিউরিটি চীফ। যে-কোন হার্ডসাইটে যখনই কোন মীটিং বসে, বসদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মিডলসেক্স ব্যাচকেই দেয়া হয়। হার্ডসাইট পাহারা দেয়ার জন্যে নিজেদের সশস্ত্র গার্ডকে পাঠায় তারা, তবে সিকিউরিটি চীফ করা হয় ডনদের কোন নাম করা ক্যাপোরিজিমিকে। রবার্টো ক্যাবেজা ডন ক্যাপরি কর্সিকানার ক্যাপোরিজিমি। অসংখ্য বন্দুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে ক্যাবেজা। ক্যাপোরিজিমিদের মধ্যে তার শরীরেই বুলেটের দাগ সবচেয়ে বেশি, বাহান্নটা। ছ'ফুট লম্বা, হাড়গুলো অস্বাভাবিক চওড়া, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

ডন কর্সিকানা গর্জে উঠল, 'তুমি মারা গেলে নাকি, রবার্টো? আমি নেমে এলাম, অথচ তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ না কেন? কি করছ এখানে?'

'কিছু না,' শান্ত গলায় জবাব দিল ক্যাবেজা, মুখ তুলে বসের

দিকে তাকাল। 'কেউ কিছু করেনি বলেই তো ঘটনাটা ঘটতে পারল।' হাত তুলে চারদিকটা দেখাল সে।

উইপন-স্টোরেজ র‍্যাক থেকে পিস্তল কেসগুলো নামানো হয়েছে, ঢাকনি ভেঙে ভেতরে ঢালা হয়েছে তরল আলকাতরা। খালি কয়েকটা ড্রাম দেখা গেল, ভেতরে পানি, সেই পানিতে ডুবে আছে কয়েকশো গ্রেনেড। ফায়ারিং লাইনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত স্তূপ হয়ে রয়েছে অটোমেটিক রাইফেল—কোনটার স্টক ভাঙা, কোনটার ট্রিগার মেকানিজম খুলে ফেলা হয়েছে—ব্যারেলের ভেতর আলকাতরা ভরা হয়েছে এমন রাইফেলও পাওয়া গেল।

প্রচণ্ড রাগে মেঝেতে পা ঠুকল ডন কর্সিকানা। 'কে দায়ী? কার এত সাহস? কোন্ পাগল...'

বাকি ডনেরা থমথমে চেহারা নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে, অকেজো ও প্রায় অকেজো দু'একটা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে পরীক্ষা করছে।

ক্যাবেজা বলল, 'সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার জন্যে মাত্র কয়েক মিনিট আগে এখানে আসি আমি। এসে দেখি এই অবস্থা। জিজ্ঞেস করায় সবাই বলছে, এখানে তারা কেউ আসেনি। দরজায় তালা দেয়া ছিল। অথচ ভেতরে এই কাণ্ড।'

ক্লাবের মালিক স্কলারিয়ো জামবুরি। তবে গান ফ্যাক্টরি থেকে অস্ত্র আর গোলাবারুদ কেনার সময় প্রত্যেক ডনের কাছ থেকে চাঁদা তুলেছে সে। চাঁদা দেয়া হয়েছে এই শর্তে যে প্রয়োজনের সময় ক্লাব থেকে যে-কোন অস্ত্র ধার হিসেবে নিতে পারবে তারা। ডনেরা কেউ কেউ সরাসরি তার দিকে তাকাচ্ছে দেখে সে বলল, 'চলতি মাসে বেসমেন্টের দায়িত্বে ছিল রিকো মেনিনি। কোথায় সে?'

'আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি,' বলল ক্যাবেজা।

তার কথা শেষ হতেই পিস্তল রেঞ্জে ঢুকল এক তরুণ, মাথায় সোনালি চুল। ঢুকেই জমে গেল সে, চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'ওহ্ গড! এ কি কাণ্ড! কিভাবে ঘটল?'

'কিভাবে ঘটল তুমি বলবে, রিকো,' কর্কশ গলায় বলল ক্যাবেজা।

'গড, আমি...এই প্রথম আমি...ফর গড'স সেক, মি. ক্যাবেজা, এ-ব্যাপারে কিছুই আমি জানি না!' মেনিনির সারা শরীরে কাঁপন ধরে গেছে।

'জানো না বললে তো চলবে না,' স্কলারিয়ো জামবুরি ঠাণ্ডা সুরে বলল। 'তোমারই তো জানার কথা।'

'পিস্তল রেঞ্জ আমি খুলিইনি, স্যার,' ঢোক গিলে বলল মেনিনি। 'আমাকে শুধু বিজনেস কনফারেন্সের কথা বলা হয়েছিল। আমার দায়িত্ব নয়, তবু আমি আপ্যায়নের কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে খোঁজ-খবর নিই। সারাক্ষণ ওদের সঙ্গেই ছিলাম, সারাদিনে একবারও বেসমেন্টে নামিনি। আমি এমন কি...' হঠাৎ টলে উঠল সে। 'ওহ্ গড! ওরা!'

'ওরা? ওরা কারা?' জানতে চাইল আইন উপদেষ্টা।

'আপনি আজ বিকেলে যাদের পাঠিয়েছিলেন, স্যার!'

'আমি কাউকে এখানে পাঠাইনি, রিকো,' আইন উপদেষ্টার গলা বরফের মত ঠাণ্ডা।

'না, স্যার, পাঠিয়েছিলেন! মনে করে দেখুন, প্রতি মাসেই তো গান ফ্যাক্টরি থেকে একবার আসে ওরা। আপনার কথা মত ওদেরকে আমি বেসমেন্টে নেমে সব কিছু পরীক্ষা করতে দিই।'

'ও, আচ্ছা, ওদের কথা বলছ! কিন্তু গান ফ্যাক্টরির লোকেরা আসে নষ্ট অস্ত্র মেরামত করার জন্যে। স্যাবোটাজ করার জন্যে আসে না। আসলে ওরা কারা ছিল, কাদেরকে তুমি ভেতরে ঢুকতে

দিয়েছ?'

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল মেনিনি।

ডন কনসুয়েলা জানতে চাইল, 'ওরা ক'জন ছিল, রিকো? সবাইকে চিনতে পেরেছিলে?'

'জ্বী-না, বস্। মাত্র একজনকে চিনতে পারি, টীম লীডারকে। মোট ছ'জন ছিল, বস্। বাকি পাঁচজনকে আগে কখনও দেখিনি আমি।'

'টীম লীডারকে দেখে কিছু সন্দেহ হয়নি তোমার?' জিজ্ঞেস করল আইনবিদ। 'মনে হয়নি বাকি পাঁচজন তার ওপর কড়া নজর রাখছে?'

রিকো মেনিনি জবাব দেয়ার সময় পেল না, তার আগেই অন্য এক ডন প্রশ্ন করল, 'বেসমেন্টে ওরা যখন ঢুকল, ওদের সঙ্গে তুমি বা আর কেউ ছিলে না?'

'সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল, বস্,' বলল মেনিনি। 'টীম লীডারকে চিনি, তাকে দেখে আমার কোন সন্দেহও হয়নি, তাই দরজা খুলে দিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে উঠে যাই আমি, কিচেনে ঢুকি টিভির খবর শোনার জন্যে।'

'বেসমেন্টে কতক্ষণ ছিল ওরা?' জামবুরির গলা প্রায় খাদে নামানো।

'আধ ঘণ্টার বেশি নয়, বস্।'

'ছ'জনের মধ্যে পাঁচজনকেই চেনো না, অথচ তাদেরকে তুমি বেসমেন্টে রেখে ওপরে উঠে গেলে, রিকো? তারা সব তছনছ করে দিয়ে চলে গেল, অথচ তার কিছুই তুমি জানতে পারলে না? তারা চলে যাবার পরও তোমার একবার ইচ্ছে হলো না নিচে নেমে দেখো সব ঠিকঠাক আছে কিনা?' জামবুরির গলায় নরম সুর। 'এ-কথাও একবার ভেবে দেখলে না যে চলতি মাসে একবার তারা

সব পরীক্ষা করে গেছে?’

‘স্যার! স্যার! টীম লীডারের কাছে আপনার কার্ড ছিল! সে আমাকে বলল, আপনিই ওদেরকে পাঠিয়েছেন মীটিঙের আগে আরেকবার সব পরীক্ষা করার জন্যে। ওরা পাগল নাকি, এভাবে সব নষ্ট করে রেখে গেল কেন?’

‘পাগল ওরা নয়, রিকো, তুমি,’ বলল ক্যাবেজা। ‘ওদের চেহারার বর্ণনা দাও। কে কি পরে ছিল?’

‘টীম লীডারকে সবাই আমরা চিনি। তার নাম মাইকেল ডোনাল্ডসন। ওভারঅল পরে ছিল সবাই। বাকি পাঁচজন নিগ্রো, স্যার। না, চারজন নিগ্রো। একজনকে ল্যাটিন আমেরিকান বলে মনে হয়েছে। খুব সুন্দর দেখতে, স্বাস্থ্যবান, লম্বা...’

‘থাক, আর বলার দরকার নেই,’ তাকে থামিয়ে দিল মাফিয়াদের আইন উপদেষ্টা। একটা হাত তুলল সে, সঙ্গে সঙ্গে ফিসফাস গুঞ্জন থেমে গেল। ‘সত্যি আমি দুঃখিত,’ ডনদের উদ্দেশ্যে বলল সে। ‘আমার এই ক্লাব এখন আর আপনাদের জন্যে নিরাপদ নয়। গান ফ্যাক্টরির টীম লীডারকে কিডন্যাপ করে আনা হয়েছিল এখানে। তাকে দেখিয়ে ক্লাবে ঢোকার ও বেসমেন্টে নামার সুযোগ করে নেয় মাসুদ রানা। রিকো যাকে ল্যাটিন আমেরিকান বলছে, সেই লোকই মাসুদ রানা। নিগ্রো চারজন তারই লোক। যেভাবেই হোক আমার একটা কার্ড কোথাও থেকে যোগাড় করেছে। সে যাই হোক, এখানে আর এক মুহূর্তও আপনাদের থাকা চলে না।’

ডন কনসুয়েলা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ‘না, চলে না। হয়তো এই বেসমেন্টেই সে টাইম বোমা লুকিয়ে রেখে গেছে।’

‘বাইরে বেরুব–যদি হামলা হয়?’ কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল ডন ডোমেনিকান পাওলা।

পিস্তল রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে খুদে ডনদের একজন, বলল, ‘বাইরে হামলা হলে দেহরক্ষী আর গার্ডরা সামলাবে। সবাই একসঙ্গে রওনা হব আমরা। কনভয় দেখলে মাসুদ রানা হামলা করতে সাহস পাবে না।’ দ্রুত সবাই তার পিছু নিল।

ডন কনসুয়েলা পিস্তল রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে স্কলারিয়ো জামবুরিকে বলল, ‘এত মন খারাপ করার দরকার নেই, মি. স্কলারিয়ো। এ-ধরনের ঘটনা এখন একের পর এক ঘটতেই থাকবে। সবারই উচিত নিজের লোকজনকে চতুর্গুণ সতর্ক থাকতে বলা। আপনি বেরুচ্ছেন তো?’

আইন উপদেষ্টা মাথা নাড়ল। ‘এখানে আমার কাজ আছে, কনসুয়েলা। আপনারা যান, আমি পরে আসছি।’

‘আজ রাতে একা না বেরুনোই ভাল। আমার দু’জন লোককে রেখে যাচ্ছি।’

হার্ডমেন অর্থাৎ সশস্ত্র গার্ডরা কার পার্কিং এরিয়ায় জড়ো হয়েছে, মিডলসেক্স ব্যাচ-এর একজন খুদে ডন তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে, কনভয় তৈরির কাজে তাকে সাহায্য করছে দু’জন ক্যাপোরিজিমি।

‘পয়েন্ট’ ভেহিকেল কালো চকচকে একটা লিমাজিন, সব মিলিয়ে আটটা সীট, ইস্পাত-কঠিন চেহারার গানাররাই শুধু উঠল তাতে। গেটের কাছে পৌঁছে থামল গাড়িটা, বাকি সব বাহন গাড়ি-বারান্দার ছাদের নিচে এক লাইনে চলে আসছে, ভিআইপিদের তুলে নেবে।

ক্লাব ভবন থেকে প্রথমে বেরুল ডোমেনিকান পাওলা, দু’পাশে দু’জন লেফটেন্যান্ট, তাড়াহুড়ো করে সাদা একটা ক্যাডিলাকের পিছনের সীটে চড়ে বসল। তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের একজন

সামনে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসল, আরেকজন বসল জাম্পসীটে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল তার পিছনের তিনটে সীটে সঙ্গী দেহরক্ষীরা ইতিমধ্যে বসেছে কিনা। নির্দেশ পেয়ে ক্যাডিলাক ছেড়ে দিল ড্রাইভার, 'পয়েন্ট' ভেহিকেলের পিছনে এসে দাঁড়াল।

একে একে বেরিয়ে এসে যে যার গাড়িতে চড়ল কাপুরা। সাতটা গাড়ির পিছনে লাইন দিল মিডলসেক্স ব্যাচ-এর পাঁচটা ক্যাডিলাক। লাইনের পিছনের গাড়ি আরেকটা কালো লিমাজিন, তাতেও আটজন গানার উঠেছে। পয়েন্ট ভেহিকেলের সঙ্গে রেডিওর সাহায্যে যোগাযোগ করল ড্রাইভারের পাশে বসা একজন ক্যাপোরিজিমি। 'এবার রওনা হওয়া যেতে পারে। কনভয় এগোবে ধীরগতিতে। হাইওয়েতে না ওঠা পর্যন্ত সবাই খুব সাবধান।'

'ঠিক আছে,' পয়েন্ট ভেহিকেল থেকে জবাব এল। 'গেটের বাইরে আর রাস্তায় যারা গার্ড দিচ্ছে তাদের কি হবে?'

'ওদেরকে আগেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা হাইওয়েতে না ওঠা পর্যন্ত নিজের পজিশন ছেড়ে নড়বে না কেউ। ওদের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করা আছে, আধ ঘণ্টা পর ফিরে যাবে ওরা।'

'ঠিক আছে, পয়েন্ট ভেহিকেল ছাড়লাম।'

রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে গেট খোলা হলো। পয়েন্ট ভেহিকেলের পিছু নিয়ে কনভয় বেরিয়ে এল কাঁকর ছড়ানো রাস্তায়। রাস্তার দু'পাশে, খানিক পরপর, সশস্ত্র গার্ডরা পাহারা দিচ্ছে—সবাই তারা রাস্তার দিকে পিছন ফিরে পাহাড়ের দিকে চোখ বুলাচ্ছে। পাহাড়ের মাথাতেও লোক আছে ওদের।

কোন বিপদ ঘটল না, কনভয়টা হাইওয়েতে এসে উঠল।

আধ ঘণ্টা পর সশস্ত্র গার্ডরা তিনটে ভ্যান গাড়িতে চড়ে রওনা হলো। এরা সবাই মীটিং উপলক্ষে ডিউটি দিতে এসেছিল। ক্লাবের

সার্বক্ষণিক গার্ডরা গেট বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে পজিশন নিল। তিন পাহাড়ের মাথায় গার্ডরা পজিশন ছেড়ে নড়ছে না, ওদের পালা বদল শুরু হবে রাত বারোটায়।

ক্লাবের ভেতর সশস্ত্র একদল গার্ড ছাড়া আর রয়েছে স্কলারিয়ো জামবুরি, দু'জন সহকারীকে নিয়ে সিকিউরিটি চীফ রবার্টো ক্যাবেজা আর কর্তব্যকর্মে গাফিলতির দায়ে অভিযুক্ত রিকোমেনিনি।

এক দল গার্ড গোটা ক্লাব সার্চ করছে। এখনও তারা কোন টাইম বোমা বা বিস্ফোরক পায়নি।

বেসমেন্ট থেকে এখনও ওপরে ওঠেনি স্কলারিয়ো জামবুরি। পিস্তল রেঞ্জের মেনিনিকে পাহারা দিচ্ছে কয়েকজন সশস্ত্র গার্ড। ক্যাবেজাকে নিয়ে একটা কামরায় ঢুকছে জামবুরি। সে একটা চেয়ারে বসে চোখ বুজে আছে, হাতে জ্বলন্ত সিগার। দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাবেজা। কেউ কোন কথা বলছে না।

বেশ অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর একজন সশস্ত্র গার্ড এসে রিপোর্ট করল, 'কনভয় হাইওয়েতে উঠেছে, স্যার। গার্ডদের নিয়ে ভ্যানগুলোও রওনা হয়ে গেছে।'

গার্ড চলে যেতে পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করল জামবুরি। ডায়াল করে গান ফ্যাক্টরির হেড অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করল সে। দু'মিনিট কথা বলে মোবাইলটা আবার রেখে দিল পকেটে। 'যা ভেবেছি, তাই,' ক্যাবেজাকে বলল সে। 'টীম লীডার। মাইকেল ডোনাল্ডসন আজ সকাল থেকে নিখোঁজ। বাড়ি থেকে সকালেই বেরিয়েছে, কিন্তু ফ্যাক্টরিতে পৌঁছায়নি। তার স্ত্রী পুলিসকে ব্যাপারটা জানিয়েছে।'

'মেনিনিকে নিয়ে কি করা হবে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল

ক্যাবেজা।

'এ-ধরনের একটা গাফিলতি করার পর শাস্তি না পাওয়াটা খারাপ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে,' নরম সুরে বলল জামবুরি। পকেট থেকে চেকবই বের করে মেনিনির স্ত্রীর নামে একটা চেক লিখল সে, পাতাটা ছিঁড়ে ক্যাবেজার হাতে ধরিয়ে দিল। 'এটা ওর স্ত্রীকে দেবে। টাকার অঙ্কটা মেনিনিকে জানিয়ো।' চেয়ার ছাড়ল সে। 'লাশটা আজ রাতেই সাগরে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। একটা ড্রামে ভরে। ড্রামে প্রথমে লাশ ভরবে, তারপর সিমেন্ট।' ক্যাবেজাকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল সে।

জামবুরি বাইরে বেরুতেই তার দু'পাশে চলে এল দু'জন গার্ড। মেনিনি করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'ওখানে বোকার মত দাঁড়িয়ে না থেকে ক্যাবেজা কি বলে শোনো,' তাকে বলল জামবুরি।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে সে, পিস্তল রেঞ্জ থেকে গুলির আওয়াজ হলো একটা। গার্ড দু'জন পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল, তবে কারও চেহারাতেই কোন ভাব ফুটল না। জামবুরি শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একদিকের কাঁধ একটু ঝাঁকাল।

কালো মার্সিডিজ নিজেই ড্রাইভ করছে স্কলারিয়ো জামবুরি। গার্ডদের একজন বসেছে পিছনের সীটে, একজন তার পাশে।

দেহরক্ষী ছাড়াই চলাফেরা করতে অভ্যস্ত জামবুরি। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সবাই তাকে চেনে, জানে পুলিস বা বিচারককে ঘুষ দিতে হলে এই লোকের মাধ্যমেই দিতে হবে। পুলিস অফিসাররাও তাকে খাতির করে। শুধু যে ঘুষ খাবার লোভে খাতির করে, তা নয়। জামবুরি আইনের মারপ্যাঁচ খুব ভাল বোঝে, কখন

যে কোন্ অফিসারকে বাড়াবাড়ি করার অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেবে, বলা কঠিন।

পক্ষ বা প্রতিপক্ষ, কারও তরফ থেকেই তার ওপর হামলা হবার কোন ভয় নেই। অন্তত আজ পর্যন্ত সেরকম কিছু ঘটেনি।

হাইওয়েতে উঠল মার্সিডিজ। বাঁক নিল বাম দিকে। পিছনের সীট থেকে গার্ড বলল, 'স্যার, পিছনে ফেউ লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, একটা পুরানো বুইক। পিছু নিয়েছে।'

জামবুরি কিছু বলবার আগেই সামনের রাস্তার ওপর, আকাশে একটা হেলিকপ্টার দেখা গেল। যান্ত্রিক ফড়িংটা স্থির হয়ে আছে, রাস্তার ওপর সার্চলাইটের আলো ফেলে অপেক্ষা করছে।

মুখ শুকিয়ে গেছে, মার্সিডিজের স্পীড বাড়িয়ে দিল জামবুরি। সার্চলাইটের আলো সরে এসে গাড়ির ওপর পড়ল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল জামবুরির। স্টিয়ারিং থেকে একটা হাত তুলে চোখ দুটো আড়াল করল সে।

তারপর হঠাৎ শুরু হলো ফায়ার। এক পশলা বুলেট উইন্ডস্ক্রীনের সামনে বনেট ঝাঁঝরা করে দিল। হেলিকপ্টারের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে লাইট মেশিনগান থেকে গুলি করছে এক লোক, তবে মার্সিডিজের আরোহীরা তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

ফুটো হওয়া বনেট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আরও এক পশলা গুলি হলো, বনেটের নিচে ক্ষতবিক্ষত করে দিল এঞ্জিনটাকে। ব্রেক করতে বাধ্য হলো জামবুরি। যে-কোন মুহূর্তে গাড়িতে আগুন ধরে যাবে। পেট্রল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

'মাথার ওপর হাত তুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসো সবাই,' হেলিকপ্টার থেকে হ্যান্ড-মাইকে কথা বলছে কেউ। 'এক মিনিট সময় দেয়া হলো।'

'স্যার!' গার্ডদের একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'কি করব বলে দিন! না বেরুলে ওরা হয়তো সরাসরি গাড়ির ভেতর গুলি করবে!'

'পিছনের গাড়িটা কি করছে?' জিজ্ঞেস করল জামবুরি। মুখ শুকনো বটে, তবে গলার আওয়াজ শান্ত, ভয় পেলেও চেপে রাখতে পারছে।

'ওটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে, স্যার,' পিছনের গার্ড জানাল।

'ফাঁদে যখন পড়েছি, ওরা যা বলে শোনা দরকার,' বলল জামবুরি। 'এমন কিছু কোরো না যাতে ওরা গুলি করার অজুহাত পেয়ে যায়।'

দরজা খুলে নেমে পড়ল গার্ডরা। জামবুরিও নামল। তিনজনই মাথার ওপর হাত তুলেছে।

হ্যান্ড-মাইক আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'যে যার অস্ত্র ফেলে দাও।'

গার্ড দু'জন তাদের রাইফেল ও পিস্তল ফেলে দিল। জামবুরির কাছে কোন অস্ত্র নেই।

'একা শুধু স্কলারিয়ো জামবুরি নড়বে না। তোমরা দু'জন ফেলে আসা রাস্তা ধরে দৌড় দাও। কুইক!'

বলতে যা দেরি, জামবুরিকে ফেলে ছুটল গার্ড দু'জন। কালো বুইকটাকে পাশ কাটাবার সময় ভেতরে তাকাল তারা, অন্ধকারে হ্যাট পরা এক লোককে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। তবে সাদা দাঁত পরিষ্কার চোখে পড়ল, একা একা নিঃশব্দে হাসছে লোকটা।

গার্ড দু'জন ছুটছে, তাদের পিছু নিল হেলিকপ্টার। সেদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে জামবুরি।

বুইক থেকে নামল রানা। অলস ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে জামবুরির দিকে।

কি যে হলো, হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল জামবুরির শরীরে।

রানার দিকে পিছন ফিরে ছুটল সে, রাস্তার পাশের ঢাল বেয়ে একটা ডোবার দিকে নেমে যাচ্ছে।

তাকে ধাওয়া করল রানা।

একে তো বয়েস হয়েছে, তার ওপর দৌড়-ঝাঁপ করায় অভ্যস্ত নয় জামবুরি। ঢাল থেকে লাফ দিয়ে ডোবায় পড়ার সুযোগ পাওয়া গেল না, তার আগেই ধরে ফেলল রানা তাকে। 'তুমি ভুল পথ ধরেছ, প্রফেসর। কেমব্রিজ তো ওদিকে নয়, এদিকে, বলেই তার ঘাড়টা ধরে মোচড়াল রানা, মুখটা আরেক দিকে ফেরাল।

ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে জামবুরি। 'ওহ্, গড! আপনি নিশ্চয়ই মাসুদ রানা! অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার, ঠিক সময়ে এসে পড়ে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। তা না হলে এতক্ষণে ওরা আমাকে মেরে ফেলত।'

'আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি!' রানা অবাক।

'অবশ্যই! মাফিয়াদের হার্ডসাইটে ওরা আমাকে বন্দী করে রেখেছিল।' আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে জামবুরির চোখ। 'আমার বিরুদ্ধে ডনদের অভিযোগ, আমি নাকি আপনার সম্পর্কে সব জানি, কিন্তু ওদেরকে বলছি না। যতই বলি সত্যি আমি কিছু জানি না, ততই ঘন ঘন মাথা নাড়ে। অবশেষে দু'জন খুনীকে ডেকে বলল–এ ব্যাটা মুখ খুলবে না, কাজেই নির্জন কোথাও নিয়ে গিয়ে মাথায় একটা গুলি করো, যাও।'

'ওদের অসমাপ্ত কাজটা আমিই শেষ করি তাহলে,' বলে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে জামবুরির মাথার পাশে চেপে ধরল রানা।

'থামুন, প্লীজ, থামুন!' চেঁচিয়ে উঠল জামবুরি। 'গড, বিলিভ মি, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, স্যার!'

'এতক্ষণ তাহলে অভিনয় করছিলে কেন?'

‘ভুল হয়ে গেছে, মাফ চাই, স্যার!’

‘সাহায্য আমার সত্যি দরকার,’ বলল রানা, রিভলভারটা হোলস্টারে গুঁজে রেখে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল জামবুরির পাঁজরে। ‘ওপরে ওঠো।’

‘আমার কাজই মানুষকে সাহায্য করা।’ ঢাল বেয়ে উঠছে জামবুরি, পিছনে রানা। ‘আপনি ঠিক লোকের কাছেই এসেছেন, স্যার।’

হাসি পেলেও, রানা বুঝতে পারছে অত্যন্ত নীচ আর বিপজ্জনক প্রকৃতির লোক জামবুরি। বুইকের কাছে ফিরে এসে নির্দেশ দিল, ‘তুমি ড্রাইভ করো।’ ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল জামবুরি। রানা উঠল পিছনের সীটে। ‘স্টার্ট দাও। শহরে ফিরছি আমরা।’

‘স্যার, অভিনয় করছি না বা মিথ্যে কথাও বলছি না, সত্যি আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব,’ গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল জামবুরি।

‘আমি কি খুঁজছি তুমি জানো।’

‘হ্যাঁ, জানি বৈকি, আলবত জানি।’

‘এ-ও জানো যে কোথায় ওদেরকে রাখা হয়েছে?’

‘হয়তো জানি। অন্তত আন্দাজ করতে পারি। তবে নিশ্চিতভাবে জানতে হলে আমাকে সময় দিতে হবে, স্যার। কথা দিচ্ছি, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।’

‘সেক্ষেত্রে তোমার আয়ু খানিকটা হলেও বাড়ল, জামবুরি।’

‘ধন্যবাদ, মি. রানা, স্যার। এবার তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আজ রাত থেকেই চেষ্টা করি…’

‘প্রথমে আমরা একটা সেফ-হাউসে উঠব, জামবুরি,’ বলল রানা। ‘ওখানে তোমাকে আচ্ছামত ধোলাই দেয়া হবে।’

‘কেন!’ জামবুরি যেন আকাশ থেকে পড়ল। ‘এই তো চুক্তি হলো আপনাকে আমি সাহায্য করব…’

‘ধোলাই দেয়া হবে তুমি সিরিয়াস হতে পারছ না বলে। একদম চুপ, আর একটাও কথা বলবে না। তোমার আচরণ দেখে আমার বমি পাচ্ছে।’

চার

এই গাঢ় অন্ধকার বারবার শুধু কবরের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভেন্টিলেটর আছে, কিন্তু সেগুলোও অন্ধকার, অর্থাৎ পাশের কামরাতেও আলো জ্বালানো হয় না। একটাই দরজা, নিশ্ছিদ্র কবাট। কোন জানালা নেই। কম্বল পাতা থাকলেও, মেঝে খুব বেশি স্যাঁতসেঁতে হওয়ায় সেটাকে ভেজা ভেজা লাগে। বাতাসে সারাক্ষণ একটা বোঁটকা গন্ধ, পচা মাছের কথা মনে করিয়ে দেয়। মাঝে-মধ্যে এঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসে। ঢেউ বাড়ি খাবার আওয়াজ পাওয়া যায়। কান পেতে এ-সব শুনেই সময় কাটে স্বাতীর। দিন, সপ্তাহ, মাসের হিসাব ভুলে গেছে সে, মনে নেই কতদিন হলো এখানে বন্দী ওরা।

কামরাটা খুব লম্বা। দুই প্রান্তে দুটো লোহার টেবিল আছে, পায়াগুলো মেঝেতে গাঁথা। সেই পায়ার সঙ্গে লোহার চেইন জড়ানো আছে, চেইনের আরেক প্রান্ত স্বাতীর পায়ে বাঁধা। দ্বিতীয় টেবিলের সঙ্গে তুহিনকেও একইভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে। প্রতিটি চেইন পাঁচ ফুট লম্বা, কিন্তু কামরাটা পনেরো ফুট লম্বা হওয়ায় পরস্পরের কাছে পৌঁছুতে পারে না ওরা, মাঝখানে পাঁচ ফুট দূরত্ব থেকেই যায়।

কাছাকাছি কোন একটা কামরায় টিভি চলে, আওয়াজ শুনে বুঝতে পারে স্বাতী। মাঝে মধ্যে টেলিফোন বেজে ওঠার শব্দও কানে আসে। তুহিনের ধারণা, কাছাকাছি কোন মাছের বাজার বা

আড়ত আছে। কিংবা ওদেরকে হয়তো একটা ফিশ প্যাকিং প্ল্যান্টে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

একটাই বাথরূম, সেটা স্বাতীর টেবিলের পাশে। তুহিনের দিকে কোন বাথরূম নেই, শুধু নর্দমা আর পানির কল। অন্তত এক দিক থেকে গাঢ় অন্ধকার ওদের জন্যে আশীর্বাদ, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সময় বিব্রত হতে হয় না।

সকালে উপোস থাকতে হয়। খাবার দেয়া হয় বেলা বারোটা আর রাত আটটায়। দুপুরে স্যান্ডউইচ আর কফি। রাতে রুটি, মাখন আর ডিম। ইউনি আর হেইটিকে ওরা দেখেনি, চিনতে পারে গলার আওয়াজ শুনে। একা কখনও আসে না কেউ, সব সময় দু'জন একসঙ্গে। দিনের বেলাও পাশের কামরা অন্ধকার, দরজা খোলার পরও কিছু দেখা যায় না। ইউনি আর হেইটির হাতে টর্চ থাকে। ইচ্ছে করেই টর্চের আলো সরাসরি ওদের মুখের ওপর ফেলে তারা। ফলে কিছুই ওরা দেখতে পায় না।

হেইটিকে সাংঘাতিক ভয় পায় স্বাতী। সে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় কথা বলে। তার 'বস্' নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সময় হলে স্বাতীকে নিয়ে যা খুশি তাই করার অনুমতি দেয়া হবে তাকে। 'সেদিন তোমাকে আমি চেটে চেটে খাব, সুন্দরী,' বলেই খিক খিক করে হাসতে শুরু করে।

ইউনি তত খারাপ নয়। তার মনে মেয়েদের প্রতি খানিকটা হলেও শ্রদ্ধাবোধ আছে। হেইটি প্রায়ই স্বাতীকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে চেষ্টা করে, কিন্তু ইউনি বাধা দেয়ায় বেশি দূর এগোতে পারে না। একদিন খেপে গিয়ে স্বাতীকে হেইটি বলল, 'ইউনি তোমার প্রেমে পড়ে গেছে। শুধু এই কারণে, বস্ যেদিন আমাকে অনুমতি দেবেন, তোমাকে নিয়ে যা করার করে, ইউনির চোখের সামনে ছুরি দিয়ে জবাই করব তোমাকে। খুচরো আনন্দ থেকে

আমাকে বঞ্চিত করার মজাটা টের পাবে তখন!’

তুহিন অনভিজ্ঞ, বয়সেও বেশি নয়, তাই স্বাতী তাকে চুপচাপ থাকার পরামর্শ দিয়েছে। সেটা মেনে চলে তুহিন। তারপরও হেইটি ওকে মাঝে মধ্যে কিল-ঘুসি মারে, কোন কারণ ছাড়াই। তুহিন মুখ বুজে সহ্য করে নেয়। ওরা চলে যাবার পর স্বাতী তাকে সান্ত্বনা দেয়। অভয় দিয়ে বলে, ‘ধৈর্য ধরো, ভাই। মনটাকে ভেঙে পড়তে দিয়ো না। মাসুদ ভাই ঠিকই আমাদেরকে উদ্ধার করতে আসবেন।’

‘স্বাতী আপা, আপনি আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছেন,’ কান্না চেপে রাখতে পারলেও, তুহিনের গলাটা বুজে আসে।

‘তুমি যদি মাসুদ ভাইকে আমার মত করে চিনতে, তাহলে বুঝতে,’ স্বাতীর গলায় দৃঢ় বিশ্বাস। ‘তিনি বেঁচে থাকলে সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করবেন। বিশ্বাস করো, বোস্টনের প্রতিটি ইঁট খসিয়ে দেখবেন উনি।’

মুখে এ-সব কথা বললেও, যত দিন যাচ্ছে ততই হতাশ হয়ে পড়ছে স্বাতী। হিসাবটা তার কোনভাবেই মিলছে না। রানা এজেন্সি বিশাল একটা ফার্ম, পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরে শাখা আছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই কাজ করছে কয়েকশো এজেন্ট। মারাত্মক ধরনের কোন বিপদ দেখা দিলে রানা এজেন্সিকে বিসিআই-ও সাহায্য করবে, কারণ বিসিআই-এরই একটা কাভার রানা এজেন্সি। তাহলে ওদেরকে উদ্ধার করতে এত সময় লাগছে কেন? ওদেরকে যে মাফিয়ার লোকেরা কিডন্যাপ করেছে, এটা তো আর বলে দেয়ার দরকার করে না। এ-ধরনের বিপদ যে ঘটতে পারে, সে তো নিজেই মাসুদ ভাইকে জানিয়েছিল।

কারণটা বোধগম্য নয়। মাসুদ ভাই অন্য কোথাও যদি কাজে আটকা পড়ে থাকেন, রানা এজেন্সির বাকি এজেন্টরা কি করছে?

ওদেরকে যারা বন্দী করেছে, তাদের আচরণও রহস্যময়। হেইটি আর ইউনির কথাবার্তা থেকে বেশ কয়েকটা তথ্য পেয়েছে স্বাতী। ওদের 'বস্' কোন মুক্তিপণ দাবি করেনি। কিডন্যাপ করার আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ওদেরকে খুন করা হবে। শুধু সময়টা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি।

অন্ধকারে সময় কাটে না। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসবে, সে উপায়ও নেই, পিঠ ভিজে যায়। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, চেইনের টানে পা চলে না। ভেজা কম্বলে শুতে হচ্ছে, ফলে সারা গায়ে ব্যথা আর অল্প অল্প জ্বর।

হঠাৎ করেই বিরূপ পরিবেশেও ভাল থাকার একটা উপায় পেয়ে গেছে স্বাতী। কৃতিত্বটা যদিও তুহিনের।

একদিন সন্ধ্যারাতে কয়েকবার ডেকেও তুহিনের সাড়া পাওয়া গেল না। স্বাতী ভাবল, সে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ তুহিন জানতে চাইল, 'স্বাতী আপা, তুমি কি আমাকে ডাকছিলে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে তো অনেকক্ষণ আগের কথা। কি করছিলে, ঘুমাচ্ছিলে বুঝি?'

'না, আপা। আমি ধ্যানে বসেছিলাম।'

'আচ্ছা! তুমি মেডিটেশন করো?'

'আপনিও করুন, স্বাতী আপা,' বুদ্ধি দিল তুহিন। 'দেখবেন, ভয় বলুন হতাশা বলুন কিছুই আপনাকে ছুঁতে পারবে না।'

সেই থেকে মেডিটেশন করছে ওরা। পরিবেশ-পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক, মনটা তাতে ভাল আছে। তাই বা কম কি!

শহরে ঢোকার আগে ড্রাইভিং সীট থেকে স্কলারিয়ো জামবুরিকে সরিয়ে দিল রানা। পাশের সীটেও বসতে দেয়নি, বাধ্য করেছে

সীটের নিচে উবু হয়ে থাকতে। সেফ-হাউসটা কোন্ এলাকায় দেখতে দিতে চায় না, তাই লোকটার চোখে পট্টি বাঁধতে হয়েছে।

বাগানবাড়িটা একতলা, বাড়ির গেট ও গ্যারেজের দরজা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে খোলা ও বন্ধ করা যায়। বুইক নিয়ে সোজা গ্যারেজে ঢুকে পড়ল রানা, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে জামবুরিকে নিয়ে নিচে নামল, পিছন দিকের ছোট একটা দরজা দিয়ে ঢুকল বাড়ির ভেতর। সেফ-হাউসে আরও লোকজন থাকলেও, তাদের হাঁটাচলা বা গলার আওয়াজ জামবুরি শুনতে পাবে না–রানা ওদেরকে আগেই বলে রেখেছে, ওদের উপস্থিতি জামবুরি যেন টের না পায়।

জামবুরিকে নিয়ে ছোট্ট এক কামরায় ঢুকল রানা। ফার্নিচার বলতে দুটো চেয়ার, একটা নিচু টেবিল। টেবিলে ফোন-গাইড ও টেলিফোন ছাড়া আর কিছু নেই। আইন উপদেষ্টার চোখের পট্টি খুলে দিল ও। দরজাটা আগেই বন্ধ করে দিয়েছে।

'প্রথমবার শুধু আগুন ধরিয়েছি,' বলল রানা। 'আজ রাত থেকে খুন-খারাবি শুরু করব। তোমাকে দিয়েই শুরু করতে চাই, জামবুরি। সেজন্যেই ধরে এনেছি। তবে তুমি যদি সত্যি আমার উপকারে লাগো, তাহলে আলাদা কথা।'

জেগে জেগে দু'স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা কম নয় জামবুরির। প্রাণ ভিক্ষা পাবার জন্যে বহুবার করজোড়ে ক্ষমা চাইতে হয়েছে তাকে, এমন কি দু'একজনের পা চাটতেও হয়েছে। সারাজীবন জেলের ঘানি টানতে হবে, এই ভয়টাও তাকে মাঝে মধ্যে কম ভোগায় না। কিন্তু আজ যে বিপদে পড়েছে, এটা সম্পূর্ণ নতুন। খুন-খারাবি শুরু করার প্রসঙ্গে রানা যা বলল, ওর প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করল সে। সামনাসামনি এই প্রথম দেখছে ওকে। এমন ঠাণ্ডা মানুষ ঈশ্বর তৈরি করতে পারেন, এ তার কল্পনাতে ছিল না।

ধমক দেয় না, হুমকি দেয় না, রাগ করে না, শাসায় না, শুধু নরম সুরে কি করবে বলে যায়। এ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত, চোখ তুলে মুখের দিকে তাকানো মাত্র হার্টবিট বেড়ে যায়।

কিন্তু যতই রানাকে ভয় লাগুক, ওমের্তার পবিত্রতা নষ্ট করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। রানাকে সাহায্য না করলে খুলিতে গুলি খেয়ে মরতে হবে। কিন্তু মাফিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে? শিউরে উঠল জামবুরি। বিশ্বাসঘাতক বন্দীদের কিভাবে নির্যাতন করা হয়, দেখেছে জামবুরি। সে নির্যাতন যদি গায়ের চামড়া তুলে লবণ মাখানো হত, কথা ছিল। কোটর থেকে চোখ খুলে হাতে ধরিয়ে দিলেও সহ্য করা যেত। জামবুরি দেখেছে, হাঁটু থেকে পা দুটো কেটে নেয়া হয়েছে, সমস্ত রক্ত বালতিতে ভরে জোর করে ঢেলে দেয়া হয়েছে গলার ভেতর। বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে পায়ে। এরপর কনুই কাটা হবে...

রানা জেরা শুরু করল। এক ঘণ্টা লড়ল জামবুরি, গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্যই ফাঁস করেনি। তবে ফোন করে দেখতে রাজি হলো। ডনদের সঙ্গে কথা বলবে সে। কথার প্যাঁচ কষে জানার চেষ্টা করবে স্বাতী আর তুহিনকে কেন তারা কিডন্যাপ করেছে।

ফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে আরও এক ঘণ্টা পার করে দিল জামবুরি।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'হেরে যাচ্ছ, তাই না?' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'সত্যি তোমার কপাল খারাপ।'

'না, প্লীজ!'

'ও, আচ্ছা, হাল ছাড়তে রাজি নও।' রানা হাসছে না। 'ঠিক আছে, আরও সময় দিলাম। চেষ্টা করো।' হাতঘড়ি দেখল। 'দুটো বাজে। তোমাকে আমি তিনটের সময়, ঠিক তিনটের সময় খুন করব।'

ফোন-গাইডের ওপর ঝুঁকে নম্বর খুঁজছে জামবুরি। 'চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, সব ঝাপসা লাগছে। প্লীজ, এই নম্বরটা পড়ে দিন, মি. রানা।'

ঠাণ্ডা সুরে রানা বলল, 'তোমার মত মহা-হারামি লোক কমই দেখেছি আমি। কে ওদেরকে লুকিয়ে রেখেছে তুমি তা ভাল করেই জানো। তার নম্বরও তোমার মুখস্থ। অথচ...'

'না, সত্যি না। প্লীজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। নম্বরটার সঙ্গে নামটাও পড়ুন, প্লীজ।'

'পাওলা,' শুধু নামটা পড়ল রানা, তা-ও শেষ অংশটা।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝেছি। ডোমেনিকান পাওলা। মি. পাওলার নম্বরটা আমি জানি।'

'ডায়াল করো তাহলে,' বলল রানা, হাতের রিভলভার দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাচ্ছে।

ট্রলির ওপর বসানো আরও একটা অতিরিক্ত টিভি আনা হয়েছে কামরায়, একই সঙ্গে দুটো চ্যানেল দেখছে তারা, তিন পাহাড়ের কোলে বিধ্বস্ত ও জ্বলন্ত হার্ডসাইট সম্পর্কিত সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য জানার জন্যে ব্যাকুল। টিভি কর্মীরা গোটা ব্যাপারটাকে এমনভাবে পরিবেশন করছে, যেন এই ধ্বংসকাণ্ড বোস্টনবাসীদের জন্যে আশীর্বাদ বয়ে এনেছে, মাফিয়াদের বিরুদ্ধে এটা যেন পবিত্র ও গৌরবময় একটা যুদ্ধ। রিপোর্টাররা অকুস্থলে দাঁড়িয়ে আবেগময় ভাষায় ধারাবিবরণী দেয়ার ফাঁকে মন্তব্য করছে, 'এতদিন পুলিস ও এফবিআই যে কাজ পারেনি, অজ্ঞাতপরিচয় কোন এক অকুতভয় মানুষ একাই তা করে দেখাচ্ছে। মাফিয়াদের সাম্রাজ্য ভেঙে তছনছ করে দেয়াই যেন তার উদ্দেশ্য...'

কনসিলিয়রি, ক্যাপোরিজিমি বা সশস্ত্র খুনীদের কারও মুখে

কোন কথা নেই।

প্রতিটি চ্যানেল একই লাইভ অনুষ্ঠান দেখাচ্ছে। রাজ্যের গভর্নর সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন, একটু পরেই দর্শক-শ্রোতাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। ডন ডোমেনিকান পাওলা নড়েচড়ে বসল। গভর্নর কি বলেন শোনা দরকার। তার মত অনেকেরই ধারণা, গভর্নর হার্ভে ময়নিহান গোপনে মাফিয়াদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

অকস্মাৎ টেলিফোন বেজে উঠায় উত্তেজনায় ছেদ পড়ল।

নিকো সাফারি, ডন পাওলার একজন ক্যাপোরিজিমি, দ্বিতীয়বার রিঙ হবার আগেই ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রিসিভারটা। 'ইয়েস?' কর্কশ গলা। অপরপ্রান্ত থেকে কে কি বলল বোঝা গেল না, রিসিভারটা বসের দিকে বাড়িয়ে ধরল সাফারি। 'কবর থেকে ভৌতিক কণ্ঠস্বর, বস্।'

টিভি স্ক্রীনে চোখ রেখে রিসিভার কানে ঠেকাল ডন পাওলা। 'হ্যাঁ, কে আমাকে চায়?'

'মি. পাওলা, আমি স্কলারিয়ো জামবুরি,' চাপা উত্তেজনায় অ্যাটর্নির গলা কাঁপছে।

পাওলার দুই পা মেঝেতে নামল। তবে টিভির স্ক্রীন থেকে চোখ নড়েনি। 'গড'স সেক! আমরা ধরে নিয়েছি আপনি মারা গেছেন, মি. জামবুরি!'

'যাইনি, তবে যাব–আপনাকে নিয়ে, আপনাদের সবাইকে নিয়ে।'

'ওহ্, গড! আপনি সত্যি বেঁচে আছেন! টিভিতে দু'ঘণ্টা ধরে দেখছি আপনার হার্ডসাইট জ্বলছে। আপনার খোঁজে কোথায় না ফোন করেছি আমরা। দশ মিনিট হলো হাল ছেড়ে দিই, ধরে নিই হার্ডসাইটের ভেতর পুড়ে মারা গেছেন। কোথায় আপনি,

কোত্থেকে বলছেন?'

'কোন প্রশ্ন করবেন না, মি. পাওলা। শুনুন...'

'শুনব? আপনি শুনুন! এখনও খবর পাননি? শুধু আপনার হার্ডসাইট নয়, রাত বারোটার পর থেকে আরও অন্তত তিনটে হার্ডসাইট ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে হেলিকপ্টার থেকে বোমা ফেলে!'

'মি. পাওলা, আপনি শান্ত হন,' বলল জামবুরি। 'অস্থির হয়ে চেঁচামেচি করলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। এই লোক সত্যি অভিশাপ। বিশ্বাস করুন, সবার স্বার্থেই তাকে থামাতে হবে।'

'অবশ্যই থামাতে হবে। কিন্তু কিভাবে?'

'মি. পাওলা, ওদেরকে যে-ই কিডন্যাপ করে থাকুক, না বুঝে সে মস্ত একটা ভুল করে বসেছে। সেই ভুলের কারণে এখন সবার চরম বিপদ। মাসুদ রানা উন্মাদ হয়ে গেছে। তাকে এখন শান্ত করার একটাই উপায়, এজেন্ট দু'জনকে ছেড়ে দিতে হবে। অন্য কিছু সে মানবে না। মুশকিল হলো, বোস্টনে প্রচুর লোক এনেছে সে, আরও আনছে বলে শুনতে পাচ্ছি। আমার জানামতে, শ্রদ্ধেয় বিনো সিক্সটিনাইন খেপে গেছেন। গভর্নরও ঝোপ বুঝে কোপ মারার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে সন্দেহ করছি। বোস্টনের পুলিস আর এফবিআই হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে।'

'এ-সব কথা আপনি আমাকে শোনাচ্ছেন কেন, মি. জামবুরি?' হঠাৎ শান্ত, সতর্ক হয়ে উঠল ডন পাওলা।

'আমার একমাত্র উদ্দেশ্য পরিস্থিতিটা শান্ত করা, মি. পাওলা। এঞ্জিনিয়ার যদি আপনি হন–যা থাকে কপালে, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।'

‘কেন আপনার মনে হলো এরকম জঘন্য একটা কাজ আমি করতে পারি?’

‘আপনি করেছেন, তা আমি বলিনি। বলেছি, যদি।’

তারের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাসের আওয়াজ ছুটে এসে জামবুরির কানে আঘাত করল। ‘বেশ...ধরে নিচ্ছেন নিন। যদি করে থাকি, তো? এই সঙ্কট থেকে আমার মুক্তি পাবার উপায় কি?’

‘ফর গড’স সেক, মি. পাওলা, স্রেফ ছেড়ে দিন ওদের!’

‘স্রেফ ছেড়ে দেব, বাহ্! কাউন্সিলর, এটা কি ধরনের পরামর্শ হলো? ছেড়ে দিলাম, তারপর ওরা আমার দিকে আঙুল তুলল। তখন কি হবে? কিডন্যাপিঙের শাস্তি কী আপনি জানেন না?’

‘পরবর্তী ঝামেলা যথারীতি সামাল দেয়া হবে, মি. পাওলা। আপনি অন্তত ভালভাবেই জানেন, সে ক্ষমতা আমার আছে। তাছাড়া, আপনার এত চিন্তিত হবার কিছু দেখি না। আপনি তো আর সত্যি কিডন্যাপার নন। তবে তিনি যে-ই হন, তাঁর কারণেই গোটা বোস্টনে আগুন লাগতে যাচ্ছে।’

‘হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমি একমত,’ উদ্বিগ্ন শোনাল ডন পাওলার গলা। আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। ‘এঞ্জিনিয়ার আমি হলে সিমেন্টের স্যুট পরিয়ে সাগরে ফেলে দিতাম দু’জনকে। মানে, কিডন্যাপার যে বিপদে পড়েছে সে বিপদে আমি যদি পড়তাম আর কি।’

‘না! পরিস্থিতি তাতে আরও খারাপের দিকে মোড় নেবে, মি. পাওলা। মি. এঞ্জিনিয়ার, যিনি কাজটা করেছেন, কোন অবস্থাতেই এই দু’জনের কোন রকম ক্ষতি যেন না করেন। এটা তার প্রতি আমার আকুল আহ্বান। নিরেট সৎ উপদেশ। ওদেরকে তাঁর বহাল তবিয়তে ছেড়ে দিতে হবে।’

‘ঠিক আছে…শুনুন, মি. জামবুরি। আমার স্বার্থে ও মি. এঞ্জিনিয়ারের স্বার্থে আপনি এত মাথা ঘামাচ্ছেন, সেজন্যে আপনার প্রশংসা করতে হয়। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা বা যোগাযোগ হলে আপনি কি বলেছেন তাকে জানাব…’

‘মি. পাওলা। ওই এঞ্জিনিয়ার কি আপনি?’

‘আরে! এ-সব কি? এটা তো কোন রীতি হলো না…’

‘শুনুন, মি. পাওলা। ও-সব রীতি বা কৌশল বাদ দিতে হবে–সময় নেই। ওরা দু’জন যদি আপনার হাতে থাকে, তা হলে আপনি ডিনামাইটের ওপর বসে আছেন। মাসুদ রানাকে একমাত্র শত্রু বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? একা আপনাকে নিয়ে মাফিয়া নয়। অন্যান্য ডনরা মি. এঞ্জিনিয়ারকে খুঁজছে, পেলে ছিঁড়ে ফেলবে। শ্রদ্ধেয় বিনো সিক্সটিনাইন এরই মধ্যে তার টর্পেডো ক্রুদের রাস্তায় নামিয়েছেন, শহর চষে বেড়াচ্ছে তারা। এ-ও শুনতে পাচ্ছি, নিউ ইয়র্কের বড় কর্তারা সারারাত ধরে মীটিং করছেন। আগুনের বহর দেখে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছেন তাঁরা। কাজেই, এখন আর কোন রাখ-ঢাক করার সময় নেই।’

গোল পাকানো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে ডন পাওলা। ‘আমাকে তাহলে কি করার পরামর্শ দেন আপনি?’

‘ওরা আপনার হাতে, মি. পাওলা?’

টিভির স্ক্রীনে নিজের বিধ্বস্ত হার্ডসাইট জ্বলতে দেখছে পুব ও মধ্য বোস্টনের সম্রাট ডোমেনিকান পাওলা। বুকে ব্যথা অনুভব করল সে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘হ্যাঁ।’

‘কোথায়?’

‘কোথায় তা আপনার জানার দরকার নেই। ওদেরকে আমি নিরাপদ জায়গায় রেখেছি। এখন আমি শুধু জানতে চাই, ওদেরকে নিয়ে কি করব।’

কথার মারপ্যাঁচে ওস্তাদ উকিল অভয়দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো, গলায় কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট। 'আপনার হয়ে গোটা ব্যাপারটা আমাকে সামলাতে দিন, মি. পাওলা। কোথায় আমাদের দেখা হতে পারে বলুন।'

'আমি আমার প্রধান ঘাঁটি চেলসিতে, মি. জামবুরি,' অনিশ্চিত সুরে জবাব দিল ডন পাওলা। 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার হয়ে আপনি কেন সামাল দিতে চাইছেন? আমার বিপদ শেয়ার করে আপনার কি লাভ?'

'বিপদ আমাদের সবার, মি. পাওলা। উন্মাদটার হাত থেকে নিজেদেরকে আমি রক্ষা করতে চাই, এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। তাছাড়া, এ-ধরনের সঙ্কট কিভাবে সামলাতে হয় আমার জানা আছে। এখন বলুন, কোথায় আমরা দেখা করছি? মানে, জানতে চাইছি, কোথায় গেলে পাব ওদেরকে?'

'আপনি একা আসবেন?'

'মি. পাওলা, আমাকে আপনি অবিশ্বাস করছেন? ওহ্, গড...'

'আমি বুঝব কিভাবে আপনি কাউকে সঙ্গে করে আনবেন না?'

'ওমের্তার শপথ, মি. পাওলা! ওহ্, গড! একটু মাথা খাটান, প্লীজ! আপনি এরই মধ্যে স্বীকার গেছেন যে ওরা আপনার কাছে আছে। আমার কোন কুমতলব থাকলে তারপরও একটা সমঝোতায় পৌঁছুতে চাইছি কেন? কেন আয়োজনের ঝামেলায় যেতে চাইছি?'

খানিক চিন্তা করে ডন পাওলা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জানেন আমার বোট কোথায় রাখি আমি?'

উত্তেজনায় কেঁপে গেল অ্যাটর্নির গলা, 'হ্যাঁ, রকপোর্ট-এর ওদিকে। ওদেরকে ওখানে রেখেছেন?'

'কাছাকাছি। শুনুন। দেড় ঘণ্টা পর, রাত চারটের সময় রেড

ওঅর্ফ-এ দেখা করুন আমার সঙ্গে। সম্ভব?'

'হ্যাঁ, সম্ভব। রকপোর্টের রেড ওঅর্ফে, ভোর চারটের সময়।'

'হ্যাঁ। আপনি একা আসবেন।'

'মি. পাওলা, এই পরিস্থিতিতে একা বেরুনো স্বাস্থ্যকর নয়।'

'হ্যাঁ, তা নয়...ঠিক আছে, এক কি দু'জন দেহরক্ষী নিতে পারেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। কি বলছি আশা করি বুঝতে পারছেন।'

'ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব আমি।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভারটা ধীরে ধীরে ক্রেডলে নামিয়ে রেখে ক্যাপোরিজিমি রিকো সাফারির দিকে তাকাল ডন ডোমেনিকান পাওলা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে কনসিলিয়রি হেরোন প্লীয়াকে বলল, 'আমি বোধহয় একটা গাধা।'

হেরোন প্লীয়া মাথা নাড়ল। 'একমত হতে পারলাম না, বস্। স্কলারিয়ো জামবুরি আমাদের সঙ্গে কোন ছল-চাতুরি করেছেন, এমন কোন রেকর্ড নেই। ঠিক কি চাইছেন উনি?'

'বলছে, পরিস্থিতি শান্ত করার দায়িত্ব নিতে চায়। অন্যান্য ডনেরা খেপে উঠেছে। শ্রদ্ধেয় বিনো সিক্সটিনাইন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এসব আমি জানি, নতুন করে না শোনালেও তো চলত।'

'শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইন কার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন? কাজটা তার নির্দেশেই করেছি আমরা।'

'জামবুরির তথ্যে ভুল আছে,' বলল ডন পাওলা। 'তোমার জানার মধ্যেও ভুল আছে, হেরোন। সরাসরি কোন নির্দেশ আমরা কারও কাছ থেকেই পাইনি। সবার কাছে একটা উপকার চাওয়া হয়েছিল, আমরাই সবার আগে তৎপর হয়ে উপকারটা করি। কিন্তু এখন যখন ফেঁসে গেছি, যিনি উপকারটা চেয়েছিলেন তিনি

আমাদেরকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবেন কিনা, বলা কঠিন।'

'এখন তাহলে আমরা কি করব?'

'কি আবার করব! কিডন্যাপিং সাংঘাতিক একটা ক্রাইম। কেঁচে গেলে কোন প্রমাণ রাখতে নেই। লাশ গায়েব করার জন্যে নিকো সাফারিকে পাঠাও।'

সাফারি তার বসকে স্যালুট করল।

হেরোন প্লীয়া বলল, 'তার আগে শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা উচিত না?'

'পরামর্শ করার সময় পাওয়া যাবে। তার আগে হেইটিকে ফোন করো তুমি। নিকোকেও পাঠিয়ে দাও।' কামরার ভেতর পায়চারি শুরু করল ডোমেনিকান পাওলা। 'মনে থাকে যেন, সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলতে হবে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকাল জামবুরি। 'অনেক দূরের পথ, চলুন এখুনি বেরিয়ে পড়ি।'

এক্সটেনশন ফোনের রিসিভারটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে মাথা নাড়ল রানা। 'ডন পাওলাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'কেন?'

'লোকটা নিজের অপরাধ স্বীকার তো করলই, স্বাতী আর তুহিনকে খুব সহজেই ছেড়ে দিতেও রাজি হয়ে গেল। তোমার ভয় দেখানোতে কাজ হয়েছে, এটা মেনে নিতে পারছি না। নিশ্চয়ই তার অন্য কোন মতলব আছে।'

'অপরাধ স্বীকার করার পর ওদের কোন ক্ষতি করলে তার পরিণতি কি হবে, ভেবে দেখবেন না মি. পাওলা?'

রানা চিন্তিত। 'সে কারও সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করল না।'

'কার সঙ্গে পরামর্শ করবে?' সাবধানে জিজ্ঞেস করল

জামবুরি।

‘আগে বলো, তার স্বার্থটা কি ছিল? স্বাতী আর তুহিনকে কেন সে কিডন্যাপ করল?’

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জামবুরি। ‘কারও মনের গোপন কথা আমি কিভাবে জানব!’

‘এই কিডন্যাপিঙে আমি তার কোন স্বার্থ দেখছি না,’ বলল রানা। ‘সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হয় সে কারও অনুরোধে কাজটা করেছে। কে সে?’

একটা ঢোক গিলে আবার কাঁধ ঝাঁকাল জামবুরি। কথা বলছে না।

‘আমরা হয়তো রকপোর্টে গিয়ে ওদের লাশ দেখতে পাব,’ বলল রানা। ‘সেক্ষেত্রে আজ রাতে আমার হাতে তোমাকেই প্রথম মারা যেতে হবে।’

আরেকটা ঢোক গিলল জামবুরি। ‘ঝুঁকিটা নিতে রাজি আছি আমি। আমার বিশ্বাস, ডন পাওলা আমার সঙ্গে প্রতারণা করবেন না।’

‘তাকে বা তোমাকে, কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। এ প্রসঙ্গ থাক। আমি স্বাতী আর তুহিনের কথা ভাবছি। ওদেরকে বাঁচাবার উপায় কি?’

‘আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, স্যার!’

রানা জানতে চাইল, ‘ডন পাওলার ওপর কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি, জামবুরি?’

‘প্রভাব মানে?’

‘কার কথা সে ফেলতে পারবে না? কাকে সে ভয় পায়?’

জামবুরি ঘামছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ‘আমার জানা নেই।’

'বিনো সিক্সটিনাইন কে, জামবুরি? তার আসল পরিচয় তুমি জানো।'

'অসম্ভব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠে প্রতিবাদ জানাল জামবুরি। 'আপনি শুধু শুধু আমাকে টরচার করছেন! আমি কেন, সিক্সটিনাইনের আসল পরিচয় কেউ জানে না।'

'তাকে ফোন করো, জামবুরি,' বলল রানা, তার কথা কানে তুলছে না। 'তার নম্বর তোমার মুখস্থ।'

'আপনি আমার ওপর জুলুম করছেন, স্যার!' জামবুরির চোখে করুণ মিনতি। 'যীশুর কিরে, মেরির কিরে, আমার বাল-বাচ্চার কিরে, সিক্সটিনাইন সম্পর্কে কিছুই আমার জানা নেই।'

'এক মিনিট সময় দিলাম। তাকে তুমি ফোন করো। না করলে...রকপোর্টে আমি একাই যাব।'

'একা যাবেন মানে?'

'স্বাতী আর তুহিনের লাশ রকপোর্টে পড়ে থাকবে, আর আমি এখানে তোমার সঙ্গে গল্প করব?' মাথা নাড়ল রানা। 'আমি ওদের লাশ আনতে যাব এখানে তোমার লাশ রেখে।'

'কেন ভাবছেন ডন পাওলা ওদেরকে খুন করবেন?'

'আমার ইন্সটিঙ্কট বলছে।'

'আপনি...'

'তুমি ফোন করবে, কি করবে না?' হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আর দশ সেকেন্ড সময় আছে।'

কুঁজো হয়ে গেল জামবুরির পিঠ। হাত তুলে চোখ রগড়াল সে, মাথার চুলে আঙুল চালাল। 'ঠিক আছে, করছি। তবে একটা শর্ত আছে।'

'শর্ত?'

'আমি ডায়াল করছি, আপনি পিছন ফিরে দাঁড়ান,' বলল

জামবুরি। 'তা না হলে আমি ডায়াল করব না।'

রানা চিন্তা করছে।

'আমি মরতে রাজি আছি—এখুনি, এখানে—তবু নম্বরটা আপনাকে জানাতে পারব না।'

'ঠিক আছে,' চেয়ার ছেড়ে বলল রানা। 'করুন ফোন। সিক্সটিনাইনকে বলুন, সে যেন ডন পাওলাকে নিষেধ করে দেয়—স্বাতী আর তুহিনের কোন ক্ষতি করা চলবে না।'

'একটা কথা। আমার অনুরোধ সিক্সটিনাইন রক্ষা করবেন কেন? সিক্সটিনাইনের কথা ডন পাওলাই বা মানবেন কেন?'

'এইজন্যে যে, আমার ধারণা, সিক্সটিনাইনের কথাতেই ওদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। মীটিংটার কথা আমি জানি, জামবুরি। যে মীটিঙে সিক্সটিনাইন সভাপতিত্ব করেছিল।'

চোখের পাতা কেঁপে উঠল জামবুরির। তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি পিছন ফিরুন, আমি ডায়াল করে দেখছি তাঁকে পাওয়া যায় কিনা।'

ডায়াল করার শব্দ পেল রানা। অপরপ্রান্তে কে রিসিভার তুলেছে, জামবুরির কথা শুনে তা বোঝা গেল না। সে কারও নাম বা সম্বোধনসূচক কোন শব্দ উচ্চারণ করছে না। তবে বোঝা গেল এই নম্বরে বিনো সিক্সটিনাইনকে পায়নি। অপর প্রান্তে যে-ই থাকুক, জামবুরির প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল সিক্সটিনাইন এই মুহূর্তে কোথাও জরুরী একটা মীটিঙে বসেছে। না, মীটিংটা কোথায় হচ্ছে বা সেখানকার ফোন নম্বর জানানো সম্ভব নয়। এরপর জামবুরি জিজ্ঞেস করল, সে যদি কোন মেসেজ দেয়, সেটা কি এখুনি সিক্সটিনাইনের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব? অপরপ্রান্ত থেকে জবাব এল, সম্ভব। তখন মেসেজটা দিল জামবুরি। 'বসকে দয়া করে এখুনি আপনি জানান, আমার পরামর্শে মি. ডোমেনিকান

পাওলা রানা এজেন্সির এজেন্ট দু'জনকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। তাকে আরও বলবেন, সবার নিরাপত্তা ও স্বার্থের কথা ভেবেই এই পরামর্শ দিয়েছি আমি। শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইন দয়া করে যেন এখুনি মি. পাওলার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে দেন, রানা এজেন্সির এজেন্টদের কোন ক্ষতি করা যাবে না।'

পাঁচ

বুইকটা পুরানো, তবে এঞ্জিনটা নতুন। শেষরাতের নির্জন রাস্তা ধরে গাড়িটাকে রানা যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। পাশের সীটে কুঁকড়ে ছোট হয়ে বসে আছে অ্যাটর্নি স্কলারিয়ো জামবুরি, চুপচাপ। শুধু মাঝেমধ্যে বলে দিচ্ছে কোথায় বাঁক ঘুরতে হবে। রওনা হবার পর আধ ঘণ্টা জেরা করে অনেক প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছে রানা, তারপর থেকে ডুবে আছে নিজের চিন্তায়।

কালো সুটের ওপর হালকা একটা টপকোট পরেছে রানা, হ্যাটটা কাত হয়ে কপাল ঢেকে রেখেছে। চোখ দুটো টিনটেড গ্লাসে ঢাকা।

রানার শোল্ডার হোলস্টারে ছোট সংস্করণের একটা মেশিন পিস্তল আছে। রিভলভারটা গুঁজে রেখেছে কোমরে, বেল্টের নিচে। কোটের দুই পকেটে একজোড়া গ্রেনেডও নিয়ে এসেছে। বুইকের কমপার্টমেন্টে লুকানো আছে একটা বাজুকা আর প্রচুর পরিমাণে জেলিগনাইট।

হাইওয়ে একশো আটাশ হয়ে গ্লস্টারে পৌঁছায় বুইক, এখন রুট একশো সাতাশ ধরে রকপোর্ট-এর দিকে ছুটছে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডে গাড়ি ছুটিয়েছে রানা, ফলে

সময়ের আগে পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। গোটা আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। চাঁদ-তারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

তিনটে চল্লিশ মিনিটে ফিশিং ভিলেজটায় পৌঁছুল বুইক। জেলেরা সবাই ঘুমাচ্ছে, ডক স্কয়ারে কোন লোকজন বা যানবাহন নেই। অনেক লাইটপোস্টেই আলো জ্বলছে না, রাস্তাটা প্রায় অন্ধকার। মেইন কোস্টাল রোড, গ্র্যানিট স্ট্রীটে চলে এল রানা। জেলে পাড়ার উত্তর দিকে পৌঁছে বাঁক ঘুরল, দু'পাশে সারি সারি বিলাস বহুল মোটেল। বেড়ানোর মরশুম শেষ হয়ে গেছে, মোটেলগুলো বন্ধ। তারপর পরিচ্ছন্ন একটা পাড়া পড়ল, এখানে শুধু আর্টিস্টরা থাকে। ওই পাড়া হয়ে আবার জেলেদের গ্রামে ফিরে এল বুইক। গোটা এলাকার ওপর চোখ বুলানো শেষ করে রেড ওঅর্ফ-এ চলে এল রানা।

চারটে বাজতে আর দশ মিনিট বাকি।

অ্যাটর্নি জামবুরি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, 'মি. রানা, আমি একটা সিগার ধরাতে পারি?'

রানা বলল, 'ধরান। আপনি আপনার স্বাভাবিক আচরণ করুন।'

সিগার ধরাল জামবুরি। তার হাতের কাঁপন দেখেও না দেখার ভান করল রানা।

চারটে পাঁচ। জামবুরি বলল, 'রেড ওঅর্ফে অপেক্ষা না করে, আমাদের বোধহয় জেলেদের গ্রামে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। চৌরাস্তায়। ওরা হয়তো ওখানেই আমাদের জন্যে...'

'গত পঁচিশ মিনিট এলাকায় কোন গাড়ি আসেনি,' বলল রানা।

'এমনও তো হতে পারে যে ওরা আমাদের আগে এসেছে,' বলল জামবুরি। 'স্বভাবতই ওরাও নিজেদের নিরাপত্তার কথা

ভাবছে, তাই না? গাড়ি নিয়ে এখানে এলে, পিছু হটার বা পালাবার সুযোগ কম পাবে, তাই হয়তো চৌরাস্তায় অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

যুক্তিটা নিঃশব্দে মেনে নিল রানা। বুইক ছাড়ল আবার, গ্রামে ঢুকে চৌরাস্তায় চলে এল। হাইওয়ের দিকে মুখ করে থামাল গাড়ি। হেডলাইট জ্বলছে, এঞ্জিনও সচল। 'ঈশ্বরকে ডাকো, কাউন্সিলর।'

চারটে দশ। গাড়ির ভেতরটা ঠাণ্ডা। নিভে যাওয়া সিগারটা আবার ধরাল জামবুরি, লাইটারের আলোয় দেখা গেল দরদর করে ঘামছে সে। রানা তাকে লক্ষ করছে দেখে বলল, 'বেজন্মাটা না এলে আমাকে অপানি দায়ী করতে পারেন না।'

রানার কিছু বলা হলো না, জেলেদের গ্রামের ভেতরই কোথাও থেকে গর্জে উঠল একটা শক্তিশালী এঞ্জিন। ওদের সামনে একটা গলিমুখ আলোকিত হয়ে উঠল।

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল জামবুরি। 'দেখলেন তো, ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল! ওই আসছে!'

সত্যি আসছে বটে। তবে বড় বেশি দ্রুত বেগে।

জানালার কাঁচ নামিয়ে মেশিন পিস্তলের ব্যারেলটা বাইরে বের করল রানা। গলিমুখ ত্রিশ গজ দূরে। একজোড়া হেডলাইট বেরিয়ে এল পাকা রাস্তায়। বাঁক ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। হেডলাইটের আলো সরাসরি বুইকের উইন্ডস্ক্রীনে পড়ছে। সুইচ টিপে বার কয়েক নিজের হেডলাইট অন-অফ করল রানা, সংকেত দিয়ে জানাল ওরা অপেক্ষা করছে।

চোখে সরাসরি হেডলাইটের আলো পড়ায় স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবে গাড়ির দরজা খোলার শব্দ পেল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর আবার একটা শব্দ, এবার বন্ধ করার। 'নাও, সামলাও

এবার!' কে যেন চিৎকার করে বলল। ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছু হটল গাড়ি, বাঁক ঘুরে হাইওয়ের দিকে চলে যাচ্ছে ফুল স্পীডে।

মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, ওর হৃৎপিণ্ড থেমে গেছে। সামলাতে বলার তাৎপর্য আন্দাজ করতে পেরে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর। আক্রোশ বা ক্রোধ নয়, কয়েক মুহূর্ত ওকে অবশ করে রাখল হিম একটা ভয়, এবং তীব্র একটা শোক।

ত্রিশ গজ সামনে, রাস্তার পাশে, বস্তার মত কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। বস্তাটা নড়ছে না। বুইক ছেড়ে দিল রানা, হেডলাইট তাক করল সরাসরি বস্তাটার ওপর। ওটা ফুলে আছে। কিন্তু নড়ছে না। দরজা খুলে নামল রানা। ক্লান্ত পায়ে কাছ থেকে পরীক্ষা করার জন্যে এগোল।

বস্তা থেকে পচা সামুদ্রিক প্রাণী আর শ্যাওলার গন্ধ বেরুচ্ছে। ভেতরে কম্বলে মোড়া কি যেন।

কি দেখতে পাবে জানে রানা। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে কম্বল সরিয়ে দেখতে হবে ওকে। আপনমনে বিড়বিড় করল, 'তোমাকে এখন পাষাণ হতে হবে।' কম্বল সরিয়ে তাকাল ও।

যা দেখল, পাগল হবার জন্যে যথেষ্ট।

শ্যামলা এক তরুণের মুণ্ডুহীন ধড়।

শুধু মাথা নয়, দুই হাত আর দুই পাও নেই।

খুব বেশি রক্ত দেখা যাচ্ছে না, কারণটা সম্ভবত অঙ্গবিচ্ছেদ করার পদ্ধতি। রক্ত ও মাংস পোড়া গন্ধ থেকে পদ্ধতিটা কি ছিল আন্দাজ করা যায়। দ্বিখণ্ডিত গলা, গোড়ালি আর কব্জির ক্ষত কালো হয়ে আছে, ভেতরের হাড় পুড়ে গেছে, সেদ্ধ হয়ে গেছে আশপাশের মাংস। পাষণ্ডরা কাটিংটর্চ-এর সাহায্যে অঙ্গবিচ্ছেদ করেছে।

লাশটার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরেকটা লাশ। সেটারও ওই

একই অবস্থা।

দ্বিতীয় লাশ একটা তরুণীর। তার আরও বেশি অমর্যাদা করা হয়েছে। স্তন দুটো দীর্ঘক্ষণ পুড়িয়ে কয়লা করে ফেলা হয়েছে। নাভিমূল থেকে বুক পর্যন্ত আগুনের শিখা দিয়ে অশ্লীল শব্দ লেখা হয়েছে।

ঘামে ভিজে গেছে রানার মুখ। ঝট্ করে পিছন ফিরে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল, তারপর ধীর পায়ে চলে এল গাড়ির কাছে। অ্যাটর্নির ঘাড় ধরে টেনে নামাল ও। 'কি চুক্তি করেছ দেখো এসে।'

লাশগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল জামবুরি। 'স্যার! এর জন্যে আপনি আমাকে দায়ী করতে পারেন না! জানি আপনার মাথায় খুন চড়ে গেছে...'

'ভয় নেই, তোমার ব্যবস্থা পরে করব আমি,' বলল রানা। 'লাশ দুটোর কাছে থাকো। তোমার পকেটে মোবাইল ফোন আছে, পুলিসকে ডাকবে তুমি এখন। মর্গেও লাশের সঙ্গে থাকবে তুমি।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল ও।

অ্যাটর্নি চেঁচিয়ে উঠল, 'প্লীজ, এখানে আমাকে ফেলে যাবেন না! ওরা আমাকে...'

তার কথায় কান না দিয়ে বুইক ছেড়ে দিল রানা। খুনীদের নিয়ে গাড়িটা এখনও বেশি দূর যেতে পারেনি, ওটাকে ওর ধরতে হবে। সারা শরীরে আগুন জ্বলছে, এই খুনের বদলা নিতে না পারলে সে আগুন নিভবে না।

হাইওয়েতে উঠে বুইকের স্পীড আশি, তারপর নব্বুইতে তুলল রানা। নির্জন রাস্তায় কোন গাড়ির টেইল লাইট দেখা যাচ্ছে না।

খুনীরা গাড়ি নিয়ে রাস্তার ধারে, জঙ্গলে ঢুকছে। তারা জানে

মাসুদ রানা তাদের পিছু নেবে। বুইকটাকে তীরবেগে ছুটে যেতে দেখে পরস্পরের গা টিপে হাসাহাসি করল তারা। আরও দশ মিনিট পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে উল্টোদিকে রওনা হলো। বসের নির্দেশে বোস্টন ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এখানকার পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসবে।

আধ ঘণ্টা ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদের পাশে থামল রানা। খুনীদের গাড়ি ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে অন্য কোন দিকে চলে গেছে, এখন আর সেটাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। শরীর ও মন এখনও অবশ হয়ে আছে ওর, তবে মাথাটা ঠিকমতই কাজ করছে।

ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। তবে সব রকম আয়োজন করা আছে, প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা এজেন্সির এজেন্টরা, দিনের আলো ফোটার আগেই পাল্টা আঘাত হানতে পারবে তারা।

ফোন বুদে ঢুকে সেফ-হাউসের নম্বরে ডায়াল করল রানা। অপরপ্রান্তে কেউ একজন রিসিভার তুলল। 'মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ। ডোমেনিকান পাওলার সবগুলো নাইটক্লাব, দুটো পুল হল, তিনটে ক্যাফে, দুটো ব্রথেল, একটা সিন্ডিকেট ব্যাংক, আর তার চেলসির আস্তানা। রিপিট করো।'

'ডোমেনিকান পাওলার সবগুলো নাইটক্লাব, দুটো পুল হল, তিনটে ক্যাফে, দুটো ব্রথেল, একটা সিন্ডিকেট ব্যাংক, আর তার চেলসির আস্তানা।'

'গুড,' বলে রিসিভার রেখে দিল রানা।

গভর্নর হাউসে সকাল ছ'টায় জরুরী মীটিং বসেছে। পুলিস চীফ ডানকান ওয়েদারবাই তাঁর ছ'জন ইন্সপেক্টরকে নিয়ে উপস্থিত

হয়েছেন। এফবিআই-এর বোস্টন প্রধান বিলফোর্ড কাইল একাই এসেছেন। শহরবাসীর পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত আছেন বোস্টনের মেয়র জেফার্স মারফি। সভাপতিত্ব করছেন গভর্নর হার্ভে ময়নিহান।

ডানকান ওয়েদারবাই শহরের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পড়ে শোনালেন। প্রথমেই তিনি মাফিয়া ডন ডোমেনিকান পাওলার চেলসির পাঁচ মিলিয়ন ডলার দামের বসতবাটি বোমা মেরে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার খবরটা পড়লেন। সব মিলিয়ে পাওলার ক্ষতির পরিমাণ ত্রিশ থেকে বত্রিশ মিলিয়ন ডলার। তার প্রায় অর্ধেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সবশেষে ওয়েদারবাই জানালেন, 'আরও ক্ষতি হত, বিশেষ করে অন্যান্য মালিকদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের। কিন্তু সে-সব জায়গায় পুলিস আর এফবিআই এজেন্টদের কড়া পাহারা থাকায় প্রতিপক্ষ সুবিধে করতে পারেনি।'

'এই প্রতিপক্ষ কাকে বলা হচ্ছে?' জানতে চাইলেন গভর্নর। 'আমরা তার পরিচয় বা নাম জানতে পারছি না কেন?'

ইন্সপেক্টরদের মধ্যে ম্যাট রুলিংও আছে। পুলিস চীফের ইঙ্গিতে সেই মুখ খুলল, 'নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও, অনেকের ধারণা বিনো সিক্সটিনাইন নামে পরিচিত একজন মাফিয়া ডন আরও এলাকা দখল করার জন্যে হামলাগুলো চালাচ্ছে, স্যার। এই বিনো সিক্সটিনাইনের আসল পরিচয় কেউ জানে না, তবে জোর গুজব যে সে সরকারী প্রশাসনের বড় কোন কর্মকর্তাই হবে। যদি অভয় দেন তাহলে বলি, এমন কি সন্দেহের তালিকায় আপনার নামটাও আছে, স্যার।'

এত উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার মধ্যেও হেসে ফেললেন গভর্নর হার্ভে ময়নিহান। 'আচ্ছা, তাই নাকি! গোপন পরিচয়টা যখন ফাঁস

হয়েই গেল, এখন থেকে আপনারা সবাই আমাকে আরেকটু বেশি সমীহ করবেন বলে আশা করি, সেই সঙ্গে আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করবেন। তা না হলে একজন মাফিয়া ডন হিসেবে আপনাদের আমি কি ক্ষতি করতে পারি কল্পনা করে নিন।' যেন একটা সুইচ টিপে মুখের হাসি নিভিয়ে ফেললেন। 'তামাশা অনেক হয়েছে। সিক্সটিনাইনের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এটা নয়। আমি নিরেট তথ্য চাই। কে এই প্রতিপক্ষ?'

ম্যাট রুলিংই আবার মুখ খুলল। 'আরেকটা গুজব, মাফিয়ারা রানা এজেন্সির দু'জন এজেন্টকে কিডন্যাপ করায় স্বয়ং মাসুদ রানা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছে।'

গভর্নর পাইপ ধরাতে গিয়ে থেমে গেলেন। 'এরকম একটা কথা আমার কানেও এসেছে। বোস্টনের জঞ্জাল সাফ হচ্ছে, এটা ঠিক। কিন্তু তাই বলে আমরা কাউকে আইন হাতে তুলে নিতে দিতে পারি না। আমি চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাসুদ রানাকে গ্রেফতার করা হোক। সেই সঙ্গে আরও চাই, মাফিয়া ডনদের প্রতিটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে আরও কড়া পুলিস পাহারা বসানো হোক। আপনারা অনুরোধ করলে আমি আর্মি পাঠাবার সুপারিশও করতে পারি।'

মেয়র জেফার্স মারফি বললেন, 'ব্যাপারটা একই সঙ্গে সাপের গালে চুমো আর ব্যাঙের গালে চুমো খাওয়ার মত হয়ে যাচ্ছে না? মাসুদ রানাকেও গ্রেফতার করা হবে, আবার মাফিয়াদেরও পাহারা দেয়া হবে, এটা কি রকম কথা?'

'মাফিয়াদের পাহারা দেয়া হবে মাসুদ রানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে,' বললেন গভর্নর। 'কড়া পাহারা দেখে ওদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না সে, ফলে মাফিয়াদের

হাতে ধরা পড়ার বা তাদের হাতে খুন হয়ে যাবার আশঙ্কা অনেক কমে যাবে তার। তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশও আমি দিচ্ছি ওই একই উদ্দেশ্যে—জেলখানাই এখন তার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।'

'সেক্ষেত্রে, তাকে আত্মসমর্পণ করতে বললে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করলেন মেয়র।

'স্বাতী আর তুহিনকে খুন করা হয়েছে, এ-কথা জানার পর তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন,' পুলিস চীফ ওয়েদারবাই বললেন। 'এখন আর তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলে কোন লাভ হবে না। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে গোটা বোস্টনে আগুন দেবেন তিনি।'

গভর্নর দুম করে ঘুসি মারলেন টেবিলে। 'সেক্ষেত্রে তাকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দিচ্ছি আমি!'

'না-না!' প্রতিবাদ করলেন পুলিস চীফ। 'গভর্নর, স্যার, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। রানা জানে বটে স্বাতী আর তুহিনকে খুন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে তা সত্যি নয়। মর্গে আমি নিজে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন এক্সপার্ট ছিলেন। তাঁরা লাশ দুটো পরীক্ষা করে চিনতে পেরেছেন। ওগুলো মিস স্বাতী বা মি. তুহিনের লাশ নয়।'

'তবে কার লাশ?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন মেয়র।

'মেয়েটার নাম তানজিন। কলগার্ল। কয়েক মাস থেকে নিখোঁজ ছিল সে। ছেলেটার পরিচয়ও পাওয়া গেছে। তার নাম গিয়াস ট্যাফোর্ড। মি. মার্লোন ট্যাফোর্ডের প্রথম স্ত্রীর ছেলে। তাকে কয়েক মাস হলো কিডন্যাপ করা হয়েছিল। মুক্তিপণও চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মি. মার্লোন ট্যাফোর্ড মুক্তিপণ দিতে রাজি হননি।'

'মি. রানাকে তাহলে এই খবরটা জানানোর ব্যবস্থা করতে হয়,' বললেন গভর্নর। 'খবরটা শুনে নিশ্চয়ই সে শান্ত হবে। সেই

সঙ্গে এ-কথাও তার কানে তোলা দরকার যে আত্মসমর্পণ করলে আমরা তাকে প্রোটেকশন দেব।'

'মীটিং শেষ করেই টিভিতে লোক পাঠাব আমি, খবরটা ওরা প্রচার করুক,' বললেন পুলিস চীফ। 'তবে প্রোটেকশন দেয়ার প্রস্তাবটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা বোধহয় উচিত হবে না।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।'

ম্যাট রুলিং বলল, 'কিন্তু স্বাতী আর তুহিনকে নিয়েই যখন এত কাণ্ড, ওদেরকে ফিরে না পেলে মাসুদ রানা কি শান্ত হবেন?'

'পুলিস আর এফবিআই কি করছে?' জিজ্ঞেস করলেন গভর্নর। 'ওরা কেন ওদেরকে খুঁজে বের করতে পারছে না? মাফিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমন পুলিস অফিসার কি নেই? তার বা তাদের মাধ্যমে মাফিয়া ডনদের কেন বলা হচ্ছে না ওদেরকে ছেড়ে না দিলে তাদের বিপদ আরও বাড়বে?'

পুলিস চীফ আড়চোখে একবার ম্যাট রুলিঙের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়েস, স্যার। আপনার অনুমতি পাবার পর এখন আমি সে-চেষ্টাও করে দেখব।'

দশ মিনিট পর মীটিং শেষ করে যে-যার কর্মস্থলে ফিরে গেল।

সারা রাত জেগে থাকলেও, বিশ্রাম নেয়ার কথা ভাবছে না রানা। বুইকটা আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কিং-এ রেখে পায়ে হেঁটে চলে এল একটা পাবলিক টয়লেটে। সঙ্গে ব্যাগ আছে, পরচুলা আর নকল গোঁফ লাগিয়ে যতটা সম্ভব পরিবর্তন আনল চেহারায়। কাপড় পাল্টে নতুন বিজনেস সুট পরল, বাদ দিল হ্যাটটা। ওখান থেকে বেরিয়ে রেন্ট-আ-কার থেকে নীল রঙের একটা মার্সিডিজ ভাড়া করল, গাড়ি নিয়ে ফিরে এল আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কে। বুইক থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো মার্সিডিজে তুলে রাস্তায় বেরুল

আবার। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে, হাঁটুর ওপর রাখা খোলা একটা নোটবুকে চোখ। এবার নতুন কৌশলে হামলা শুরু করবে ও।

ফোন বুদের পাশে মার্সিডিজ থামাল রানা। নোটবুকটা নিয়ে ভেতরে ঢুকে ডায়াল করল পুলিস হেডকোয়ার্টারে। ডিউটি ক্লার্ককে বলল, 'পুলিস চীফ মি. ওয়েদারবাইকে দাও। তাকে আমি গোপন কয়েকটা তথ্য দিতে চাই।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর ওয়েদারবাই লাইনে এলেন। 'কে বলছেন?'

'লাইনে নিশ্চয়ই রেকর্ডিং মেশিন ফিট করা আছে?' জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'তা আছে। আপনি কে বলছেন, প্লীজ?'

'কয়েকটা ঠিকানা দিচ্ছি। হানা দিলে হেরোইন, কোকেন আর মারিজুয়ানা পাবেন—প্রচুর পরিমাণে।' বিরতি না নিয়ে ঠিকানাগুলো নোটবুক দেখে পড়ে গেল রানা। পড়া শেষ হতেই যোগাযোগ কেটে দিল।

এফবিআই-এর বোস্টন চীফ বিলফোর্ড কাইলকেও ফোন করল রানা। তাঁকেও ঠিকানাগুলো জানিয়ে বলল, 'হানা দিলেই প্রচুর পরিমাণে হেরোইন, কোকেন আর মারিজুয়ানা পাবেন।'

'কিন্তু আপনি কে? এ-সব তথ্য পেলেন কোথায়?'

জবাব না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

সকাল সাতটার খানিক পর বোস্টন সিটি টেলি-কমিউনিকেশন বিল্ডিঙে ঢুকল রানা। রাতের ডিউটি শেষ করে বেশিরভাগ কর্মচারীই বাড়ি ফিরে গেছে। গোটা বিল্ডিং প্রায় ফাঁকা। ন'টা থেকে আবার সরগরম হয়ে উঠবে অফিস। ইনকোয়্যারি লেখা কাউন্টারে এসে সুপারভাইজারের খোঁজ করল ও। চোখে ঘুম নিয়ে লোকটা হাত তুলে একটা কামরা দেখিয়ে দিল।

দরজা খুলে কামরার ভেতর ঢুকল রানা। সুপারভাইজার চেয়ারে বসে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে র‍্যাকের দিকে এগোল ও। কয়েকটা ফাইল পরীক্ষা করল। সেগুলো আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করল দুই সেকেন্ড। তারপর এক সারি কমপিউটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

একটা কমপিউটরের সামনে বসে বেশ কিছুক্ষণ বোতাম টেপাটেপি করল রানা। কাল রাত ঠিক ক'টার সময় বিনো সিক্সটিনাইনকে ফোন করেছিল অ্যাটর্নি জামবুরি, মনে আছে ওর। কমপিউটরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেই মেমোরিতে তল্লাশী চালিয়ে ওকে জানিয়ে দিল কোন্ নম্বরে ফোনটা করেছিল অ্যাটর্নি।

নম্বরটা জানার পর সুপারভাইজারের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ফোন-গাইডের পাতা উল্টে নম্বরটা পাওয়া যায় কিনা খুঁজল কিছুক্ষণ। কিন্তু ফোন-গাইডে নামের বিপরীতে নম্বর ছাপা হয়, নম্বরের বিপরীতে নয়। নম্বর মিলিয়ে নাম পাওয়া সম্ভব, তবে তাতে অনেক সময় দরকার। আবার, এই নম্বর ও নাম ফোন গাইডে নাও থাকতে পারে।

আবার কমপিউটরের সামনে বসল রানা। নম্বরটা জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা কার নামে বরাদ্দ করা হয়েছে। কমপিউটর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জানাল, 'অ্যাকসেস ডিনায়েড।'

অগত্যা সুপারভাইজারের ঘুম ভাঙাতে হলো রানাকে। চোখ রগড়ে প্রথমেই সে জানতে চাইল, 'অনুমতি না নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন যে?'

'নক করার পর একটা আওয়াজ শুনলাম, ভাবলাম আপনি ডাকলেন,' বলল রানা। 'ভেতরে ঢুকে দেখি আপনি না, আপনার নাক ডাকছে। দুঃখিত।'

রানার দিকে কটমট করে তাকাল সুপারভাইজার। 'কি চাই

তাড়াতাড়ি বলুন। আমি বাড়ি যাব।'

'আমার কাছে একটা নম্বর আছে,' বলল রানা। 'নম্বরটা আমি ট্রেস করতে চাই।'

'নম্বরটা বলুন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনি শুধু ট্রেস করার পদ্ধতিটা বলে দিন। আমি কমপিউটর অপারেট করতে জানি। নম্বররটা বলা সম্ভব নয়।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল লোকটার। 'কে আপনি? পুলিস আর এফবিআই ছাড়া নম্বর ট্রেস করার অধিকার কারও নেই। অনেক ক্লায়েন্টের নিষেধ আছে, তাদের পরিচয় সর্বসাধারণকে জানানো যাবে না।'

'এ-সব আইন আর নিয়মের কথা আমি জানি,' বলল রানা। 'সেজন্যেই তো এটা নিয়ে এসেছি।' ওর হাতে রিভলভার দেখে হাঁ হয়ে গেল সুপারভাইজার। 'কমপিউটর বলছে, অ্যাকসেস ডিনায়েড। আপনি কোডটা বলে দিলে আমি নিজেই নম্বরটা কার নামে বরাদ্দ করা হয়েছে জেনে নিতে পারব।'

কোডটা উচ্চারণ করার সময় তোতলাতে শুরু করল সুপারভাইজার।

আবার কমপিউটরের সামনে বসল রানা। এবার নম্বর পেয়েই ক্লায়েন্টের নামটা জানিয়ে দিল কমপিউটর। 'ওহ, গড!' বিড়বিড় করল ও, চোখে অবিশ্বাস, তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে।

কামরা থেকে বেরুবার সময় সুপারভাইজারকে বলল, আজকের দিনটা এই কমপিউটর আপনি ছোঁবেন না। আর, কেউ যেন না জানে আমি এখানে এসেছিলাম। আমি মাসুদ রানা, এ-কথাও কাউকে বলবেন না। বললে আমি জানতে পারব। সেক্ষেত্রে আবার আমাকে আসতে হবে—আপনার ব্যবস্থা করার জন্যে। ঠিক

আছে?'

'ন্‌না, ব-বলব না।' মাথা ঝাঁকাল সুপারভাইজার।

সকাল ন'টায় বন্ধু ম্যাট রুলিংকে ফোন করল রানা। 'খবরটা সত্যি?' জানতে চাইল ও। 'স্বাতী আর তুহিন সম্পর্কে?'

সশব্দে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল রুলিং। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ খবরটা তুমি পেয়েছ। হ্যাঁ, একশো ভাগ সত্যি, রানা। কিন্তু এই কাজ কি কারণে করল ওরা বুঝতে পারছি না।'

'আমি পারছি,' বলল রানা। 'স্বাতী আর তুহিনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। তোমার কথাই ঠিক, রুলিং, বিনো সিক্সটিনাইন আমাকে চায়।'

'বিনো সিক্সটিনাইন? তোমার ধারণা, সে-ই ওদেরকে কিডন্যাপ করেছে?'

'নিজে করেনি, আরেকজনকে দিয়ে করিয়েছে,' বলল রানা। 'একজন অ্যাটর্নির কথা বলেছিলে আমাকে তুমি, মনে আছে? সে আমাকে একটা সূত্র পাইয়ে দিয়েছে। সেই সূত্র ধরে বিনো সিক্সটিনাইনের পরিচয় আমি জেনে ফেলেছি। আধ ঘণ্টা আগে নিউ ইয়র্কে ফোন করেছিলাম, ওখানে আমার সোর্স আছে। তার কাছ থেকেই বাকি সব তথ্য পেলাম।'

রুলিং উত্তেজিত হয়ে পড়ল, রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল, 'কে, রানা? কে সিক্সটিনাইন?'

'তোমার বিপদ হতে পারে, তাই তার পরিচয় এখুনি তোমাকে দিচ্ছি না,' বলল রানা। 'তবে দু'একটা প্রশ্নের উত্তর যদি তোমার জানা থাকে, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে সে আসলে কে।'

'কি প্রশ্ন?'

'তুমি কি ডায়নামো ডিকানডিয়া নামটা কখনও শুনেছ?'

জিজ্ঞেস করল রানা। 'কিংবা রয় হেনেস?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রুলিং, 'কেন শুনব না। নিউ ইয়র্কের একজন ডন ছিল ডায়নামো ডিকানডিয়া। অনেকগুলো ছদ্মনাম ছিল তার, তার মধ্যে রয় হেনেস একটা। এক কি দেড় বছর আগের কথা, মেক্সিকোয় কি একটা অভিযানে গিয়ে মারা পড়ে, ডিটেইল্স্ জানি না। তার সঙ্গে বিনো সিক্সটিনাইনের কি সম্পর্ক, রানা?'

'ডায়নামো ডিকানডিয়ার মত তার ছেলেও ছদ্মনামের প্রতি খুব দুর্বল,' বলল রানা।

'সিক্সটিনাইন ডায়নামো ডিকানডিয়া ওরফে রয় হেনেসের ছেলে?'

'হ্যাঁ। আমার ওপর সিক্সটিনাইনের আক্রোশের কারণটাও তাহলে বলি। তার বাবা ডিকানডিয়া লন্ডনে আমার এক বন্ধু, মিগুয়েল বয়কটকে খুন করে। বয়কটের কাছে মায়ান আমলের একটা সোনার ট্রে ছিল। সেই ট্রে নিয়ে ট্রেজার খুঁজতে মেক্সিকোয় গিয়েছিলাম আমি। ডিকানডিয়া আমার পিছু নেয়। এক সময় ট্রেজারের সন্ধান পাই আমি, কিন্তু ডিকানডিয়া আমাকে খুন করে সব কেড়ে নেয়ার চেষ্টা চালায়।'

'কিন্তু সে সফল হতে পারেনি, তোমার হাতে খুন হয়ে যায়?' জানতে চাইল রুলিং।

'হ্যাঁ। এখন বুঝতে পারছ তো, সিক্সটিনাইন কেন স্বাতী আর তুহিনকে কিডন্যাপ করিয়েছে? সে জানে ওদেরকে কিডন্যাপ করা হলে আমি উদ্ধার করতে আসব। তার টার্গেট আসলে মাসুদ রানা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় সে।'

'ডিকানডিয়ার ছেলে আছে, এই প্রথম শুনলাম আমি,' বলল রুলিং। 'এত গরম একটা খবর সে কিভাবে এতদিন গোপন করে রাখতে পারল?'

‘প্রশংসা ছেলের নয়, প্রাপ্য বাপের,’ বলল রানা। ‘ছেলেকে সে বোস্টন আর লন্ডনে লেখাপড়া শিখিয়েছে, ছেলের বাপ হিসেবে কোথাও নিজের নাম ব্যবহার করেনি। ডিকানডিয়ার পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল অরলিয়ো লা রোকো, কিন্তু এই নাম সে সিসিলি থেকে আমেরিকায় আসার কিছুদিন পরই পাল্টে ফেলে, সেই সঙ্গে স্ত্রী আর ছেলের নামও। ডিকানডিয়ার ছেলের নাম ছিল সিমন লা রোকো। কিন্তু এই নামে কেউ তাকে চেনে না, শুধু হয়তো তার স্ত্রী বাদে। তার আসল পরিচয় শুনলে তুমি মূর্ছা যাবে।’

‘ওহ্, গড! দোস্ত, তুমি আমাকে দগ্ধ করছ! প্লীজ, নামটা বলো–যে নামে লোকে তাকে চেনে।’

‘এখন নয়,’ নরম সুরে বলল রানা। ‘সময় হলে বলব। ভাল কথা, তোমার নিরাপত্তা নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি তো?’

‘এখনও না,’ বলল রুলিং। ‘লাশগুলো কাদের ছিল, শুনবে?’

আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। ‘কাদের?’

‘তানজিন নামে এক মেয়ের। মেয়েটা কলগার্ল ছিল। পুলিসের একজন ইনফর্মার বলছে, হেরোইন বিক্রি করতে অস্বীকার করায় রাস্তা থেকে কিডন্যাপ করা হয় তাকে।’

‘নিশ্চয়ই সিক্সটিনাইনের এলাকা থেকে।’

‘হ্যাঁ। আর ছেলেটার নাম গিয়াস ট্যাফোর্ড, বিখ্যাত শিল্পপতি মার্লোন ট্যাফোর্ড-এর প্রথম স্ত্রীর সন্তান। ছেলেটা বোবা ছিল, রানা।’

‘তাকেও নিশ্চয়ই সিক্সটিনাইন কিডন্যাপ করেছিল।’

‘সম্ভবত, ঠিক জানি না।’ একটু থেমে রুলিং আবার বলল, ‘অপ্রাসঙ্গিক কিনা বুঝতে পারছি না, তবে একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে–ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্নরের সঙ্গে চরম মতবিরোধ চলছে মার্লোন ট্যাফোর্ডের।’

‘তোমার আন্দাজে ছোঁড়া ঢিল যদি ঠিক জায়গাতে লাগেও,’ বলল রানা, ‘এই মুহূর্তে আমি কোন মন্তব্য করতে রাজি নই।’

‘বুঝতে পারছি, এবার তুমি যোগাযোগ কেটে দেবে। শোনো, বন্ধু, এক ঘণ্টা পরপর ফোন করো আমাকে, ঠিক আছে?’

‘চেষ্টা করব,’ বলে রিসিভার রেখে দিল রানা।

ভৌগোলিক অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক দূরে বোস্টন সিটি। তবে ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক অর্থে জাতিসত্তার উন্মেষ, অর্থাৎ ‘আমেরিকান ড্রীম’-এর অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল এই বোস্টনেই। উত্তর আমেরিকার উত্তরপুব প্রান্তে অভিবাসীদের বসতি স্থাপনে সাফল্যই স্বাধীনতার মশাল প্রজ্জ্বলিত করে, যে মশালের আগুন গ্রাস করে গোটা একটা মহাদেশকে, বদলে দেয় দুনিয়ার মানচিত্র, পরিবর্তন আনে সভ্যতার ইতিহাসে।

ঠিক সেরকম, ‘বোস্টন কমোন’ শহরের কেন্দ্রবিন্দু না হলেও ‘স্বাধীনতার সূতিকাগার’ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে আমেরিকার এই প্রাচীনতম পার্ক-এর কথা তুলতেই হবে।

ব্রিটিশ সৈন্যরা এখানে তাঁবু ফেলেছিল। পুরো একশো বছরও হয়নি, সিভিল ওঅর চলার সময় এই একই মাঠে কনফেডারেট সৈনিকদের তাঁবু পড়ে। জলদস্যুদের এখানে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে, ঝোলানো হয়েছে ‘ডাইনী’দের।

কমোন-এর সরাসরি উত্তরে বীকন হিল। পশ্চিমে ভিক্টোরিয়ান বোস্টন দুর্গ আর বিখ্যাত ব্যাক বে। উত্তর-পুবে আলো ঝলমলে নতুন ‘গভর্নমেন্ট সেন্টার’, দুশো একর নিয়ে বিশাল এক কমপ্লেক্স—অত্যাধুনিক বিল্ডিং প্লাজা আর শপিং মল-এর ছড়াছড়ি।

বোস্টন কমোন থেকে বাঁক ঘুরে পশ্চিম দিকে চলে এল রানা, কমনওয়েলথ অ্যাভিনিউ হয়ে ব্যাক বে-তে পৌঁছুল। ব্যাক বের

বিশাল জায়গা জুড়ে বহু কাল আগে থেকেই অভিজাত আমেরিকানদের বসবাস। প্রাচীন বেশির ভাগ ভবন এখন রুমিং হাউস বা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙে রূপান্তর করা হয়েছে, কিছু ভবন ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বংশ পরম্পরায় এখনও এখানে বাস করছে বহু অভিজাত পরিবার, তারা তাদের প্রাচীন ভবনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে দেয়নি। তাদের মধ্যে কিছু পরিবার নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে ঐতিহ্যপ্রিয় ক্রেতার কাছে। এই রকম একটা বিক্রি হওয়া বাড়িই খুঁজছে রানা।

বাড়িটাকে ঘিরে প্রচুর পুলিস ও সিকিউরিটি গার্ড থাকার কথা। ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ি খুঁজে পেলেও, তাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে মনে মনে বিস্মিত হলো রানা। বিশাল ফটকটা দূর থেকেই বন্ধ দেখতে পেল ও। তবে আরেকটু কাছাকাছি পৌঁছুতে আপনাআপনি খুলে গেল সেটা। গার্ডরুমে কোন লোকজন নেই, ভবনের ভেতর থেকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফটক খুলে দেয়া হয়েছে—আন্দাজ করল রানা। ফটক খোলা পেয়ে গাড়ি নিয়ে সরাসরি ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। এলাকায় রানা এজেন্সির লোকজন আগেই পজিশন নিয়েছে, রানার কাছ থেকে সঙ্কেত পাওয়া মাত্র বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়বে তারা। তবে তার প্রয়োজন দেখা দেবে বলে মনে হয় না।

লন ও বাগানের ভেতর দিয়ে গাড়ি-বারান্দায় এসে মার্সিডিজ থেকে নামল রানা। মার্বেল পাথরের ধাপ ক'টা পেরিয়ে উঁচু বারান্দায় উঠল, চকচকে মেহগনি কাঠের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাপ দিল কলিং বেলের বোতামে।

ধবধবে সাদা উর্দি পরা প্রৌঢ় এক ইংরেজ বাটলার দরজা খুলে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াল, বিশুদ্ধ ব্রিটিশ উচ্চারণে বলল, 'ম্যাডাম আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, মি. মাসুদ রানা, স্যার।'

দরজা বন্ধ করে পথ দেখাল বাটলার। অ্যান্টি-রূম হয়ে হলরূমে ঢুকল ওরা। সিলিং থেকে ছয় সেট ঝাড়বাতি ঝুলছে, হলরূমটা এতই বড়। গোড়ালি ডুবে যাওয়া কার্পেটের নকশা বলে দেয় ওটা ইরান থেকে আমদানি করা। প্রতিটি ফার্নিচার বার্মা টিক। হলরূম থেকে সিটিং রূমে চলে এল ওরা। ভেতরে ঢুকে থামল বাটলার।

সিটিং রূমের একটা পাশ পুরোটাই কাঁচ দিয়ে ঘেরা, বাইরে টেরেস, টেরেসের নিচে বাগান। কাঁচ দিয়ে ভেতরে রোদ ঢুকেছে, একটা রকিং চেয়ারে বসে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছরের এক তরুণী। বসে থাকলেও, রানা আন্দাজ করল দৈর্ঘ্যে মেয়েটি পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির কম হবে না। চুল, চোখ, নাক, ভুরু আর দৈহিক গড়নে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অভিজাত ব্রিটিশ পরিবারের বৈশিষ্ট্য। কোনরকম মেকাপ ব্যবহার করেনি, তবে কিছুক্ষণ আগে গোসল করেছে, সকালের রোদে হালকা রঙের একটা গোলাপ ফুটে আছে যেন।

লাঞ্চের সময় হয়ে এলেও, তরুণীর পাশে একটা ট্রলিতে ব্রেকফাস্ট সাজানো রয়েছে, তবে স্পর্শ করা হয়নি এখনও।

'ম্যাডাম, মি.মাসুদ রানা,' মার্জিত বিনয়ের সুরে ঘোষণা করল বাটলার।

খবরের কাগজ রেখে দিয়ে রানার দিকে তাকাল তরুণী। চোখে বা চেহারায় কোন রকম ভাবাবেগ ফুটল না। ধীর, শান্ত ভঙ্গিতে রকিং চেয়ার থেকে উঠল, এগিয়ে এসে বাড়িয়ে দিল মসৃণ কোমল ডান হাত। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি খুশি, মি. রানা। ফোন করে এসেছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

হ্যান্ডশেক করার সময় রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে আমি কি বলে সম্বোধন করব?'

‘মিসেস টিউলিপ বলতে আপত্তি আছে?’ তরুণীর চোখে পলক পড়ছে না। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাচ্ছে, তবে তাতে কোন রকম তাচ্ছিল্য করার বা প্রশ্রয় দেয়ার ইঙ্গিত নেই।

‘মিসেস টিউলিপ, আমি আপনার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই, প্লীজ।’

নিঃশব্দে ইঙ্গিত করতে সিটিং রূম ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাটলার, যাবার আগে পালাক্রমে ম্যাডাম ও রানাকে মাথা নত করে সম্মান জানাতে ভুল করল না।

‘আপনি বসবেন না, মি. রানা?’ শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল মিসেস টিউলিপ। ‘আপনাকে কফি বা আর কিছু দিতে বলি?’

‘কোন প্রয়োজন নেই, ধন্যবাদ,’ মিসেস টিউলিপ রকিং চেয়ারে বসতে রানাও একটা সোফায় বসল। ‘বাড়ির সামনে প্রচুর পুলিস আর সিকিউরিটি গার্ড থাকার কথা, কিন্তু ওদের কাউকে দেখলাম না।’

‘আমি ওদেরকে এক ঘণ্টার জন্যে সরে যেতে বলেছি,’ মিসেস টিউলিপ বলল। ‘মনে হলো, আপনার নিরাপত্তার জন্যে এটা করা দরকার। যদিও জানি নিজের নিরাপত্তার দিকটা মাথায় রেখেই এখানে আপনি আসবেন, তবু।’

‘ধন্যবাদ, মিসেস টিউলিপ। আপনি জানেন, কেন আমি এসেছি?’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মিসেস টিউলিপ বলল, ‘খানিকটা আন্দাজ করতে পারলেও, আমি আপনার মুখ থেকে সব কথা শুনতে চাই।’

রানা বলল, ‘আপনার স্বামী একজন মাফিয়া ফ্রন্ট। তার আসল নাম সিমন লা রোকো। আন্ডারগ্রাউন্ডে সবাই তাকে সিক্সটিনাইন নামে চেনে। এই বাস্তবতা আপনি স্বীকার করেন?’

ট্রলিটা সামনে টেনে নিয়ে পট থেকে কাপে কফি ঢালছে মিসেস টিউলিপ। 'সিক্সটিনাইন? বাহ্, রীতিমত রোমান্টিক! উল্টাপাল্টা!'

'উল্টাপাল্টা মানে?'

মিসেস টিউলিপ হাসছে না, মুখ তুলে সরাসরি রানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'হাউজিতে এই নম্বরটাকে উল্টাপাল্টা বলে। হ্যাঁ, ওর চরিত্রের সঙ্গে ব্যাপারটা মেলে। না, আপনার তথ্য আমি অস্বীকার করছি না, মি. রানা।'

'তার বাবার অনেক ছদ্মনাম ছিল, তারমধ্যে একটা ডায়নামো ডিকানডিয়া। মেক্সিকোয় আমাকে খুন করতে গিয়ে সে নিজেই মারা পড়ে। তার ছেলে, আপনার স্বামী, আমার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রানা এজেন্সির দু'জন এজেন্টকে কিডন্যাপ করেছে।'

'সে নিজে করেনি। আরেকজনকে দিয়ে করিয়েছে–অন্তত আমি তাই জানি।'

'যদি কিছু মনে না করেন, ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করি–তার মত উল্টোপাল্টা চরিত্রের এক লোকের সঙ্গে আপনার পরিণয় হলো কিভাবে?'

'প্রেম কোন বাধা মানে না, মি. রানা,' সরল স্বীকারোক্তির মত শোনাল, কোন তিক্ততা বা ক্ষোভ নেই, আবার গর্বও নেই। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল, 'আপনি আমার কাছে কি চান, মি.রানা?'

'আমি স্বাতী আর তুহিনকে ফেরত চাই,' এক কথায় বলল রানা।

'কেন আপনার মনে হলো আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব?'

'আমি খোঁজ নিয়েছি। আপনি একজন লর্ড-এর মেয়ে। বংশ

পরম্পরায় আপনার পরিবার আভিজাত্য যেমন ধরে রেখেছে, তেমনি ন্যায়বিচারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।'

'আমি এখন সে-পরিবারের কেউ নই। স্বামীর পরিচয়েই আমার পরিচয়। সে যাই হোক, আপনাকে আমি ঠিক কিভাবে সাহায্য করতে পারি, মি. রানা?'

'আপনার স্বামীকে বোঝান। বলুন, স্বাতী আর তুহিনকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে না পেলে আমি তার কিছুই অবশিষ্ট রাখব না। বলুন, পৈত্রিক প্রাণটাও তাকে হারাতে হবে।'

'ভেবেছেন আপনি একদিন আসবেন, এতদিন সেই অপেক্ষায় বসে আছি আমি? ভেবেছেন, তাকে আমি বোঝাইনি?'

'সেক্ষেত্রে আপনাকে বিরক্ত করাটা আমার ভুল হয়ে গেছে,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'আপনিও ভুল করেছেন দেখা করতে রাজি হয়ে।'

'আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি, মি. রানা।' কফির কাপ থেকে চোখ তুলল মিসেস টিউলিপ।

'শুনে দুঃখ পেলাম। আপনি যা কিছু শ্রদ্ধা করেন, সুন্দর বলে জানেন, গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, এরকম প্রতিটি জিনিসের শত্রু আপনার স্বামী।'

শোনা যায় না, এমন অস্ফুট কণ্ঠে মিসেস টিউলিপ বলল, 'হ্যাঁ, আমি জানি।' তারপর আবার কাপ থেকে চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'প্লীজ, আর এক মিনিট বসুন।'

নিঃশব্দে বসল রানা।

'কথাটা আপনাকে জানানো দরকার।'

'কি কথা?'

'একজন অ্যাটর্নি ওকে ফোন করেছিল,' বলল মিসেস টিউলিপ। 'ও বাড়িতে ছিল না। মিস স্বাতী আর মি. তুহিনকে

ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে শুনে প্রথমে আমি খুশি হই। কিন্তু তারপর আমার সন্দেহ হয়। কে কাকে দিয়ে ওদেরকে কিডন্যাপ করিয়েছে, সবই আমার জানা। কেন, তা-ও। সেজন্যেই ভাবলাম, উঁহুঁ, ওদেরকে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা ওদের কারুরই নেই। এর মধ্যে গোপন কোন মতলব আছে। অস্থির হয়ে ভাবছি কি করা যায়, এই সময় মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমার ব্যক্তিগত দু'জন বডিগার্ডকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি জানে মিস স্বাতী আর মি. তুহিনকে কোথায় রাখা হয়েছে? বলল, জানে। ওদেরকে নির্দেশ দিলাম, আমার স্বামীকে কিছু না জানিয়ে এখুনি ওই জায়গায় চলে যাও, যেভাবে পারো ওদের দু'জনকে নিরাপদে সরিয়ে আনো। এই বাড়িই ওদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হতে পারে বলে মনে হলো। সেই নির্দেশই দিলাম বডিগার্ডদের। ওরা চলে গেল। কিন্তু সেই যে গেল, আর ফিরল না।'

'ওরা এখান থেকে বেরিয়ে নিশ্চয়ই সরাসরি আপনার স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার কাছে এসে আমি ভুল করিনি,' বলল রানা। 'সাহায্য চাওয়ার আগেই আপনি যতটুকু পেরেছেন করেছেন। সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'কিন্তু এ-থেকে এ-ও তো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, আমার ক্ষমতা কত কম।'

'বললেন, আপনার স্বামীকে আপনি ভালবাসেন। তাকে বোঝান যে তার বাঁচার সত্যি আর কোন উপায় নেই।' আবার চেয়ার ছাড়ল রানা। 'দুঃখিত, এবার আমাকে যেতে হয়।'

'মি. রানা!'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ঘুরে দাঁড়াল। 'ইয়েস?'

‘আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?’

‘বলুন?’

‘আমি ওকে রাজি করতে পারলে আপনি কি ওর সঙ্গে বসবেন? আপনার মুখ থেকে শুনলে নিজের বিপদ সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেত।’

‘আমার আপত্তি নেই, মিসেস টিউলিপ।’

‘আপনার সঙ্গে আমরা...যোগাযোগ করব কিভাবে?’

‘আপনার স্বামী নিশ্চয়ই কোন উপায় বের করবেন।’

‘আরেকটা কথা, মি. রানা। আমরা কি রকম সময় পাব?’

‘সেটা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন, মিসেস টিউলিপ।’

‘শেষ একটা প্রশ্ন, মি. রানা। বুঝলাম, ওর বিপদ। ওর বিপদ মানে তো আমারও বিপদ–আমাদের বিপদ। ঠিক আছে, ওকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করব, কিন্তু আমার কথা শুনবে কেন ওকে যদি আমি বাঁচার কোন পথ দেখাতে না পারি?’

‘স্বাতী আর তুহিনকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেলে আমি তাকে পালাবার একটা সুযোগ দিতে পারি,’ বলল রানা। ‘সে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় পাবে, মিসেস টিউলিপ। তার মধ্যেই বোস্টন ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। এর বেশি কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বলতে চাইছি, ওদেরকে ফিরে পেলেও তার আসল পরিচয় ফাঁস না করে আমার কোন উপায় নেই।’

‘এ প্রস্তাব ওকে আমি কিভাবে দিই!’ চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করল মিসেস টিউলিপ, হাতের মুঠো শক্ত হয়ে আছে।

‘গভর্নমেন্ট হাউসে ফোন করুন, আপনার স্বামী এই মুহূর্তে সেখানে জরুরী একটা মীটিঙে সভাপতিত্ব করছে,’ বলল রানা। ‘মীটিঙে কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে শুনবেন? বোস্টনের মাফিয়া পরিবারগুলোর যারা মাথা, তাদেরকে গ্রেফতার করার জোর

সুপারিশ করছে আপনার স্বামী। ভেবে দেখুন, এরচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার কিছু হতে পারে?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা।

ছয়

রুলিংকে রানা ফোনে বলল, 'মৌচাকে ঢিল ছোঁড়া হয়েছে। অত্যন্ত সাবধানে থাকবে তুমি, রুলিং। এই শহরের কাউকে বিশ্বাস করবে না।'

'সব কথা খুলে বলো, রানা।'

'এখুনি নয়। শোনো, কোনও প্রস্তাব দেয়া হলে শুনতে আপত্তি কোরো না। যুক্তিসঙ্গত যে-কোন প্রস্তাবে রাজি হব আমি। তবে আবার বলছি, নিজেকে এক্সপোজ কোরো না।'

'তুমিও সাবধানে থেকো, রানা,' বলল রুলিং। 'চারদিক থেকে সব পিলে চমকানো খবর আসছে।'

'কি রকম?'

'এফবিআই আর পুলিস গত তিন ঘণ্টায় বারো কেজি হেরোইন, বত্রিশ কেজি কোকেন আর দেড় মণ মারিজুয়ানা উদ্ধার করেছে। গ্রেফতার হয়েছে বাইশজন। অজ্ঞাত সূত্র থেকে খবর পেয়ে শহরের বিভিন্ন জয়েন্টে হানা দেয় ওরা। অপারেশন এখনও চলছে।'

'এটা আমার জন্যে তেমন গরম খবর নয়,' বলল রানা। 'ডোমেনিকান পাওলা সম্পর্কে কিছু জেনে থাকলে বলো।'

'দুঃখিত, তেমন কিছু জানতে পারিনি। রকপোর্টে গিয়েছিল সে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কোস্ট গার্ড অনেক খোঁজাখুঁজি

করে তার বোটটা পেয়েছে, নিচের একটা কেবিনে প্রচুর শুকনো রক্ত। তানজিন আর গিয়াসের রক্তের সঙ্গে মেলানো হয়েছে, একই রক্ত।'

'ধন্যবাদ, রুলিং। এবার গরম খবরটা ছাড়ো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রুলিং। 'কিন্তু কথা দিতে হবে তুমি আবার অ্যাকশন শুরু করতে পারবে না।'

'সামান্য হাঁপিয়ে গেছি তো, কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রামে আছি,' বলল রানা। 'কথা দিলাম, বিশ্রামের সময়টা কোন অ্যাকশনে যাব না।'

'চারদিক থেকে খবর আসছে কনসিলিয়রি আর ক্যাপোরিজিমিরা সেফ-হাউসে যে যার হার্ডমেন জড়ো করছে,' বলল রুলিং। 'ওদের নেতৃত্বে আছে লেটি স্করপিয়ন–সিক্সটিনাইনের একজন ক্যাপোরিজিমি। আত্মরক্ষাই নাকি একমাত্র উদ্দেশ্য। তবে তার হাতে একটা হিট-লিস্ট ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'হিট-লিস্ট?'

'তালিকায় প্রথম নামটা তোমার। দ্বিতীয় নামটা ডোমেনিকান পাওলার।'

'পাওলার নাম হিট-লিস্টে থাকবে কেন?' রানার গলায় সতর্ক প্রতিবাদের সুর। 'কেউ তোমাকে ভুল তথ্য সরবরাহ করছে।'

'হতে পারে, অসম্ভব নয়।'

'আর কি জানো তুমি? সিক্সটিনাইন সম্পর্কে নতুন কোন খবর?'

'ওদিক থেকে কোন শব্দই নেই। সব একদম চুপচাপ।'

'অপেক্ষা করো, তুমি তার সাড়া পাবে।'

'সাড়া পাব মানে?'

‘দু’ঘণ্টা পর যোগাযোগ করব,’ বলল রানা, রুলিঙের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। ‘স্কলারিয়ো জামবুরি সম্পর্কে কিছু শুনেছ?’

‘পুলিস তার জবানবন্দী রেকর্ড করে ছেড়ে দিয়েছে। শুনলাম লোকটা নাকি সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে তোমাকে। এতটাই যে জবানবন্দি দেয়ার সময় ওমের্তার কথাও ভুলে গিয়েছিল।’

‘রাখলাম,’ বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা। নোট বুক খুলে আবার রিসিভার তুলল। ডায়াল করল নতুন একটা নম্বরে।

দশ বার রিঙ হবার পর অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ। ‘ঠিক আছে, কে?’

নিজের পরিচয় দিয়ে রানা বলল, ‘ধন্যবাদ, কাউন্সিলর। পুলিসকে সত্যি কথাই বলেছ তুমি।’

‘মা মেরি। ও আমার মা মেরি! আমাকে একা থাকতে দিন, স্যার! প্লীজ প্লীজ প্লীজ! আর কি চান আপনি?’

‘শুনলাম তোমার বন্ধু লেটি স্করপিয়ন কয়েকটা মাথা কাটার জন্যে লোকজন জড়ো করছে।’

‘একটুও অবাক হচ্ছি না, তবে এ-সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।’

‘আমি ভাবলাম খবরটা তুমি পাওলাকে পৌঁছে দিতে চাইবে।’

‘আপনার কথা বুঝলাম না।’

‘তালিকায় তার নামটা দু’নম্বরে, আমার ঠিক নিচেই,’ বলল রানা। ‘তালিকায় তার নাম কেন রাখা হয়েছে আমি জানি না, তুমি হয়তো জানতে পারো।’

‘এতদিন যা জেনেছি, সব আমি ভুলে গেছি,’ বলল অ্যাটর্নি জামবুরি। ‘মি. রানা, আপনি এখন আমাকে নবজাত শিশুর মত পবিত্র ধরে নিতে পারেন। বিলিভ মি, স্যার, আমি সব ছেড়ে দিয়েছি।’

‘তোমাকে বাড়িতে পেয়ে একটু অবাকই লাগছে আমার,’ বলল রানা।

‘অবাক লাগছে? কেন? কি বলতে চান?’

‘বলতে চাই…মানে, ওরা…না, থাক, ভুলে যাও–আমারই বোধহয় ভুল হচ্ছে।’

‘কি ভুল হচ্ছে?’ অপরপ্রান্তে রীতিমত চিৎকার শুরু করল অ্যাটর্নি। ‘কি ভুলে যাব?’

কল্পনার চোখে রানা দেখতে পেল দরদর করে ঘামছে জামবুরি। ‘শোনা কথা, জামবুরি,’ হালকা সুরে বলল ও। ‘হয়তো কোন তাৎপর্য বহন করে না। এত বিপদের মধ্যে তোমাকে নতুন একটা দুশ্চিন্তায় ফেলার কোন মানে হয় না। ভুলে যাও। আমি ফোন করেছি ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে–আমার কথামত লাশ দুটোর কাছে ছিলে তুমি। যদিও ওগুলো ওদের ছিল না…’

‘এক মিনিট, স্যার, মি. রানা! কিছু একটা চেপে যাচ্ছেন আপনি! প্লীজ, মি. রানা, কি শুনেছেন বলুন আমাকে!’

‘না, মানে…ঠিক আছে, বলেই ফেলি। পাওলাকে ওরা তালিকায় রেখেছে, এ-কথা তো বললামই তোমাকে, তাই না?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছেন। কারণটা যদিও আমি আন্দাজ করতে পারছি না। কিন্তু আমার ব্যাপারে আপনি কোত্থেকে কি শুনেছেন? আপনি যেন বলতে যাচ্ছিলেন…তালিকায় ওরা কি আমার নামও রেখেছে, মি. রানা?’

‘হ্যাঁ, মানে, শুনলাম কেউ একজন চাইছে তালিকায় তোমার নামটাও থাকুক।’

‘কিন্তু কেন? আমার নাম কেন তালিকায় রাখতে চাইবে ওরা? ওরা কি ভেবেছে আমি…অসম্ভব! লেটি খুব ভাল করেই চেনে আমাকে! তাছাড়া, লেটির সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারও তো নেই।

আর তার বস্‌, বা অন্য কেউ, আমাকে খুব ভাল করে চেনেন। আমি বেঈমানি করতে পারি, এ-কথা তাঁরা বিশ্বাসই করবেন না…'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। 'তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই, কাজেই ব্যাপারটা স্রেফ ভুলে যাও। সব কিছু থেকে নিজেকে যখন সরিয়ে নিয়েছ, কারও সঙ্গে যোগাযোগ না করে বিশ্রাম নাও, লম্বা একটা ঘুম দাও। তোমাকে সত্যি ক্লান্ত মনে হচ্ছে। দরজা-জানালা ভাল করে দেখে তারপর শোবে, কেমন? তালা লাগাতে বা শাটার বন্ধ করতে ভুলো না।'

'আমাকে নিয়ে আপনি খেলছেন, স্যার! এ আপনার নিষ্ঠুরতা, বস্‌! নাকি এমন কিছু শুনেছেন যা আমাকে বলছেন না? আমি কিন্তু আপনার কোন ক্ষতি করিনি, বরং সাহায্য করেছি। রকপোর্টে লাশগুলো পাহারা দিয়েছি, পুলিসকে সত্যি কথা বলেছি…'

'এটাকেই ওদের কেউ একজন খারাপ চোখে দেখছে, জামবুরি,' বলল রানা। 'তুমি নাকি বড় বেশি হুজুর-হুজুর করেছ আমাকে। সহযোগিতা করার পরিমাণটা বেশি হয়ে গেছে। ওদের অনেক গোপন তথ্য জানো তুমি, ওরা ভয় পাচ্ছে সেগুলো তুমি ফাঁস করে দিয়েছ কিনা।'

'ও মা মেরি! ওগো মা মেরি! মি. রানা…'

'আরে ধ্যেত, শান্ত হও তো। ওরা তো তোমার বন্ধু, তাই না?'

'আপনি খুব ভাল করেই জানেন ওদের বন্ধু হওয়াটা স্বস্তিকর কোন ব্যাপার নয়।'

'তুমি এমনভাবে চিৎকার করছ, যেন তোমার এই অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী।'

'অবশ্যই আপনি দায়ী! আমি আপনার প্রোটেকশন চাই, মি. রানা! আমি চাই…'

'আরে ধ্যেত, থামো তো,' নরম সুরে বলল রানা। 'এই বিপদ

থেকে বেরিয়ে আসার একটাই উপায় আছে। আর সেটা হলো ওই দু'জনের গায়ে কোন রকম আঁচ লাগতে না দেয়া।'

দু'সেকেন্ড কথা বলতে পারল না জামবুরি, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'ও, আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার! আপনি আরেকবার আমার সাহায্য নিয়ে ওদেরকে মুক্ত করতে চাইছেন।'

'ভুল,' বলল রানা। 'ওদেরকে উদ্ধার করার জন্যে অন্যভাবে চেষ্টা করছি আমি। আমি তোমাকে ফোন করেছি শুধু ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে।'

'অন্যভাবে?'

'সরাসরি।'

'সরাসরি মানে?'

'সিক্সটিনাইনকে আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে।'

'ও।' আঁতকে উঠতে এক মুহূর্ত বেশি সময় নিল জামবুরি। 'কি! কি বললেন?'

'অতি আপনজনের মাধ্যমে তাকে একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। জান নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চাইলে ওদেরকে মুক্তি দিতে হবে তার।'

'ওহ্, গড! আপনি তার পরিচয় জানেন?' রীতিমত হাঁপাচ্ছে অ্যাটর্নি।

'জানি বৈকি।'

'কিন্তু...নাহ্! কিভাবে!' অ্যাটর্নির কণ্ঠস্বর দ্রুত ওঠানামা করছে। 'আপনার কথা বিশ্বাস করা সম্ভভ নয়, মি. রানা। সিক্সটিনাইনের পরিচয় এমনভাবে আড়াল করা, এমন কি আমরাও কেউ ভেতরে উঁকি দিতে পারি না।'

শালা মিথ্যুক, মনে মনে গাল দিল রানা। 'এই মুহূর্তে তাকে তুমি গভর্নমেন্ট হাউসে পাবে, জরুরী মীটিঙে সভাপতিত্ব করছে।

বলছে, এবার মাফিয়া ডনদের বিরুদ্ধে অপারেশন না চালালে রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করতে পারে। ডনদের নাম ধরে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার সুপারিশ করছে। তোমাদের সবার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা...'

'আপনার এ-কথা আমি বিশ্বাস করব কেন?' জিজ্ঞেস করল জামবুরি।

'তুমি জাহান্নামে যাও, বিশ্বাস না করলে আমার বয়েই গেল।'

'কিন্তু এ-ধরনের একটা বোকামি সিক্সটিনাইন কেন করতে যাবেন?'

'নিউ ইয়র্কের কর্তাব্যক্তিরা সিক্সটিনাইনকে নির্দেশ দিয়ে বলেছে, তারা দেখতে চায় বোস্টনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই, তাই না? একটা সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে, জামবুরি। তারপরও যদি এখানকার পরিস্থিতি শান্ত না হয়, নিউ ইয়র্ক থেকে বাহিনী পাঠাবে ওরা।'

'এ-সব কথা আপনি আমাকে শোনাচ্ছেন কেন, মি. রানা?' নার্ভাস সুরে জিজ্ঞেস করল জামবুরি। 'আপনি আমার ভাল চান, শুধু এই জন্যে?'

'তুমি একটা রামছাগল! তোমরা নরকে গেলেও আমার কিছু যায়-আসে না। আমি শুধু স্বাতী আর তুহিনকে ফেরত চাই।'

'আমাদেরকে তাহলে কি করতে বলেন আপনি?'

'তুমি ওদের অ্যাটর্নি। ওদেরকে বোঝাও, আমার দাবি মেনে না নিয়ে কোন উপায় নেই।'

'কোত্থেকে শুরু করতে হবে তাই তো আমি জানি না...'

'পাওলাকে দিয়ে শুরু করো।'

'সে কোথায় আছে জানতে পারলে আমি নিজে গিয়ে তার

কলার চেপে ধরতাম...'

'এমন ন্যাকামি করতে জানো, শুধু একটা বেশ্যা মেয়ের সঙ্গে তোমার তুলনা হয়,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

বেলা তিনটের দিকে রুলিংকে আবার ফোন করল রানা।

'তোমার কথাই ঠিক, রানা!' হড়বড় করে শুরু করল সে। 'সিক্সটিনাইন সাড়া দিয়েছে!'

রানা মুচকি হাসল। শান্ত সুরে বলল, 'তাই?'

'সিটি মেয়র জেফার্স মারফি আমাকে ফোন করেছিলেন,' বলল রুলিং, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। 'প্রস্তাবটা তাঁর মাধ্যমেই দিয়েছে সিক্সটিনাইন। মেয়র চেয়েছিলেন বোস্টনে মাফিয়াদের কোন অস্তিত্বই রাখবেন না। ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় অনুমতি চেয়ে নেন তিনি, তারপর অ্যাকশন শুরু করার জন্যে পুলিস আর এফবিআই-এর ওপর চাপ দিতে শুরু করেন। এর মধ্যে সিক্সটিনাইন তাঁকে ফোন করে। মেয়র প্রথমে তার কথা শুনতেই চাননি। কিন্তু সিক্সটিনাইন যুক্তি দেখায়, মেয়র যা করতে চাইছেন তাতে তিনি যদি সফলও হন, বোস্টনে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। কথাটা তো সত্যি। তাই সিক্সটিনাইনের কথা শুনতে রাজি হন তিনি।'

'প্রস্তাবটা কি?'

'সিক্সটিনাইন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'ঠিক আছে,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'কখন? কোথায়?'

'এত তাড়াহুড়ো কোরো না। শর্ত আছে।'

'যুক্তিসঙ্গত যে-কোন শর্ত আমি মেনে নেব।'

'না শুনেই? থামো, আমাকে বলতে দাও। প্রথমপক্ষ অশুভশক্তি অর্থাৎ মাফিয়া, দ্বিতীয় পক্ষ তুমি, মাসুদ রানা।

তোমাদের এই দ্বন্দ্বে মধ্যস্থতা করতে রাজি হয়েছেন সিটি মেয়র। সকলপক্ষের উদ্দেশ্য হলো তিনটে—এক, স্বাতী আর তুহিনকে ডোমেনিকান পাওলার হাত থেকে মুক্ত করা; দুই, সিক্সটিনাইনকে বোস্টন ছেড়ে চলে যাবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেয়া; তিন, রানা এজেন্সি তিন মাস পর যখন বোস্টনে কাজ শুরু করবে তখন এখনকার সমস্ত তিক্ততা ও শত্রুতার কথা ভুলে যাওয়া।'

'রানা এজেন্সি তিন মাস পর কেন কাজ শুরু করবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখুনি নয় কেন? তাছাড়া, সিটি মেয়র যেখানে মাফিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন, সেখানে তিনিই বা এটা মেনে নিচ্ছেন কিভাবে যে তিনমাস পর এখনকার সমস্ত তিক্ততা ও শত্রুতার কথা ভুলে যাওয়া উচিত? এর মানে তো দাঁড়ায় মাফিয়ার বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশনই নেয়া হবে না।'

'তিন নম্বর শর্তের দীর্ঘ ব্যাখ্যা আছে, রানা,' বলল রুলিং। 'সিক্সটিনাইন বোস্টন ছেড়ে চলে যেতে রাজি হওয়ায় মেয়র এখন ভাবছেন, তাতেই বোস্টনের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি ঘটবে। সিক্সটিনাইন চলে গেলে মাফিয়া পরিবারগুলো অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে, সেই সুযোগে তাদের বেশিরভাগ অবৈধ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেবে পুলিস আর এফবিআই। তিন মাস ধরে চিরুনি অভিযান চালিয়ে গুরুতর অপরাধের জন্যে দায়ী কিছু পরিবারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হবে। মেয়র ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বলেছেন, বোস্টন থেকে মাফিয়া পরিবারগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, তা করতে গেলে দুই পক্ষেরই বহু লোকজন মারা পড়বে।'

মনে মনে হাসল রানা, ভাবল—সে তো এ-কথাই বলবে! কিন্তু রুলিং তো আর জানে না যে মেয়রই সিক্সটিনাইন। মুখে বলল, 'হুম। বলে যাও।'

‘সিক্সটিনাইন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় বোস্টন কমনে,’ বলল রুলিং। ‘পার্কের ঠিক মাঝখানে। ওখানে তোমার ঢোকার ও বেরিয়ে আসার সেফ প্যাসেজ দেয়ার ব্যবস্থা করবেন মেয়র। পার্কের ভেতর বা চারপাশে কোথাও কোন লোকজন থাকবে না। এমন কি পুলিসও অনেক দূরে থাকবে। দুর্ঘটনাবশত পুলিসী নাক গলানো ঠেকাবার জন্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মেয়র। পুলিস শুধু দূর থেকে পার্কটাকে ঘিরে রাখবে, নজর রাখবে ভেতরে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে।’

‘বলে যাও।’

‘ঠিক মাঝরাতে পার্কে ঢুকবে সিক্সটিনাইন।’

‘না।’

‘এটা পরিবর্তনযোগ্য নয়, রানা,’ বলল রুলিং। ‘পুলিস ও এফবিআই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে এই সময় নির্ধারণ করেছেন মেয়র। মাঝরাতের আগে পার্ক খালি করাও সমস্যা। সব দিক বিবেচনা করে সিক্সটিনাইনও এই সময়টাকে সবার জন্যে নিরাপদ বলে মনে করছে। রাত আটটার পর লাউডস্পীকারে পুলিস ঘোষণা করবে পার্কে টাইম বোমা আছে, সবাই যাতে ভয় পেয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর ভেতরে তল্লাশী চালাবে ওরা।’

‘মাঝরাত অনেক দেরি হয়ে যায়, রুলিং।’

‘কিন্তু এ-ও সত্যি যে সিক্সটিনাইন ভয় পাচ্ছে, রানা,’ বলল রুলিং। ‘তার ভয় হলো–সে আপোস করতে রাজি হয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বোস্টন ছেড়ে চলে যেতে চাইছে, এ-সব শুনে তার নিজের লোকেরাই না তার ওপর হামলা করে। সে আরও ভয় পাচ্ছে, স্বাতী আর তুহিনের ওপরও হামলা হতে পারে। আমি জানি, সে আসলে গা ঢাকা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, কাকপক্ষীও যাতে টের না পায়।’

ঘোড়ার ডিম জানো, দোস্ত–মনে মনে বলল রানা। একবার ভাবল, সিক্সটিনাইনের আসল পরিচয়টা রুলিংকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু পরমুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল, না। আজ মাঝরাতের পর ও যদি বেঁচে না থাকে, তথ্যটা জানার অপরাধে মারা যাবে রুলিংও। পরিচয় ফাঁস হবার ভয়ে মেয়র যদি স্ত্রীকেও খুন করে, রানা বিস্মিত হবে না। বন্ধুকে ও বলল, 'একবার চেষ্টা করে দেখবে না, সময়টা এগিয়ে আনা যায় কিনা?'

'বললামই তো, এটা পরিবর্তনযোগ্য নয়, রানা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'ঠিক আছে। কয়েক ঘণ্টা সময় বেশি পাচ্ছি, তাতে আমার সুবিধেও হতে পারে। ঠিক আছে, মাঝরাতেই দেখা হবে। বলে দাও, সে যেন স্বাতী আর তুহিনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।'

'কি? না! প্রস্তাবে এ-ধরনের কিছু বলা হয়নি, রানা। তার উদ্দেশ্য হলো তোমার সঙ্গে কথা বলা, তোমার শর্তগুলো শোনা, তারপর স্বাতী আর তুহিনকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে ডোমেনিকান পাওলাকে রাজি করানো।'

'আমি যদি পার্কে যাই, শুধু স্বাতী আর তুহিনকে নিয়ে আসতে যাব,' বলল রানা। 'আমার সঙ্গে সিক্সটিনাইনের কি কথা? নতুন কোন কথা আমার নেই, ওরও নেই। তাছাড়া আমার শর্তও একটাই–ওদেরকে ফেরত চাই। মেসেজটা মেয়রের মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দাও, রুলিং। তাকে আমি মাঝরাত পর্যন্ত সময় দিলাম। এই সময়ের ভেতর ওদেরকে ফিরে না পেলে সত্যিকার অ্যাকশন শুরু করব আমরা।'

'ঠিক আছে, ওদেরকে জানাচ্ছি আমি...'

'হ্যাঁ, স্পষ্ট করে জানাও। অন্য কিছুতে আমি রাজি হব না। স্বাতী আর তুহিনকে হাজির করার জন্যে দশ ঘণ্টা সময় পাচ্ছে

সে। তার সঙ্গে ওরা যদি না থাকে, পার্কে আমি ঢুকবই না। তখন আমি ওদেরকে ফেরত পাবার আশাও ত্যাগ করব, রুলিং। ধরে নেব স্বাতী আর তুহিন মারা গেছে।'

'ঠিক আছে। তাহলে এই কথাই থাকল, "স্বাধীনতার সূতিকাগারে" তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে সিক্সটিনাইন।'

'বেশ। তোমার কাভার এখনও অটুট আছে তো?'

'তা আছে।'

'পুলিস চীফ মি. ওয়েদারবাই জানেন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ?'

'জানেন, আনঅফিশিয়ালি।'

'গুড। ব্যাপারটা এরকমই থাক। রুলিং...আমি যদি পার্ক থেকে বেরিয়ে আসতে না পারি...'

'আসবে।'

'যদি না পারি...ওদেরকে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ো।'

'তুমি জানো আমি তা দেব।'

'হ্যাঁ, জানি। ঠিক আছে। আর কোন যোগাযোগ নয়। এখন শুধু মাঝরাতের জন্যে অপেক্ষা।' যোগাযোগ কেটে দিয়ে টকটকে লাল চোখ দুটো হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রগড়াল রানা।

অনেকদিন পর আজ এক ঢোক হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করল ওর। মনে হলো, একটা সিগারেট ধরাতে পারলে মনটা খানিক শান্ত হোত, আরও পরিষ্কার কাজ করত মাথাটা।

সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ডায়নামো ডিকানডিয়ার ছেলে নিজেই বোস্টন কমন পার্কে আসছে। কেউ যাতে জানতে না পারে সে-ই সিক্সটিনাইন। সে জানে রানার কাছে তার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে, তবে সেই সঙ্গে এ-ও জানে যে স্বাতী আর তুহিনের নিরাপত্তার

কথা ভেবে রানা কথাটা এখুনি কাউকে জানাবে না।

বোস্টন কমনে যা-ই ঘটুক না কেন, সিক্সটিনাইন স্বাতী আর তুহিনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুক বা না আসুক, একটা ব্যাপারে শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত হতে চাইবে সে–রানা যাতে প্রাণ নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে।

ঠিক আছে, মধ্যরাতে মৃত্যুর সঙ্গেই দেখা করতে যাবে রানা।

সাত

রাত আটটার কিছু পরে বোস্টন ডকইয়ার্ডের কাছাকাছি পরিত্যক্ত একটা ওয়্যারহাউসে ক্লান্ত পায়ে ঢুকল অ্যাটর্নি স্কলারিয়ো জামবুরি। ভেতরটা অন্ধকার, টর্চ জ্বেলে চারদিকে তাকাল সে। ওয়্যারহাউস খালি পড়ে আছে, কোথাও কেউ নেই। ইস্পাতের একটা ঢাকনি তুলে ধাপ বেয়ে নিচে নামল সে, ঢাকনিটা টেনে জায়গামত বসিয়ে দিল আবার। সিঁড়ির নিচে একটা প্যাসেজ। টর্চের আলোয় পথ দেখে এগোল জামবুরি।

দু'বার বাঁক ঘুরে একটা লোহার গেট দেখতে পেল সে। মেশিন পিস্তল হাতে চারজন লোক এগিয়ে এল। অ্যাটর্নিকে চিনতে পেরে মাথা ঝাঁকাল একজন, ইঙ্গিতে গেটটা দেখিয়ে দিল।

গেট দিয়ে একটা করিডরে ঢুকল অ্যাটর্নি। আরও একবার বাঁক ঘুরে ঢুকল একটা কামরায়। শুধু এখানেই আলো জ্বলছে। ওরা দু'জন তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

একজন ডোমেনিকান পাওলা। তাকে বিমর্ষ ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

দ্বিতীয়জন লেটি স্করপিয়ন। সে প্রবল উত্তেজনায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে, বাঁ চোখের নিচে থেকে থেকে লাফাচ্ছে একটা রগ।

ওরা দু'জনেই সঙ্গে একজন করে ব্যাকআপ ম্যান ভেতরে নিয়ে এসেছে, কামরার দুই প্রান্ত থেকে পরস্পরের দিকে সন্দেহের

দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তারা।

টেবিলে তার নির্ধারিত চেয়ারে বসল অ্যাটর্নি, খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল, তারপর বলল, 'প্রথমেই বলে রাখি, এখানে আমার দ্বৈত ভূমিকা। প্রথমত, এখানে আমি শ্রদ্ধেয় বিনো সিক্সটিনাইনের প্রতিনিধিত্ব করছি–নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আর অবিশ্বাস দূর করার জন্যে তাঁর সুপারিশগুলো পেশ করব। দ্বিতীয়ত, এখানে আমি উপস্থিত হয়েছি সংশ্লিষ্ট সব পরিবার প্রধানের ব্যক্তিগত বন্ধু ও পরামর্শদাতা হিসেবে। ব্যাপারটা পরিষ্কার?'

একটা হাত তুলে লেটি স্করপিয়ন বোঝাতে চাইল, পরিষ্কার।

'এটা কোন কোর্ট নয়, ঠিক আছে?' আশ্বস্ত হতে চাইল ডোমেনিকান পাওলা।

'না, এটা কোন কোর্ট নয়,' বলল জামবুরি। 'তবে এখানে আমরা যা বলব এবং যে সিদ্ধান্ত নেব, সবই শপথ নেয়ার পর–কাজেই একটা পর্যায় পর্যন্ত এটা কোর্টের মতই।'

'ঠিক আছে, এটা মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'বেশ,' বলল অ্যাটর্নি, 'প্রথমে আমরা নিজেদের বিষয় নিয়ে কথা বলব।'

'তার আগে আমার একটা কথা,' শান্ত সুরে বলল স্করপিয়ন। 'প্রথমেই একটা ব্যাপার সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। শ্রদ্ধেয় বিনো সিক্সটিনাইন শত্রু নন। মি. পাওলা শত্রু নন। এবং আপনি, মি. কাউন্সিলর, শত্রু নন। কথাটা আমার বেলায়ও সত্যি, আমিও শত্রু নই। তবে বাস্তব সত্য হলো আমরা একটা দুঃসময়ের ভেতর আছি। কেউ কম ভুগছি, কেউ বেশি, তবে ভুগছি সবাই। এইরকম সময়েই একতা দরকার হয়। এই কথাটা সবাইকে মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে? কেউ চোট পেলে ব্যথাটা সবাইকে অনুভব

করতে হবে। আগে সাম্রাজ্য রক্ষা, পরে ভাগ-বাঁটোয়ারা—না কি?'

ডন পাওলা বিড়বিড় করল, 'ধন্যবাদ, লেটি। কথাগুলো বলায় আমি খুশি।'

নিঃশব্দে ছোট একটা পেননাইফ বের করল স্কলারিয়ো জামবুরি। ছুরির ডগা দিয়ে নিজের একটা আঙুলের মাথা সামান্য একটু কাটল সে। টেবিলের মাঝখানে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। ছুরিটা সে স্করপিয়নের হাতে ধরিয়ে দিল।

স্করপিয়নও তাই করল, তারপর ছুরিটা বাড়িয়ে ধরল ডন পাওলার দিকে। তিনজনের রক্ত এক হলো টেবিলে। তিনটে ক্ষতও এক হলো। ইটালিয়ান ভাষায় বিড়বিড় করে কি যেন বলল কাউন্সিলর জামবুরি।

রক্ত ঝরিয়ে শপথ গ্রহণের এই ছোট্ট অনুষ্ঠান ভাবাবেগে আপ্লুত করে তুলল ওদেরকে, এমন কি কেমব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্কলারিয়ো জামবুরিও একটু একটু কাঁপছে। নিজের ক্ষতে একটা রুমাল জড়াল সে, বলল, 'এবার কাজ শুরু করা যেতে পারে। ডন পাওলা, আপনার কিছু বলার থাকলে আমরা ধৈর্য ধরে শুনব।'

'আমি শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে ওদেরকে কিডন্যাপ করেছিলাম,' দোষ খণ্ডনের সুরে বলল ডন পাওলা। 'কিডন্যাপ করার খবর, কোথায় কিভাবে ওদেরকে রাখা হয়েছে ইত্যাদি সবই নিয়মিত তাঁকে জানিয়েছি আমি। আপনি ফোনে ওদেরকে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন, আমার সন্দেহ হলো আপনার খুলিতে কেউ পিস্তল ধরে আছে। হাতে সময় ছিল কম, শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না, তাই সিদ্ধান্ত নিই কিডন্যাপিঙের সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ওদেরকে সাগরের তলায় কবর দেব।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে যান,' উৎসাহ দিয়ে বলল অ্যাটর্নি। 'এ পর্যন্ত

সব ঠিকই আছে। তারপর কি ঘটল?'

'তারপর আমি একটা ফোন পেলাম,' বলল ডন পাওলা। 'ফোনটা করলেন ডন মার্টি প্রায়োর, ক্লিনিক থেকে। তার মাধ্যমেই সিক্সটিনাইনের সঙ্গে যোগাযোগ হয় আমার। সবাই আমরা জানি সিক্সটিনাইনের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। প্রায়োর আমাকে বললেন, সিক্সটিনাইনের দু'জন লোক তানজিন আর গিয়াসকে নিয়ে রকপোর্টে আসছে, আমি যেন ওরা পৌঁছানোর আগেই স্বাতী আর তুহিনকে নিয়ে অন্য কোথাও সরে যাই।'

'আসলে কি ঘটেছে আমি জানি,' বলল অ্যাটর্নি। 'শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনের স্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত দু'জন বডিগার্ডকে ডেকে স্বাতী আর তুহিনকে উদ্ধার করে নিজেদের বাড়িতে আনার নির্দেশ দেন। বডিগার্ড দু'জন–ওলিয়ো আর বেনিনি–শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনকে চেনে না, চেনে ডন মার্টি প্রায়োরকে। তারা কি করবে বুঝতে না পেরে তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ করে। মি. প্রায়োর শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনের সঙ্গে যোগাযোগ না করেই তানজিন আর গিয়াসকে খুন করার নির্দেশ দেন, তারপর আপনাকে ফোন করে স্বাতী আর তুহিনকে নিয়ে সরে যেতে বলেন।'

'তা হলে বলুন, এখানে আমার অপরাধটা কোথায়?' ডন পাওলা জিজ্ঞেস করল।

'কই, না, আপনাকে তো দায়ী করা হচ্ছে না,' বলল জামবুরি। 'তবে বেনিনি আর ওলিয়ো যদি শ্রদ্ধেয়া ম্যাডামের নির্দেশ পালন করত, ঘটনা এত দূর গড়াত না–শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনও খুশি হতেন। এর জন্যে তিনি দায়ী করেছেন ডন মার্টি প্রায়োরকে। ক্লিনিক থেকে তাঁর আর বেরুনো হচ্ছে না। তাঁকে একটা ইঞ্জেকশন পুশ করা হয়েছে।'

স্থির পাথর হয়ে থাকল ডন পাওলা।

‘এবার ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা তুলি,’ বলল অ্যাটর্নি। ‘প্রথমেই লেটি স্করপিয়ন প্রসঙ্গ। ডিগো কর্ডোনার রেখে যাওয়া এলাকা ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এখন থেকে মি. স্করপিয়ন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন। মি. স্করপিয়ন, আগামী হপ্তা থেকে আপনি আর শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনের ক্যাপোরিজিমি থাকছেন না, পুরোদস্তুর ডন-এর মর্যাদা নিয়ে ওই এলাকায় রাজত্ব শুরু করবেন।’

কোঁকড়ানো চুল ঝাঁকিয়ে লেটি স্করপিয়ন বলল, ‘এভাবে পদোন্নতি পাওয়ায় একটু খারাপ লাগছে, তবে এ-কথাও না বলে পারছি না যে ঠিক সময়েই এই পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। আজ ত্রিশ বছর ধরে ক্যাপোরিজিমির দায়িত্ব পালন করে জীবনটা একেবারে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে আমার।’

‘আপনি এখন প্রভুদের একজন। আপনার কোনও প্রশ্ন বা বক্তব্য আছে?’

‘না,’ তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল স্করপিয়ন। ‘আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট।’

‘তাহলে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন,’ বলল জামবুরি। ‘আমি আপনার বুদ্ধি আর সততার একজন ভক্ত, মি. স্করপিয়ন।’

‘ধন্যবাদ।’

‘তবে একটা কথা আছে,’ বলল অ্যাটর্নি। ‘ডন কর্ডোনাকে খুন করেছে ডন কারলুসির ক্যাপোরিজিমি ক্যামিলিয়ো ফন্টেসা। ডন কারলুসিও ফন্টেসার হাতে মারা গেছেন। তার এই সাফল্য দেখে অনেক হার্ডম্যান তার দলে ভিড়তে চাইছে। শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইন আমাকে বলেছেন, মি. স্করপিয়নকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দিতে হলে ফন্টেসার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সে ব্যবস্থা তিনি নিজেই করবেন। শুধু এই সমস্যা নয়, আরও যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, সব তিনি দেখবেন। পরিবর্তে, মি. স্করপিয়ন, আপনার

সমুদয় আয়ের একটা অংশ শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনকে দিতে হবে। কোন আপত্তি?'

মনটা খারাপ হয়ে গেলেও লেটি স্করপিয়নের চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। 'আমি জানি শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনকে কিছু দেয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু সেটা কত?'

'তিনি শতকরা পঁচিশ পার্সেন্টের কথা বলেছেন।'

'পঁচিশ পার্সেন্ট অনেক বেশি হয়ে যায় না?' নরম সুরে বলল স্করপিয়ন। 'পনেরো পার্সেন্ট হলে আমার গায়ে লাগত না।'

'বেশ, আমি তাঁকে পনেরো পার্সেন্টেই রাজি করাব,' আশ্বাস দিয়ে বলল জামবুরি।

'ধন্যবাদ, মি. কাউন্সিলর।'

এবার ডন পাওলার দিকে তাকাল কাউন্সিলর। 'আপনাকে বরাদ্দ করা হলো ডন কারলুসির এলাকা ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। আপনাদের দু'জনকেই সব কিছু নতুন করে গড়ে নিতে হবে, তবে সেজন্যে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই, কারণ শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইন প্রয়োজনে আপনাদেরকে বিপুল অঙ্কের অনুদান দেবেন। আপনার বেলায়ও পনেরো পার্সেন্ট, মি. পাওলা। ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ, ঠিক আছে,' উল্লাস চেপে বিড়বিড় করল ডন পাওলা।

'নিজেদের ঘরের ঝামেলা মিটে গেল,' বলল অ্যাটর্নি। 'এবার অন্য প্রসঙ্গ। স্বাতী আর তুহিন কোথায়, মি. পাওলা?'

ডন পাওলা নিজেকে মনে করিয়ে দিল, কাউন্সিলর সিক্সটিনাইনের প্রতিনিধিত্ব করছে। 'এখান থেকে বেশি দূরে নয়,' জবাব দিল সে।

'আশা করি সুস্থ শরীরেই আছে তারা।'

‘তা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। ওদেরকে আমি আপন সন্তানের মত আদর-যত্নে রেখেছি।’

‘ভেরি গুড। ওদেরকে আমরা আজ মাঝরাতে মাসুদ রানার হাতে তুলে দিচ্ছি।’

ডন পাওলার চোখের পাতা কেঁপে উঠল। স্করপিয়নের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সে। তারপর বলল, ‘এটা কেমন কথা হলো? ওদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার কথা উঠছে কেন?’

‘সিদ্ধান্তটা শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনের,’ বলল অ্যাটর্নি। ‘ওদের কারণেই গোটা ব্যাপারটা শুরু হয়েছে, ওদেরকে দিয়েই এর সমাপ্তি ঘটানো হবে।’

‘না, মানে, এভাবে পরাজয় স্বীকার করা আমাদের ধর্ম নয়।’

‘কে বলল আমরা পরাজয় স্বীকার করছি?’ কাউন্সিলর হাসছে।

‘ও, আচ্ছা, নাকে খত দেয়ার ব্যাপার যদি না হয়, আপনারা যদি কোন বুদ্ধি পাকিয়ে থাকেন, তাহলে ঠিক আছে। যে-কোন সম্মানজনক ব্যবস্থায় আমার সায় আছে।’

‘আজ মাঝরাতে বোস্টন কমনে আসছে মাসুদ রানা,’ বলল কাউন্সিলর। ‘একা। কথা হয়েছে সেখানেই তার হাতে স্বাতী আর তুহিনকে তুলে দেয়া হবে। গোটা এলাকা সীল করে দেবে পুলিস। একজন সরকারী কর্মকর্তা মধ্যস্থতা করছেন। তাঁর নির্দেশে পুলিস থাকবে, তবে অনেকটা দূরে, এবং গোলাগুলি না হলে নাক গলাবে না।’ হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সে। ‘পার্কে লোক বসানোর কাজ শুরু হবে রাত দশটায়। রানা ভাবছে, স্বাতী আর তুহিনকে নিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারবে ওখান থেকে, কিন্তু…’

‘এই সরকারী কর্মকর্তাটি কে?’

‘একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ। এর বেশি জানা আপনাদের জন্যে নিরাপদ নয়। এমনও হতে পারে, তিনি নিজেও হয়তো বোস্টন

কমনে উপস্থিত থাকবেন। কাজেই এই ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সরকারী কর্মকর্তা যেন কোনভাবেই কোন বিপদে না পড়েন। শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইন এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্যে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন আমাকে। এই শান্তিপ্রিয় মানুষটি বোস্টন কমন ত্যাগ না করা পর্যন্ত কেউ আমরা কোন চাল দেব না বা কোন অ্যাকশন নেব না। টাইমিং হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তিনি যাতে বোস্টন কমন থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ পান। তারপর আমরা শুরু করব। পরিচয় জানার দরকার নেই, কিছুই জানার দরকার নেই, নির্দিষ্ট সময়ের পরে পার্কের ভেতর সচল কিছু দেখলেই ফেলে দিতে হবে।'

লেটি স্করপিয়ন নড়েচড়ে বসল। 'আপনি বললেন পার্কে লোক বসানোর কাজ দশটায় শুরু হবে, তাহলে আমরা এখানে কি করছি এখনও? কাদের লোক বসানো হবে ওখানে?'

'অপারেশনটা দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে,' বলল জামবুরি। 'আপনারা দ্বিতীয় ভাগের নেতৃত্ব দেবেন, ব্যাকআপ হিসেবে। আপনাদের কাজ হবে নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর। বাহন ঠিক করা থাকবে, আপনারা শুধু তাতে চড়ে পার্কের ভেতরে ঢুকবেন, তারপর সামনে যাকে পাবেন তাকেই ঝাঁঝরা করে দেবেন। তবে মনে রাখবেন, কাজ শেষ করে খুব তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। কারণ গোলাগুলির আওয়াজ শোনার পর পুলিস চুপ করে বসে থাকবে না। পার্কে পজিশন নিচ্ছে শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনের বাছাই করা কিছু হার্ডম্যান।'

'ওই শালা মাসুদ রানাকে আমি নিজে গুলি করব,' হিসহিস করে বলল ডন পাওলা। 'চেলসিতে ও আমার যা ক্ষতি করেছে, এটা আমার ন্যায্য অধিকার।'

নিঃশব্দে হাসছে স্করপিয়ন। 'কিন্তু আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, মি. পাওলা। শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইন মাসুদ রানার মাথার জন্যে মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করছেন। যে তাকে মারতে পারবে সেই ওই পুরস্কার পাবে। কাজেই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব হবে না। বরং আসুন, আমরা একটা চুক্তি করি।'

'আপনার বা আমার, যার হাতেই সে মারা পড়ুক, পুরস্কারের টাকা আধাআধি ভাগ করে নেব আমরা—রাজি?'

স্করপিয়ন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'রাজি।'

কাউন্সিলর বলল, 'আগে বাঘটাকে হত্যা করুন। টাকা ভাগ করার সময় পরেও পাবেন। প্ল্যানটা সুষ্ঠুভাবে সাজাতে হলে অনেক মাথা খাটাতে হবে।'

'হ্যাঁ, প্ল্যানটা খোলসা করে বলুন আমাদের,' বলল ডন পাওলা।

সাতটা পর্যন্ত ঘুমাল রানা। ঘড়িতে অ্যালার্ম দেয়া ছিল, ঘুম থেকে উঠে মুখে হালকা কিছু দিয়ে দু'কাপ কালো কফি খেলো, তারপর অস্ত্রগুলো জড়ো করল বিছানার ওপর। জানালার বাইরে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

বেরেটা স্থান পেল বাম বগলের নিচের হোলস্টারে, মিনি-কামান মেশিন পিস্তলটা থাকল ডান কোমরে। বেল্টের পকেটগুলোয় রাখল বেরেটার জন্যে নাইন-এমএম বুলেটের অতিরিক্ত একজোড়া ক্লিপ, আর .৪৪-এর জন্যে ২৪০ গ্রেইন ম্যাগনাম। বেল্টে দু'জোড়া গ্রেনেডও রাখল, প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে ভেবে। তারপর কালো সুটের ওপর টপকোট চড়াল।

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় ফোন এল। 'মাসুদ ভাই, বোস্টন কমনে সাদা পোশাকে গিজগিজ করছে পুলিস। মুখচেনা দু'জন

ক্যাপোরিজিমি ভেতরে ঢুকেছিল, সঙ্গে ছিল সাতজন সঙ্গী। পুলিস ঘিরে ফেলছে বুঝতে পেরে লেজ তুলে পালিয়েছে। বোমার কথা এখনও ঘোষণা করা হয়নি, তবে পরিবেশ ভাল নয় বুঝতে পেরে সাধারণ লোকজন পার্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আকাশের অবস্থাও ভাল নয়।'

'সোয়া আটটার পর তোমরাও ওখানে থাকবে না,' বলল রানা। 'আমি হয়তো আর মাত্র একবার যোগাযোগ করব। মোবাইলে। যা বলব শুনবে, অ্যাকনলেজ করার দরকার নেই।'

সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে সেফ-হাউসের গ্যারেজ থেকে কালো একটা ক্যাডিলাক নিয়ে বেরুল ও। এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে বোস্টনের প্রাচীন অভিজাত এলাকায় চলে এল। ব্যাক বে-তে পৌঁছে দেখল মেয়র জেফার্স মারফির বাড়িতে সবগুলো আলো জ্বলছে। বাড়ির বাইরে ও ভেতরে প্রচুর পুলিস। বাড়িটাকে পিছনে ফেলে অনেক দূরে চলে এল রানা, গাড়িটাকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে পায়ে হেঁটে রাস্তা পেরুল, ঘুরপথে চলে এল মেয়র হাউসের পিছন দিকে। বিদ্যুতের চমকানো থেমে গেছে, তবে মেঘ এখনও কাটেনি। বাতাসও বাড়ছে। মেয়রের বাড়ির পিছনের উঠানে ছোট একটা হেলিকপ্টার দেখা গেল।

মনে মনে হাসল রানা। মেয়র ভয় পাচ্ছে—ও, রানা, সুযোগ পেলে হামলা করতে পারে। তা না হলে গোটা বাড়ি এভাবে পুলিস দিয়ে ঘিরে রাখত না। পুলিস যে শুধু দাঁড়িয়ে আছে তা নয়, গাড়ি নিয়ে চক্করও দিচ্ছে।

আরেক রাস্তা হয়ে বোস্টন কমনে চলে এল রানা। গাছের নিচে গাঢ় অন্ধকার, সেখানে থেমে লক্ষ করল খানিক পরপর সশস্ত্র পুলিস দাঁড়িয়ে আছে, বৃত্তাকার দীর্ঘ একটা লাইনে ঘিরে রেখেছে পার্কটাকে। অন্তত দশ-বারোটা পুলিস কার চক্কর দিচ্ছে। রানা

জানে, আশপাশেই কোথাও আছে রুলিং। পার্কে ঢোকার সময় পুলিস যাতে ওকে বাধা না দেয়, সেদিকে নিশ্চয়ই সে খেয়াল রাখবে। তবে রানার উদ্দেশ্য সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢোকা।

পুবদিকের গেট দিয়ে এখনও লোকজন বেরিয়ে আসছে। এই একটা গেটেই কোন পুলিস প্রহরা নেই। গেটের মাথায় আলোও জ্বলছে না। টপকোট খুলে ফেলল রানা, পরনে থাকল এখন শুধু কালো সুট।

পুব গেটটা বিপজ্জনক, কোন সন্দেহ নেই ওটার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। স্ট্রীট লাইটগুলোকে এড়িয়ে উত্তর দিকের পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকল রানা।

সোয়া আটটায় পার্কের ভেতর কয়েকটা পুলিস কার ঢুকল। রানা ইতিমধ্যে একটা গাছের উঁচু ডালে চড়ে বসেছে। পুলিস কার থেকে মেগাফোনে ঘোষণা করা হলো, 'পার্কে টাইমবোমা থাকতে পারে, যে-যেখানে আছেন দয়া করে পার্ক থেকে বেরিয়ে যান।'

সাড়ে আটটার দিকে পুরোপুরি খালি হয়ে গেল পার্ক। আরও প্রায় দশ মিনিট পার্কের এ-রাস্তা সে-রাস্তা ধরে আসা-যাওয়া করল কারগুলো। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল সেগুলোও।

গাছ থেকে নেমে মীটিং সাইটটা দেখতে এল রানা। আশপাশটা ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝল, অন্ধকারে কেউ লুকিয়ে নেই। আরেকটা চক্কর দিয়ে নিজের জন্যে একটা অবজারভেশন পোস্ট বাছাই করল ও। চোখে নাইট গ্লাস পরে নিয়েছে, অন্ধকারেও বেশ খানিক দূর দৃষ্টি চলে। মোবাইল অন করে কয়েকটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল ও, 'মেয়র হাউসের পিছনে একটা ফড়িং। ধরো ওটাকে!'

রানা এই মুহূর্তে অন্ধকারের একটা বর্ধিত অংশ মাত্র। এখন

থেকে শুধু অপেক্ষার পালা।

দশটায় পার্ক স্ট্রীট থেকে একটা পুলিস কার ঢুকল ভেতরে, শম্বুকগতিতে পার্কের কেন্দ্রবিন্দু লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। ফ্রগ পন্ড-কে ঘিরে এক চক্কর ঘুরল, তারপর চার্লস স্ট্রীটে বেরিয়ে গেল। সেদিকে কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা।

সাড়ে দশটায় ভারী যান্ত্রিক গর্জন তুলে স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের একটা সাতটনী ট্রাক চার্লস স্ট্রীটের দিক থেকে ভেতরে ঢুকল, আবর্জনায় উপচে থাকা ডাস্টবিনগুলোর পাশে থামছে। নাইট গ্লাসের ভেতর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল দৃষ্টি, রানা লক্ষ করল ট্রাকে কোন আবর্জনা তোলা হচ্ছে না, বরং কি যেন ফেলে বা নামিয়ে দেয়া হচ্ছে।

ওগুলো সচল। যতবার থামল ট্রাক, ওটার পিছন থেকে পিছলে নামল কি যেন, তারপর গড়ান দিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

এরকম ছ'বার ঘটল। এরপর বীকন হিল-এর দিকে চলে গেল ট্রাক। দেখা না গেলেও, এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে ওটা।

রানা নিশ্চিত, কিছু পুলিস ও এফবিআই অফিসারের পকেট ভারী করা হয়েছে। তা না হলে পুলিস কর্ডন টপকে ট্রাকটা ভেতরে ঢুকতে পারত না।

রানার চোখ আর কানের কাজ বেড়ে গেল। ছ'জন লোক, কে কোথায় যায় খেয়াল রাখতে হচ্ছে একই সঙ্গে। মাত্র দু'জনকে পজিশন নিতে দেখল ও, মীটিং সাইটের আশপাশে। বাকি চারজনের অস্তিত্ব টের পেল ধীরে ধীরে। তারাও মীটিং সাইটকে ঘিরে পজিশন নিয়েছে।

আরও পনেরো মিনিট নিঃশব্দ সার্ভেইল্যান্স-এ ব্যয় হলো।

রক্ত খাবি খা, এমন হুল ফুটাবি না যাতে চাপড় মেরে খুন করতে ইচ্ছে করে–ঝাঁক ঝাঁক মশার প্রতি মনে মনে আকুল আবেদন জানাল রানা। লোকগুলো কে কোথায় আছে তা তো জেনেছেই, সেই সঙ্গে প্রত্যেকের আচরণ ও স্বভাব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়ারও চেষ্টা করছে।

এদিক সেদিক থেকে আড়াল করা আগুনের আভা দেখতে পাওয়া গেল, দেশলাই বা লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাচ্ছে ওরা। কেউ কাশল, আওয়াজটা চিনে রাখল রানা, খেয়াল করল কোন্‌দিক থেকে এল। একজন নাক ঝাড়ল বার দুয়েক। এমন কি নরম সুরে পরস্পরকে কমান্ডও দিল ওরা।

ছ'জনই অস্থির, নার্ভাস, উত্তেজিত। এগারোটার মধ্যে ওদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে চিনে ফেলল রানা–ওদের নাম বা পরিচয় নয়, কার কি বৈশিষ্ট্য। শুকনো ডালে পা ফেলার ব্যাপারে সতর্ক থাকল ও, পা ফেলল শুধু অন্ধকার যেখানে গভীর। একটা চক্কর দিয়ে ছ'জনকেই দেখে নিল। বাতাসে ওদের ঘামের গন্ধ পেল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে এক এক করে প্রত্যেকের পজিশনে পৌঁছুল। কাজ সারল কোন শব্দ না করে। এক এক করে ওদের সংখ্যা কমিয়ে আনল। কে মরল বা বাঁচল, সেটা বিবেচনা করার সময় নেই। প্রতিটি আঘাতই হলো নির্মম, জ্ঞান হারাবার পর পরীক্ষা করে দেখলও না বেঁচে আছে কিনা। মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বাঁধল নাইলন কর্ড দিয়ে, তারপর টেনে আনল ঝোপের ভেতর।

সাড়ে এগারোটায় আবার বিশাল পার্কে একা হয়ে গেল রানা।

বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে, তবে এখনও শুরু হয়নি, তা সত্ত্বেও রেইনকোট পরে আছে লোকটা। ট্রিমন্ট স্ট্রীট থেকে পার্কে ঢুকেছে, বোস্টন ম্যাসাকার মনুমেন্টকে পাশ কাটিয়ে অদ্ভুত এক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে

আসছে ফ্রগ পন্ডের দিকে। হাঁটার মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই, তবে অনিচ্ছার ভাবটুকু স্পষ্ট। তার পিছনে, একটু যেন বেশি পিছনে, দেখা গেল আরেকজনকে। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি পুরুষ নয়। এক লাইনে আসছে ওরা।

সাগ্রহে, কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে রানা। একটা ওভারহেড ল্যাম্পকে পাশ কাটাল ওরা। গায়ে আলো পড়তে দেখা গেল লোকটা বেশ লম্বা, সুঠাম দৈহিক গড়ন, বয়েস ত্রিশ-বত্রিশের বেশি হবে না। মাথায় হ্যাট, কপাল ঢেকে রেখেছে, ছায়া পড়ায় চেহারাটা ভাল করে দেখা গেল না। তবে এই লোককে আগেও দু'একবার দেখেছে রানা–চিনতে পারল দৈর্ঘ্য, শারীরিক গড়ন, হাঁটার ভঙ্গি, ঘাড় ফেরানোর ধরন ইত্যাদি দেখে। তার সঙ্গিনীকে চিনতে এত সময় লাগল না, যদিও তাকে একবারই দেখেছে রানা, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।

মি. ও মিসেস জেফার্স মারফি। মারফি, ওরফে সিমন লা রোকা। ওরফে বিনো সিক্সটিনাইন। বোস্টনের সিটি মেয়র।

মিসেস টিউলিপ এখানে কি করছেন? প্রশ্নটা রানাকে সামান্য উদ্বিগ্ন করে তুলল। সাবধান, এ ব্যাপারটা ওকে যেন অন্যমনস্ক করে না তোলে! স্বামী-স্ত্রী পাশ কাটাল ওকে, খানিকটা হেঁটে স্বাধীনতার সূতিকাগারের ঠিক মাঝখানে পৌঁছে আলোর নিচে দাঁড়াল। আলো...মনে মনে হাসল রানা। আলোয় দাঁড়াতে সিক্সটিনাইন ভয় পাচ্ছে না, কারণ সে জানে তাকে ঘিরে আছে তার ছ'জন পোষা খুনী।

মিসেস টিউলিপ স্বামীর পাশেই দাঁড়িয়েছে, তবে গা ঘেঁষে নয়। পরনে ঢোলা একটা লাল গাউন, সাদা ব্লাউজ। একটু বোধহয় শীত শীত করছে তার–কাঁধ দুটো উঁচু করে রেখেছে, হাত দুটো গাউনের পকেটে ডুবে আছে।

কেউ ওরা নড়ছে না। কথা বলছে বলেও মনে হলো না। মিসেস টিউলিপের একটা সংলাপ মনে পড়ে গেল রানার। 'প্রেম কোন বাধা মানে না'। আবার এ-কথাও সত্যি—প্রেম যখন ঘৃণায় পরিণত হয়, সে ঘৃণাকে শুধু নরকের আগুনের সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

ভলতেয়ার হতে চাও? নিজেকে তিরস্কার করল রানা। আগে স্বাতী আর তুহিনকে নিয়ে বোস্টন কমন থেকে বেরিয়ে যাও, তারপর দর্শনচর্চা কোরো।

সময় এখন এগারোটা পঞ্চাশ।

নিজের অন্ধকার পজিশনে রানা এক চুল নড়ছে না। বারোটা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট বাকি, চোখের কোণে আরও একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। বোস্টন কমন পার্কিং এরিয়া থেকে কারা যেন আসছে। দ্রুত হাঁটছে তারা, নিস্তব্ধ পরিবেশে তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে। কয়েক জোড়া পদশব্দ।

তারপর আরও একটা আওয়াজ ভেসে এল বীকন হিল-এর দিক থেকে। শক্তিশালী এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার যান্ত্রিক শব্দ। এই গর্জন রানা চেনে, কোথায় যেন শুনেছে...

পার্কিং এলাকা থেকে এগিয়ে আসছে দলটা। এখন ওদেরকে আলাদাভাবে দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে তিনজন। সারা শরীরে শিরশিরে একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। ওদের মধ্যে ওর দু'জন প্রিয় মানুষ আছে, আন্দাজ করতে পারছে ও। গলায় কিছু একটা আটকে যাবার অনুভূতি হলো।

তারপর স্বাতীকে চিনতে পারল। চিনতে পারল তুহিনকেও। তৃতীয় ছায়ামূর্তিটাও পরিচিত...হ্যাঁ, ব্যাপারটা মেলে—অ্যাটর্নি স্কলারিয়ো জামবুরি ওদেরকে নিয়ে আসছে। সে-ই তো মাফিয়া প্রধানদের পরামর্শদাতা।

কিন্তু বীকন হিল থেকে ভেসে আসা চাপা গর্জনটা...

গাছ থেকে নিঃশব্দে নেমে এল রানা। গাঢ় অন্ধকার থেকে বেরুল না, মীটিং সাইটকে মাঝখানে রেখে অর্ধবৃত্ত তৈরি করে হাঁটছে। তারপর টার্গেট এরিয়ার কাছাকাছি সরে এল। আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আছে স্বামী-স্ত্রী, স্বাতী আর তুহিনকে নিয়ে সেদিকেই এগোচ্ছে জামবুরি। কঠিন, ঠাণ্ডা সুরে নির্দেশ দিল রানা, 'ওখানেই থামো, জামবুরি।' স্বাতী আর তুহিনের গায়ে আলো পড়তে দিতে রাজি নয় ও।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল তিনজনই।

নার্ভাস গলায় অ্যাটর্নি বলল, 'মি. রানা? সব ঠিক আছে, স্যার। আপনার দুই এজেন্ট মিস স্বাতী ও তুহিন এই তো, আমার পাশে। সব কিছু নিয়ম আর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঘটছে, বস্।'

নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড় বিড় করল রানা, 'পয়েন্ট অব ল, কাউন্সিলর।'

আলোর দিকে পিছন ফিরল বিনো সিক্সটিনাইন, দেখাদেখি মিসেস টিউলিপও—অন্ধকারে ঢাকা জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে।

'ওদেরকে কথা বলতে বলো,' গলা চড়িয়ে বলল রানা।

'মাসুদ ভাই, আমি স্বাতী, আমরা ভাল আছি,' অ্যাটর্নির পাশ থেকে রানার প্রাইভেট সেক্রেটারি বলল। 'মাসুদ ভাই, আমি তুহিন,' বলল তুহিন আজাদ, রানা এজেন্সির নতুন রিক্রুট। তারপর বাংলায় বলল, 'এই লোক বলছে সে অফিশিয়াল মধ্যস্থতাকারী। আপনি ওকে বিশ্বাস করবেন না। আমি ওর গা থেকে বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পাচ্ছি।'

'অন্ধকারেই থাকো তোমরা, নিজের জায়গা ছেড়ে নোড়ো না,' বলল রানা। 'তুমি না, জামবুরি। ওদেরকে রেখে আলোয় এসো

তুমি।'

বিনো সিক্সটিনাইন চারদিকে দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে। ভাবছে, তার বাছাই করা পোষা খুনীরা গেল কোথায়?

ধীর পায়ে আলোর দিকে হেঁটে আসছে অ্যাটর্নি। সে-ও চোরা দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। ওভারহেড লাইটের আলো পড়ল তার গায়ে, তবে মেয়র আর মিসেস টিউলিপের কাছ থেকে এখনও সে দশ-বারো গজ দূরে। 'থামো!' নির্দেশ দিল রানা। জামবুরি দাঁড়িয়ে পড়ল।

'সিটি মেয়র জেফার্স মারফিকে চিনতে পারছ তো, কাউন্সিলর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি বললেন!' চমকে উঠল স্কলারিয়ো জামবুরি। এটা তার ভান বলেই ধরে নিল রানা। 'ওহ্, গড!'

'লোকটা সিক্সটিনাইন, উল্টাপাল্টা, তাই না, মিসেস টিউলিপ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

উত্তর না দিয়ে মিসেস টিউলিপ রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'মি. রানা, এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। আমি যা জানি আপনি তা জানেন না। আপনি এখুনি স্বাতী আর তুহিনকে নিয়ে পার্ক থেকে বেরিয়ে যান, প্লীজ। আপনি চলে যাবার পর আমরা যাব।'

যান্ত্রিক গুঞ্জন থেমে গিয়েছিল, আবার শুরু হলো। শুরু হতেই একটা ঝাঁকি মত খেলো অ্যাটর্নি জামবুরি। 'না! কে আগে বেরুবে কে পরে বেরুবে, এ নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। আমাকে শ্রদ্ধেয় সিক্সটিনাইনের নিরাপত্তার দিকটা দেখতে হবে। কারণ আপনি কোন বিপদের মধ্যে নেই, উনি আছেন। পুলিস যে-কোন মুহূর্তে পার্কে ঢুকতে পারে, তাই না? এফবিআই আর পুলিস ওনাকে গ্রেফতার করতে পারে। আপনার সে-সমস্যা নেই। কাজেই আমরা আগে বেরিয়ে যাই, তারপর আপনারা বেরুবেন।'

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে ভারী আওয়াজটা। এখন রানার মনে পড়েছে, ঠিক এই শব্দই কখন কোথায় শুনেছে। 'সিক্সটিনাইন, তোমার বাহিনী আসছে। কাউন্সিলরকে পাঠাও, ট্রাকটাকে পার্কে ঢুকতে নিষেধ করে আসুক সে। জলদি করো, তা না হলে কিন্তু ট্রিগারে চেপে বসা আঙুলটাকে বশ মানাতে পারব না।'

'মি. রানা! আপনারা চলে যাচ্ছেন না কেন!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মিসেস টিউলিপ। 'ফর গড'স সেক, কেন আপনি অযথা দেরি করছেন?'

স্ত্রীর কথা যেন শুনতে পায়নি সিক্সটিনাইন, জামবুরিকে বলল, 'মি. কাউন্সিলর, মি. রানা যা বলছেন শুনুন।'

টলে উঠল জামবুরি। দ্বিধায় পড়ে মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে। 'কি বলছেন আপনি, বস্!'

'ঠিকই বলছি! ছুটে যান, থামান ওটা!' সিক্সটিনাইন নির্দেশ দিল, গলার সুরে সামান্য কম্পন, প্রায় ধরা যায় না।

বাঘের তাড়া খাওয়া মানুষের মত মরিয়া হয়ে ছুটল কাউন্সিলর, আলো পিছনে ফেলে হারিয়ে গেল অন্ধকারে, নিজের তৈরি হত্যাযজ্ঞের আয়োজন বাতিল করার জন্যে। তার বোধহয় মনে নেই প্রস্তুতিপর্বে কাকে কি নির্দেশ দিয়েছিল।

রানা বলল, 'স্বাতী, তুহিন–ঘোরো, দৌড় দাও, সোজা লিংকন মনুমেন্টের দিকে!' কালো টেপ সরিয়ে হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে তাকাল ও। বারোটা বেজে এগারো মিনিট। মেঘে ঢাকা পুব আকাশটা একবার দেখে নিল।

'না! প্লীজ!' রানা থামতেই আবেদনের সুরে বলল মিসেস টিউলিপ। 'মি. রানা, আমি ওদেরকে সাহায্য করতে চাই! বিশ্বাস করুন, আমি ওদেরকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

‘আপনাকে আমি বিশ্বাস করব কেন?’ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আরেকবার আকাশে চোখ বুলাল রানা।

‘আমার এখানে আসার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে, মি. রানা,’ মেয়র পত্নীর কণ্ঠস্বর অনুনয়ে কাতর। স্বামীর কাছ থেকে আরও খানিকটা দূরে সরে এল সে, গাউনের পকেট থেকে একটা হাত বের করে মাথার ওপর তুলল। হাতে একটা পিস্তল, রানাকে দেখাতে চায়। ‘এই পিস্তল দেখিয়ে ওকে এখানে এনেছি। ওর প্ল্যানটা কি আমি জানি! এই পার্ক থেকে মাত্র একটা গেট দিয়ে নিরাপদে বেরুনো সম্ভব! বাকি সব গেটে খুনীরা অপেক্ষা করবে...’

রানা উভয়সঙ্কটে পড়ে গেল। রেসকিউ টীম আসতে দেরি করছে। মিসেস টিউলিপকে কি বিশ্বাস করা যায়?

স্বাতী আর তুহিন নড়ছে না। রানা কি সিদ্ধান্ত নেয় তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মিসেস টিউলিপ আবার বলল, ‘ভেবে দেখুন না, আর কি কারণ থাকতে পারে আমার আসার? যখন শুনলাম একটা মাত্র গেট নিরাপদ, আপনাদেরকে পার্কে রেখে ওটা দিয়েই ওরা বেরিয়ে যাবে, তখন পিস্তল দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসতে বাধ্য করেছি ওকে। প্লীজ!’

মেয়র জেফার্স মারফি বলল, ‘টিউলিপ সত্যি কথাই বলছে, মি. রানা। স্বীকার করছি, শর্ত ভেঙেছি আমি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই আপদ তো বিদায় হচ্ছেই, কাজেই এ নিয়ে আর ঝামেলা করে লাভ কি আপনার। চলুন, সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে যাই। এখনও সময় আছে, মি. রানা।

‘তোমার জন্যে নেই, সিক্রটিনাইন,’ বলল রানা। তারপর স্বাতীকে জিজ্ঞেস করল, ‘স্বাতী, তুমি কি বলো?’

‘মিসেস টিউলিপের সঙ্গে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই,’

বলল স্বাতী। 'তবে আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন।'

'পার্ক থেকে একসঙ্গেই বেরুব,' বলল রানা। 'তবে ওই একমাত্র গেটটা দিয়ে নয়। স্বাতী, তুহিনকে নিয়ে মিসেস টিউলিপের সঙ্গে যাও তোমরা–লিংকন মনুমেন্টের দিকেই যাবে! কুইক!'

'মাসুদ ভাই, আপনি...'

'কোন কথা নয়!' ধমক দিয়ে তুহিনকে থামিয়ে দিল রানা। 'শোনো, আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত পার্ক থেকে তোমরা বেরুবে না, মনুমন্টের কাছে অপেক্ষা করবে। আমি যদি ওখানে না-ও পৌঁছতে পারি, কেউ না কেউ পৌঁছবে। যাও!'

মিসেস টিউলিপ ছুটল। তাকে অনুসরণ করল স্বাতী আর তুহিন।

ওরা তিনজন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেতেই আকাশে একটা হেলিকপ্টার দেখা গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওদের মাথার ওপর চলে এল সেটা। সার্চলাইট ফেলে নিচটা দেখছে পাইলট।

হেসে উঠল সিক্সটিনাইন। 'আপনি হেরে গেলেন, মি. রানা! ওরা আমাকে নিতে এসেছে।'

'তোমার ফড়িং ওড়েনি, সিক্সটিনাইন,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

মাথার ওপর মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল হেলিকপ্টারটা। আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা সিক্সটিনাইনের চারপাশে এক পশলা গুলি হলো। তাকে টার্গেট করা হয়নি, কাজেই সে আহত হলো না। সার্চলাইট ঘুরে গেল, কপ্টারটা লিংকন মনুমেন্টের দিকে চলে যাচ্ছে। মোবাইল অন করে পাইলটকে নির্দেশ দিল রানা, 'মনুমেন্ট থেকে ওদেরকে তুলে নিয়ে পার্ক থেকে বেরিয়ে যাও। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না।'

যান্ত্রিক গর্জন দূরে মিলিয়ে যেতে সিক্সটিনাইন বলল, 'মি.

রানা, এখনও সময় আছে। প্লীজ, চলুন বেরিয়ে যাই।'

রানা বলল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

সত্যি তাই।

পার্কের উঁচু-নিচু পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে আসছে একজোড়া হেডলাইট, ভারী এঞ্জিনের গর্জনে ভরাট হয়ে উঠছে নিস্তব্ধ পরিবেশ। স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের ট্রাক আবর্জনা তুলতে নয়, সৃষ্টি করতে আসছে।

অন্ধকার থেকে হেডলাইটের জোড়া আলোর আভায় বেরিয়ে এল একটা ছুটন্ত মূর্তি, আড়াআড়ি পথ ধরে ট্রাকের সামনে পৌঁছুতে চাইছে। হাত দুটো মাথার ওপর তুলে উন্মত্ত ভঙ্গিতে ঘন ঘন ক্রসচিহ্ন তৈরি করছে কাউন্সিলর, এমন একটা দানবকে থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে যাকে সে-ই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে কোন অবস্থাতেই থামা চলবে না।

এক পশলা গুলিবর্ষণের শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে গুঁড়িয়ে দিল, ছুটন্ত কাউন্সিলর মুখ থুবড়ে পড়ল মাটির ওপর, জোড়া হেডলাইট পাশ কাটাতে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সে।

পুরানো প্রবাদ, তবে আজও ফলে—পরের জন্যে গর্ত খুঁড়লে সেই গর্তে নিজেকেই পড়তে হয়।

না দেখলে রানা বিশ্বাস করত না, বিনো সিক্সটিনাইন নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে! তারপর ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল, অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে চায়।

কড়কে উঠল রানা, 'উঁহুঁ! নড়বে না!'

'কি ঘটল আপনি দেখেছেন!' ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়র।

'অবশ্যই দেখেছি।'

'কিছু নড়তে দেখলেই গুলি করবে ওরা! সেই নির্দেশই দেয়া

হয়েছে!'

'তাহলে নোড়ো না।'

এ এক বিপজ্জনক মুহূর্ত। স্যানিটেশন ট্রাক যে ছয়জনকে পার্কে রেখে গিয়েছিল তাদের কাজ ছিল রানাকে খুন করা। তারা ব্যর্থ হতে পারে এই চিন্তা মাথায় রেখে ব্যাকআপ টীমের ব্যবস্থা রাখা হয়, নির্দেশ দেয়া হয় নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর আবার ট্রাকটা লোকজন নিয়ে ভেতরে ঢুকবে, সামনে যাকে পাবে তাকেই গুলি করে ফেলে দেবে। মেয়র আর কাউন্সিলরের ধারণা ছিল, তার আগেই তারা পার্ক থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে।

যে-কোন মূল্যে রানাকে হত্যা করাই ছিল এই প্ল্যানের একমাত্র উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যে নিরীহ এক তরুণী ও নির্দোষ এক তরুণ যদি খুন হয়ে যায়, সেটাকে তাদের দুর্ভাগ্য বলে ধরে নিতে হবে।

টাইমিং-এর ওপর বড় বেশি আস্থা রেখেছিল মেয়র।

'ঠিক আছে, তোমাকে একটা সুযোগ দেয়া হলো—দৌড়াও!' অন্ধকার থেকে বলল রানা।

বলতে যা দেরি, চোখের পলকে আলো থেকে ছুটে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল বিনো সিক্সটিনাইন। ভুল করে ফেলেছে বলে রানা যখন নিজেকে তিরস্কার করতে যাবে, এই সময় ট্রাকের হেডলাইট খুঁজে নিল মেয়রকে। ইতিমধ্যে বিশ গজের মত দূরে সরে গেছে সে।

আলোর দিকে ঘুরে দাঁড়াল মেয়র, একহাতে আড়াল করল চোখ, আরেক হাত সামনে বাড়িয়ে নিষেধ করার ভঙ্গিতে নাড়ছে। জবাবে একযোগে গর্জে উঠল কয়েকটা সাব মেশিনগান। মেয়রের ঝাঁঝরা শরীরটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। সে আর কোনদিন উঠবে না।

পিন খুলে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল রানা, লক্ষ্যস্থির করল সচল হেডলাইটের দশ ফুট পিছনে। হঠাৎ কড়-কড়াৎ শব্দে বজ্রপাত হলো, বিদ্যুৎ চমকাল, একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেডটা। খোলা ট্রাকের মেঝে থেকে শূন্যে লাফ দিল কয়েকটা শরীর, ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাটিতে পড়ছে। আরেকটা গ্রেনেড ছুঁড়ল রানা। শিকারীরা এখন জানে তারাই শিকারে পরিণত হয়েছে। হায়েনাদের কাতর চিৎকার, গোঙানি আর কান্নায় ভারী হয়ে উঠল সূতিকাগারের বাতাস।

হাতে বেরেটা নিয়ে কাছাকাছি চলে এল রানা। কেউ পালাচ্ছে দেখলে গুলি করবে। ডেমেনিকান পাওলাকে চিনতে পারল ও। এক পায়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে, হাঁটুর কাছ থেকে ডান পা নেই। হামাগুড়ি দিয়ে তাকে অনসুরণ করছে আরেক লোক, তার দুই পা অক্ষত থাকলেও দুটো হাতের একটাও নেই। এই লোকটাকেও চিনতে পারল রানা। লেটি স্করপিয়ন, সিক্সটিনাইনের ক্যাপোরিজিমি।

দু'জনকেই গুলি করে ফেলে দিল ও।

সাইরেন বাজিয়ে পার্কে ঢুকছে পুলিস কার। পিছিয়ে এসে অন্ধকারে মিশে গেল রানা। খুনীরা এখনও দু'চারজন হয়তো বেঁচে আছে, তবে তাদের ব্যবস্থা পুলিসই করতে পারবে।

রানাকে ওরা কেউ পার্কে ঢুকতে দেখেনি। ওকে বেরুতেও হবে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে। বোস্টন কমনে এই রক্তপাতের ঘটনা যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায়, আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় বলা যাবে যে ঘটনার সময় পার্কে সে ছিল না।

পাঁচিল টপকে পার্ক থেকে বেরিয়ে এল রানা। রাস্তা এখন একদম খালি, পুলিসের বেষ্টনী তুলে নেয়া হয়েছে, বিভিন্ন গেট দিয়ে পার্কের ভেতর ঢুকছে তারা।

অন্ধকার ফুটপাথ ধরে নিঃশব্দে হাঁটছে রানা। মার্জিত একটা নারীকণ্ঠ বারবার বাজছে কানে, ‘আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি, মি. রানা।’ অথচ তারপরও...

কে যেন বলেছিল, নৈতিকতা পরাজিত শত্রু। মানুষের সমাজে কথাটা সাধারণ একটা সত্য। তবে সর্বক্ষেত্রে নয়। পঙ্কিলতার মধ্যেও সাহস করে মাঝে-মধ্যে কেউ একজন নৈতিকতার পক্ষে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। সেজন্যে তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়, অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। টিউলিপ নামে এক গৃহবধূ ঠিক তাই করেছে।

মাসুদ রানা একজন সৈনিক। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনই ওর ব্রত। ওর চেয়ে ভাল আর কে জানে এ-লড়াই কত কঠিন। সেজেন্যেই তরুণী টিউলিপের এই ত্যাগ ও সৎসাহসকে অনেক বড় করে দেখছে ও। তাকে ওর ‘মহীয়সী নারী’ বলে মনে হচ্ছে।

এই কাঁচ লাগানো সিটিংরূমেই তার সঙ্গে কথা হয়েছিল রানার। সেই প্রৌঢ় বাটলারই ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। কামরায় স্বাতী আর তুহিন আছে। কিন্তু সে নেই।

ছুটে এসে এক কাণ্ডই করে বসল স্বাতী। লম্বা-চওড়া কাঠামো তার, ধাক্কা খেয়ে এক পা পিছিয়ে যেতে হলো রানাকে। মেয়েটা ওকে কষে জড়িয়ে ধরার পর আর ছাড়ছে না। অদম্য কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে চওড়া পিঠ। রানা বিব্রত, তবে জানে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসার আনন্দে স্বাতী এখন যা করছে তাতে শুধু নিখাদ কৃতজ্ঞতাই আছে, অন্য কিছু নয়। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ও, কানের কাছে ফিসফিস করল, ‘একটু ঢিল দাও, তা না হলে যে দম আটকে মারা পড়ব!’

লজ্জা পেয়ে রানাকে ছেড়ে দিল স্বাতী। ‘আ-আমি, মা-মাসুদ

ভাই…'

'এখন কোন কথা নয়,' বলল রানা। 'একটু পরই সেফ-হাউসে চলে যাব আমরা, সেখানে একজন ডাক্তার তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, তারপর তোমরা বিশ্রাম নেবে। উনি কোথায়?'

এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল তুহিন। রানা তাকে বুকে টেনে নিল।

নিজেকে ছাড়িয়ে তুহিন বলল, 'মিসেস টিউলিপ অসুস্থ বোধ করছিলেন, ডাক্তার তাঁকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।'

'তাঁর সঙ্গে আমি কাল এসে কথা বলব। স্বাতী, আমাদের সেফ-হাউসের চেয়ে এই বাড়ি কম নিরাপদ নয়। ইচ্ছে করলে এখানেও তুমি দু'একদিন থাকতে পারো, মিসেস টিউলিপ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে…'

'না, মাসুদ ভাই। আপনার অনুমতি না নিয়েই মিসেস টিউলিপকে আমি কথাটা বলেছি—তিনি যদি চান, তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে এখানে কয়েক দিন থাকতে পারি আমি। উনি খুশি হয়েছেন।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ম্যাট রুলিং। 'সব ভাল যার শেষ ভাল, বন্ধু।' এগিয়ে এসে রানাকে আলিঙ্গন করল সে, তারপর কানের কাছে ফিসফিস করল, 'পুলিস চীফ মি. ওয়েদারবাই হলরুমে অপেক্ষা করছেন। এফবিআই-এর বোস্টন চীফ হার্ভে ময়নিহানও আছেন। সাংবাদিকদের সামনে তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা হবে। তুমি বলবে, বোস্টন কমনে তোমার যাবার কথা ছিল ঠিকই, কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভেবে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টাও। ঠিক আছে?'

'এ-কথা বললে অনেক আলগা সুতো থেকে যাবে, সেগুলো সব জোড়া লাগাবার উপায় কি?'

‘ও-সব আমার ওপর ছেড়ে দাও, রানা।’

‘ধন্যবাদ।’ আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা, তুহিন আর স্বাতীকে বলল, ‘খানিক পর তোমাদের এসে নিয়ে যাব, কেমন? পুলিস তোমাদের জবানবন্দি রেকর্ড করতে চাইবে।’

স্বাতী বলল, ‘আমাকে আপনি মিসেস টিউলিপের বেডরূমে পাবেন, মাসুদ ভাই। ওঁর ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত ওখানেই থাকব আমি।’

***

মাসুদ রানা

বোস্টন জ্বলছে

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা তখন ইসরায়েলে, ওর অনুপস্থিতিতে রানা এজেন্সির দু'জন এজেন্ট স্বাতী আর তুহিনকে কিডন্যাপ করা হলো, উদ্দেশ্য রানাকে বোস্টনে আসতে বাধ্য করা। কেউ একজন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায়।
রানা বোস্টনে এল যেন অদৃশ্য এক সেনাবাহিনী নিয়ে। আমেরিকায় মাফিয়ার গায়ে টোকা দেবে এমন দুঃসাহস কারও নেই–তবে শুধু টোকা নয়, গোটা কাঠামোয় আগুন ধরিয়ে দিল রানা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি স্বাতী আর তুহিনকে উদ্ধার করতে পারবে ও?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০